সহীহ
আত্-তিরমিযী
[প্রথম খণ্ড]
তাহক্বীক্ব ঃ
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহ্রাব
হাদীস বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনাহ্, সৌদী আরব।
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
মুমতায শারীআহ্ বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনাহ্, সৌদী আরব।
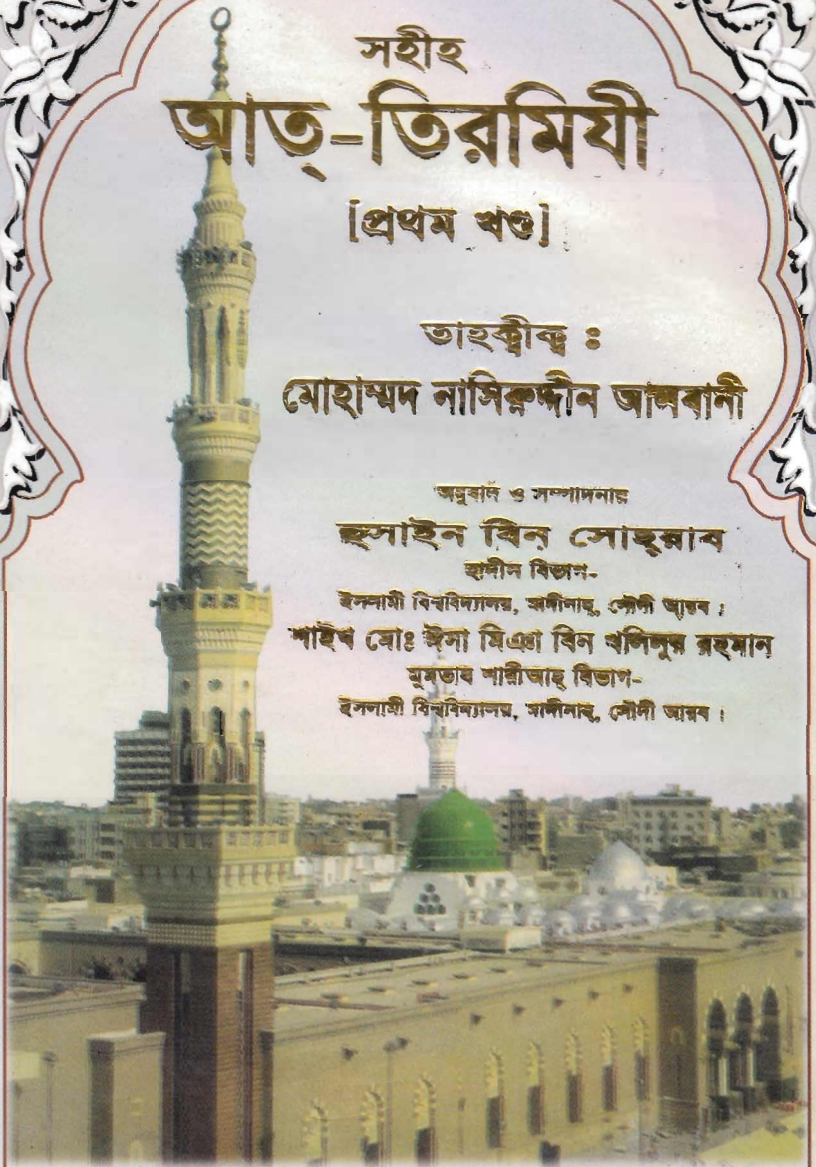
সহীহ্
আত্-তিরমিযী
[প্রথম খণ্ড]

মূল
ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন ঈসা সাওরাহ আত্-তিরমিযী (রহিমাহুমুল্লাহ)
মৃত্যু ঃ ২৭৯ হিজরী

তাহকীক
মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
(আবূ আব্দুর রহমান)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
হুসাইন বিন সোহরাব
অনার্স হাদীস
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনা সৌদীআরব

শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
শিক্ষক– উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট
জামঈয়াতু ইহ্ইয়া ইত্তুরাস আল-ইসলামী, আল-কুয়েত

সহীহ্ আত্-তিরমিযী

মূল : ইমাম হাফিয মুহাম্মাদ বিন 'ঈসা সাওরাহ্ আত্-তিরমিযী (রহ্ঃ)

তাহ্ক্বীক্ব : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী আবূ 'আবদুর রহ্মান

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী

৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা- ১১০০,

ফোন : ৭১১৪২৩৮, মোবাইল : ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

www.hussainalmadani.com

e-mail : info@hussainalmadani.com

দ্বিতীয় সংস্করণ

সেপ্টেম্বর : ২০১১ ঈসায়ী

রামাযান : ১৪৩২ হিযরী

মুদ্রণে

হেরা প্রিন্টার্স

হেমেন্দ্র দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মূল্যঃ ৩০১/= টাকা মাত্র

Published by **Hossain Al-Madani Prokashoni**

Dhaka, Bangladesh. 2nd Edition : September- 2011

Price Tk- 301/= US $: 11

ISBN NO. 984 : 605 : 065 : 8

بسم الله الرحمن الرحيم ※

অনুবাদকের কথা কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য এবং দুরূদ ও সালাম মহানাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ণ জীবন বিধান হচ্ছে ইসলাম। আর সহীহ্ হাদীসের আলোকেই ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে হবে। অতএব মুসলমান হিসাবে আমাদেরকে সহীহ্ হাদীস জানা ও বুঝা একান্ত অপরিহার্য। যা নির্ভর করে আরবী ভাষা জানা ও বুঝার উপর।

আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসলমান আরবী ভাষা বুঝতে অক্ষম, অথচ কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। হাদীসের ভাষা বুঝতে হলে বাঙ্গানুবাদের সাহায্য গ্রহণ ব্যতীত বিকল্প পথ নেই। এ ক্ষেত্রে যত বেশি সহীহ হাদীস বাঙ্গানুবাদ করা হবে ততই মঙ্গল।

কিন্তু পরিতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ইতোপূর্বে হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাব তিরমিযী গ্রন্থ বাংলায় অনুদিত হলেও অনুবাদকগণের কেউই প্রসিদ্ধ তিরমিযী গ্রন্থকে যঈফ মুক্ত করেননি। অতএব সহীহ হাদীসের উপর আমলকারীদের জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার অধিকারী বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীক কৃত সহীহ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ একান্তই কাম্য। যা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও সচ্ছ চিন্তার বিকাশ ঘটাবে।

তাই গ্রন্থটি অনুবাদে আমার বন্ধু শাইখ মোঃ ঈসা (লিসান্স মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব) আমাকে সাহায্য করায় আমি তাঁর এই প্রশংসনীয় আন্তরিকতাকে স্বাগত জানাই। তিনি অনুবাদ প্রসঙ্গে মুক্ত নীতি অবলম্বন করেছেন। এ জন্য তিনি অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই ধন্যবাদ পাওয়ার হকদার। আমি তাকে আন্তরিক মুবারাকবাদ জানাই। আমি সত্যিকার অর্থেই অনুভব করছি যে, আমার বন্ধু শাইখ ঈসা এ মহৎ কাজে কতটা শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর এ পরিশ্রম সফল ও সার্থক হোক এটাই আমি কামনা করি। শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা-এর দীর্ঘদিনের সহযোগিতার শুভ ফল বঙ্গানুবাদ সহীহ তিরমিযী প্রকাশ হওয়ায় বহুদিনের সুন্দর একটি চাহিদা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি আশা পোষণ করছি– পুস্তকটি সমাজে ব্যাপকভাবে মূল্যায়ন হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্ববূল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশী পরিমাণে খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

بسم الله الرحمن الرحيم *

সম্পাদকের কথা

মহান আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অফুরন্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসির উদ্দীন আলবানী কতৃক তাহকীককৃত সহীহ তিরমিযীর বঙ্গানুবাদ ও সম্পাদনায় হুসাইন বিন সোহ্‌রাব সাহেবকে অতি নিকট থেকে সহযোগিতা করার তাওফীক প্রদান করেছেন। অতঃপর প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম।

আমার বন্ধু হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (বহু গ্রন্থ প্রণেতা)-কে নাসির উদ্দীন আলবানী কর্তৃক তাহকীককৃত সহীহ তিরমিযীর বাংলা অনুবাদে সহযোগিতা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন। এ অনুরোধ রক্ষা করার যোগ্যতা আমার কতটা আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই তবে তার অনুরোধে সাড়া দিতে পেরে আমি আনন্দিত ও নিজকে ধন্য মনে করছি।

বাংলাদেশের মানুষের কাছে মাতৃভাষার গুরুত্ব যেমন অনেক বেশী, তেমনি তাদের কাছে সহীহ হাদীসের চাহিদাও অনেক। অথচ এদেশীয় জনগণের মাতৃভাষা বাংলায় অনুবাদকৃত সহীহ হাদীসের তীব্র অভাব ও অপ্রতুল। সহীহ হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে মুসলমানগণ নির্ভরযোগ্য হাদীসের সন্ধান না পেয়ে সত্যিকার সহীহ ও সঠিক পথ থেকে সরে বিভিন্ন মতবাদের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের মুসলমানদের কাছে সহীহ হাদীস জানার আগ্রহ বহুদিনের। এই দীর্ঘদিনের অভাব দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমস্যা ও চাহিদার দিকে লক্ষ করে হুসাইন বিন সোহ্‌রাব যে মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তজ্জন্য আমি তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। সহীহ হাদীস জানার, মুসলমানদের সহীহ ও সঠিক পথে চলার দিক নির্দেশক যে সব সহীহ হাদীসের কিতাব রয়েছে তন্মধ্যে এই সহীহ্ তিরমিযীর অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

এধরনের একটি হাদীসের অনুবাদের আবশ্যকতা পাঠকগণ যে তীব্রভাবে অনুভব করছিলেন তার কিছুটা হলেও পূরণ হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সহীহ তিরমিযীর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলায় প্রকাশনা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাকে আরও অধিক ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশ করে দ্বীনী খিদমাত করার তাওফীক দান করেন। জনাব হুসাইন বিন সোহ্‌রাব দ্বীন-ইসলামের খিদমাত মনে করে নিরলস চেষ্টা সাধনা ও ত্যাগ স্বীকার করে বহু গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন। আল্লাহ্ তাঁর দ্বীনী খিদমাত ক্বূল করুন। আমীন!

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সহচরবৃন্দ এবং তাঁদের উপর যাঁরা তাঁদের অনুসরণ করতে থাকবেন কিয়ামাত পর্যন্ত।

অতঃপর সুনানে তিরমিযী গ্রন্থের তাহকীক এবং এতে সন্নিবেশিত হাদীস সম্ভারের সহীহ্ ও যঈফ হাদীসগুলো পৃথক করার যে দায়িত্ব রিয়াদস্থ মাকতাবাতুত তারবিয়্যাহ আল-আরাবী'র পক্ষ থেকে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল তা আমি ১৪০৬ হিজরী সনের ১০ জিলক্বাদ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা সমাপ্ত করেছি।

আর এতে আমি সেই পন্থাই অবলম্বন করেছি, যে পন্থা অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনু মাযাহ'র তাহকীক করার ক্ষেত্রে। এখানে আমি সেসব পরিভাষাই ব্যবহার করেছি, যেসব পরিভাষা তাতে ব্যবহার করেছি। আর তা আমি ইবনু মাযাহ'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তাই একই জিনিস পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই ভূমিকাতে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্তে আলোকপাত করছি।

প্রথমতঃ পাঠকবৃন্দ অনেক হাদীসের শেষে দেখতে পাবেন হাদীসের স্তর বা মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে আমি ইবনু মাযাহ'র বরাত দিয়েছি। যেমনটি আমি এই গ্রন্থের পঞ্চম নং হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছি– সহীহ্ ইবনু মাযাহ ২৯৮ নং হাদীস।

আমি এরূপ করেছি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে। স্বল্প সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে ও একই বিষয় পুনরাবৃত্তি করা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কেননা আপনি যদি ইবনু মাযাহতে উল্লিখিত নাম্বারযুক্ত হাদীসটি অনুসন্ধান করেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে লিখা আছে "সহীহ্" ইরওয়াহ ৪১ নং সহীহ্ আবূ দাউদ ৩নং আর-রওজ ৭৬ নং। এই বরাত দ্বারা আমি নিজেকে অনুরূপ কথা পুনরুল্লেখ করা থেকে রক্ষা করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্ধৃতি দীর্ঘ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষিপ্ত তাহকীককৃত হাদীসের মূল গ্রন্থের আধিক্য বা স্বল্পতার ফলে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠকবৃন্দ দেখতে পাবেন যে, কোন কোন হাদীস একেবারেই তাখরীজ করা হয়নি। শুধুমাত্র সেটির মর্যাদা ও স্তর উল্লেখ করেছি। কারণ ঐ হাদীসগুলো আমি ঐ গ্রন্থসমূহে পাইনি। আবার কখনো কখনো এক হাদীস অন্য একটি হাদীসের অংশ হিসেবে পাওয়া গেছে। কিন্তু সুনানে তিরমিযীর ঐ হাদীসগুলোর সনদ সম্পর্কে হুকুম লাগানো প্রয়োজন ছিল। সুনানে ইবনু মাজাহ্তেও এ ধরনের হাদীসের ক্ষেত্রে আমি এমনটিই করেছি। আর ঐ হাদীসগুলোর মর্যাদা আমি এভাবে বর্ণনা করেছি–

১– সনদ সহীহ্ অথবা হাসান;

২– সনদ দুর্বল;

আর এ দুটি স্পষ্ট ও সহজবোদ্ধ;

৩– সহীহ্ অথবা হাসান।

অর্থাৎ, তিরমিযী বহির্ভূত কোন শাহিদ বা মুতাবি হাদীস দ্বারা সহীহ্। কোন কোন সময় এভাবেও বলি "সেটার পূর্বেরটা দ্বারা" অর্থাৎ, পূর্বের শাহিদ বা মুতাবি দ্বারা সহীহ্।

আবার কোন সময় বলি– সহীহ্; দেখুন এটির পূর্বটি। অর্থাৎ, পূর্বের হাদীসেই এর তাখরীজ করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অল্প কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যে, ইমাম তিরমিযী সেটির সনদ বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তার মতন উল্লেখে পূর্বের হাদীসের বরাত দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন, 'মিছলুহু' যেমন ৬২ নং হাদীসটি। অথবা তিনি বলেন, 'নাহবুহু' যেমন ২২৬ নং হাদীস। এ ধরনের অধিকাংশ হাদীসের ক্ষেত্রে আমি কোন হুকুম লাগাইনি। পূর্ববর্তী হাদীসের হুকুমই যথেষ্ট মনে করে। কেননা আলোচনার বিষয়ই হচ্ছে হাদীসের মতন। সনদ নয়। তবে যেখানে মতনের মর্যাদা জানা একান্তই জরুরী সেখানে তা উল্লেখ করেছি।

চতুর্থতঃ সুনানে তিরমিযীর পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন যে, "কুতুবুস সিত্তাহ" এর মধ্যে ইমাম তিরমিযী'র বাচনভঙ্গী অন্যান্য লেখকদের

চাইতে ভিন্ন। তন্মধ্যে একটি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেছেন, সহীহ্ অথবা হাসান বা যঈফ। যা তাঁর গ্রন্থের একটি অনন্য সৌন্দর্য। যদি তাঁর এই সহীহ্করণের ক্ষেত্রে তাসাহুল অর্থাৎ নম্রতা না থাকতো যে বিষয়ে তিনি হাদীস বিশারদগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আমার অনেক গ্রন্থেই বিষয়টির প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এজন্যই আমি এক্ষেত্রে তার অনুসরণ করিনি। বরং আমি হুকুম বর্ণনা করি আমার অনুসন্ধান ও গবেষণা আমাকে যে জ্ঞান দান করে তারই ভিত্তিতে। এ জন্যই লেখকের অনেক দুর্বল হুকুম লাগানো হাদীসকেও সহীহ্ অথবা হাসানের স্তরে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি। আর এর প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই। যেমন সুনানে তিরমিযী গ্রন্থে কিতাবুত তাহারাতে নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো- ১৪, ১৭, ৫৫, ৮৬, ১১৩, ১১৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৯। অন্যান্য অধ্যায়ে এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে। আমি যা উল্লেখ করলাম উদাহরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আর এ গবেষণার মাধ্যমেই যঈফ হাদীসের নিসবাত নেমে (দূর হয়ে) গেছে। আর প্রশংসামাত্রই কেবল আল্লাহর জন্য।

আর যে হাদীসগুলোকে তিনি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন, আমি অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনা দ্বারা এবং মুতাবি ও শাহিদগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেটাকে সহীহ্'র মর্যাদায় উন্নীত করেছি। আপনি সেগুলো ঐভাবেই বর্ণনা করুন এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাহে তো পাঠকগণ অনেক অধ্যায়েই এরূপ দেখতে পাবেন। কিন্তু এই হাদীসগুলোর বিপরীতে আরো কতগুলো হাদীস রয়েছে যেগুলোকে লেখক (ইমাম তিরমিযী) শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেছেন। আমার সমালোচনায় সেসব হাদীসের ভিত্তি দুর্বল সনদের উপর। যা দূর করার কোন কিছু নেই। বরং কিছু হাদীস রয়েছে যা মাওযূ বা জাল। শুধুমাত্র কিতাবুত তাহারাতে ও কিতাবুস সালাতে বর্ণিত নিম্নবর্তী নাম্বারযুক্ত হাদীসগুলো- ১২৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৫, ১৭১ (এই হাদীসগুলো মাওযূ) ১৭৯, ১৮৪, ২৩৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৮, ৩১১, ৩২০, ৩৫৭, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৯৬, ৪১১, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫৩৪, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৬৭, ৫৮৩, ৬১৬।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর অভ্যাসগতভাবেই হাদীস বর্ণনা করার সময় বলে থাকেন- "এই অধ্যায়ে আলী, যায়িদ ইবনু আরক্বাম, জাবির ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সময় হাদীসকে সাহাবীর উপর মুয়াল্লাক করে থাকেন, সেটার পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেন না। এ ধরনের ও এর পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতির হাদীসগুলো আমি তাখরীজের গুরুত্ব দেইনি। কেননা ওগুলোর তাখরীজের জন্য অনেক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে আমি যে কাজে ব্যস্ত তাতে ঐ কাজ করার জন্য সময় যথেষ্ট নয়।

গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী ঃ ইমাম তিরমিযী রচিত হাদীসের গ্রন্থটি 'আলিম সমাজের নিকট দু'টি নামে প্রসিদ্ধ-

এক. জামিউত্ তিরমিযী

দুই. সুনানুত তিরমিযী।

গ্রন্থটি প্রথম নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। সাময়ানী, মিযি্য, যাহাবী এবং আসক্বালানীর মতো প্রসিদ্ধ হাফিযে হাদীসগণ সেটাকে প্রথম নামেই উল্লেখ করেছেন। তবে কতিপয় লেখক প্রথম নাম জামি এর সাথে সহীহ্ শব্দটি যুক্ত করে সেটাকে আল-জামিউস্ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কাতিব জালাবী তার রচিত গ্রন্থ "কাশফুয্ যুনুনে" এই নামে উল্লেখ করেছেন "সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম" বলার পর। বুখারী ও মুসলিম এরই উপযুক্ত শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার জন্য। কিন্তু তিরমিযী এর ব্যতিক্রম। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, আল্লামাহ আহমাদ শাকিরের মতো ব্যক্তিও তার অনুকরণে সুনানে তিরমিযীকে আল-জামিউস সহীহ্ নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি এ গ্রন্থের জ্ঞানগর্ভ ও অতুলনীয় তাহকীক করেছেন। এ সত্ত্বেও তিনি অনেক হাদীসের সমালোচনাও করেছেন। এমনকি কোন কোন হাদীসকে যঈফ বলেও সাব্যস্ত করেছেন। অতঃপর কিতাব প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে কোন কোন প্রকাশক তার অনুকরণ করেছে। যেমনটি করেছে বৈরুতস্থ "দারুল ফিকর"।

আমার দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণেই এমনটি করা অনুচিত ঃ

১ম কারণ ঃ এটা হাদীস শাস্ত্রের হাফিযগণের রীতি বিরুদ্ধ "যেমনটি আমি সবেমাত্র উল্লেখ করেছি" এবং তাদের সাক্ষ্যের খেলাফ। যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

২য় কারণ ঃ হাফিয ইবনু কাসীর তাঁর "ইখতিসারু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় বলেছেন– "হাকিম আবূ আব্দিল্লাহ এবং আলখাতীব আল-বাগদাদী তিরমিযী'র কিতাবকে আল-জামিউস্ সহীহ নামকরণ করেছেন। এটা তাদের গাফলতি। কেননা এই গ্রন্থে অনেক মুনকার হাদীসও রয়েছে।

৩য় কারণ ঃ লেখকের রচনাশৈলীই এরূপ নামকরণকে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা তিনি সেটাতে অনেক হাদীসকে স্পষ্টভাবেই সহীহ না হওয়ার কথা বলেছেন এবং সেটার ত্রুটিও উল্লেখ করেছেন কখনো সেটার বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলে, আবার কখনো সেটার সনদ ইজতিরাব বলে, আবার কখনো মুরসাল বলে। যেমনটি পাঠকগণ তার গ্রন্থে দেখতে পাবেন। আর এটা ছিল তাঁর কিতাব রচনার পদ্ধতির বাস্তবায়ন। যা তিনি তার কিতাব তিরমিযীর শেষে কিতাবুল ইলালে বর্ণনা করেছেন। যার সার সংক্ষেপ এইঃ "এই কিতাব জামি'তে আমি হাদীসের যে সমস্ত ত্রুটি বর্ণনা করেছি তা মানুষের উপকারের আশায়ই করেছি। আর আমি অনেক ইমামকেই সনদের রাবী সম্পর্কে সমালোচনা করতে এবং দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছি।"

৪র্থ কারণ ঃ জামিউত্ তিরমিযী নামের এই দিকটি গ্রন্থের বাস্তবতার দিক থেকে উপযোগী অন্য যে কোন নামের চেয়ে। কেননা তিনি এতে অনেক উপকারী ও জ্ঞানের বিষয় একত্রিত করেছেন। তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর জামিউস সহীহ্ বা অন্য কোন হাদীস গ্রন্থের মধ্যে নেই। এ দিকে ইঙ্গিত করেই হাফিয যাহাবী তার গ্রন্থ সিয়াবে 'আলামিন নুবালার ৩/২৭৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন জামি এর মধ্যে উপকারী জ্ঞান স্থায়ী উপকার, মাস্'আলার মূল সহীহ রয়েছে। যা ইসলামী নিয়মাবলীর একটি মূল বিষয়। যদি সেটাতে ঐ হাদীসসমূহ না থাকতো যা ভিত্তিহীন বা মাওযূ আর তা অধিকাংশই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে।

ইমাম আবূ বাকার ইবনুল আরাবী তার রচিত তিরমিযীর ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে বিষয়টিকে আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাতে (তিরমিযীতে) চৌদ্দ প্রকার জ্ঞান রয়েছে। যা আমালের অধিক নিকটবর্তী ও নিরাপদও বটে।

একাধারে সনদ বর্ণনা করেছেন, সহীহ্ ও যঈফ বর্ণনা করেছেন, একই হাদীসের বিভিন্ন তুরুক বর্ণনা করেছেন, রাবীর দোষ-গুণ বর্ণনা করেছেন, রাবীর নাম ও উপনাম উল্লেখ করেছেন, যোগসূত্রতা ও বিচ্ছিন্নতা বর্ণনা করেছেন, যা 'আমালযোগ্য বা 'আমাল হয়ে আসছে তা বর্ণনা করেছেন আর যা পরিত্যক্ত সেটাও বিবৃত হয়েছে।

হাদীস গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যায় তাদের মতভেদ উল্লেখ করেছেন। এই ইলমসমূহের প্রত্যেকটিই তার অধ্যায়ে একটি মূল বিষয় এবং প্রতিটি অংশই একক। ঐ গ্রন্থের পাঠক যেন সর্বদাই একটি ᐧᐧচ্ছ বাগানে, সুসজ্জিত ও সমন্বিত জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিচরণ করে। আর এটা এমন বিষয় যা স্থায়ী জ্ঞান, অধিক পরিপক্কতা এবং সদা-সর্বদা চিন্তা গবেষণা ব্যতীত ব্যাপকতা লাভ করে না।

যদি বলা হয় যে, আপনি যা উল্লেখ করেছেন তা তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে ইমাম তিরমিযীর জীবনীতে যা এসেছে তার বিপরীত। কারণ মানসুর খালেদী বলেন, "আবূ ঈসা (তিরমিযী) বলেছেন আমি এই কিতাব (আল-মুসনাদ আল-সহীহ্) রচনা করার পর হিযায, খুরাসান ও ইরাকের আলিমদের নিকট পেশ করেছি। তাঁরা এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।"

আমি বলবো ঃ "না তা কক্ষণও নয়" এর কারণ অনেক। তার বর্ণনা এই– **প্রথম ঃ** "মুসনাদ সহীহ্" কথাটি যে ইমাম তিরমিযীর নিজের নয় তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোন বর্ণনাকারীর ব্যাখ্যা মাত্র। আর সম্ভবতঃ ঐ ব্যাখ্যাকারী মানসুর খালেদী। আর ব্যাপারটি যদি তাই হয়, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা সর্বোত্তম অবস্থায় তার এই কথাটি ইমাম হাকিম এবং খাতীব বাগদাদীর ন্যায় ধরা যেতে পারে যদি খালেদী ঐ দুই জনের মতো বিশ্বস্ত হন। এ সত্ত্বেও ইমাম ইবনু কাসীর তাদের ঐ

কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এটা কিভাবে সম্ভব তিনি (খালেদী) তো ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয় ঃ তাহযীবের বর্ণনাটি তাজকিরাহ ও সিয়ারু 'আলামিন নুবালা' এর বর্ণনার বিপরীত। কারণ ঐ দুই গ্রন্থে তিরমিযীকে 'জামি' বলেছেন মুসনাদ সহীহ্ বলেননি। তাছাড়া খালেদীর বর্ণনায় মুসনাদ শব্দটি আরেকটি সাজ শব্দ। মুসনাদ গ্রন্থ ফিকহের মতো অধ্যায়ে রচিত হয় না যা মুহাদ্দিসগণের নিকট সুপরিচিত।

তৃতীয় ঃ দুটি কারণে এই উক্তিকে ইমাম তিরমিযীর উক্তি বলে গণ্য করা ঠিক নয়। কারণ বর্ণনাকারী ত্রুটিযুক্ত। আর তিনি হচ্ছেন মানসূর ইবনু আব্দিল্লাহ আবূ আলী আল খালেদী। তাকে সকলেই ঘৃণার চোখে দেখতে একমত। (১) আল-খাতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থের ১৩/৮৪ পৃষ্ঠায় বলেছেন তিনি অনেকের নিকট থেকে গারীব ও মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। (২) আবূ 'সাদ ইদরীসী বলেছেন, 'তিনি মিথ্যুক তার কথার উপর নির্ভর করা যায় না' এটা খাতীব বর্ণনা করেছেন। (৩) সামায়ানী আ'নসাব গ্রন্থে বলেছেন, 'আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি লেখার সময় হাদীসের মধ্যে জাল হাদীস ঢুকিয়ে দিতেন।" (৪) ইবনু আসীর লুবাব গ্রন্থে বলেছেন– 'আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম তার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার সমকালীন, আর তিনি সিকাহ নন। আমি বলবো যে, লুবাব গ্রন্থটি সাময়ানীর 'আনসাব' গ্রন্থেরই সংক্ষেপ। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ইস্তিদরাক করেছেন। আর এটা ইসতিদরাকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আনসাবেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে, তিনি সিকাহ নন এই কথা বাদে। আর এটা স্পষ্ট যে, ইউরোপীয় সংস্করণ থেকে এই কথাটি বাদ পরে গেছে। (৫) যদিও ঐ বর্ণনাটি এই ত্রুটিযুক্ত রাবীর বর্ণনা থেকে নিরাপত্তা লাভ করে তথাপি সেটা তিনি ও ইমাম তিরমিযীর মাঝে বিচ্ছিন্নতার ত্রুটি মুক্ত নয়।

প্রথমতঃ তাদের উভয়ের মাঝে ব্যবধান অনেক। খালিদী মৃত্যুবরণ করেছেন ৪০২ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী মৃত্যুবরণ করেছেন ২৭৬ হিজরী সালে, দুইজনের মৃত্যুর মাঝের ব্যবধান ১২৬ বছর। সুতরাং দুই জনের মাঝে দুই বা ততোধিক বরাত রয়েছে। এদিক থেকেও বর্ণনাটি মু'যাল।

দ্বিতীয় ঃ ঐ বর্ণনার পূর্ণরূপ এই রকম যা ইমাম যাহাবীর গ্রন্থে এই শব্দে রয়েছে, "যার ঘরে এই গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ আল-জামি যেন তার ঘরে নাবী কথা বলছেন"। আর এই ধরনের বর্ণনা ইমাম তিরমিযীর না হওয়ার ধারণাকেই শক্তিশালী করে।

কারণ এতে তাঁর গ্রন্থের প্রশংসার আধিক্য রয়েছে। আর এ ধরনের উক্তি তাঁর থেকে হওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা তিনি স্বয়ং জানেন যে, এই গ্রন্থে এমনও দুর্বল ও মুনকার হাদীস রয়েছে যা বিশ্লেষণ ব্যতীত বর্ণনা করা অবৈধ। যার ফলে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। যা না করলে তার গ্রন্থটি ক্রুটিযুক্ত হয়ে যেত। যা তাঁর নির্মলতাকে ময়লাযুক্ত করে দিতো।

এটা পরিতাপের বিষয় যে, এই কিতাবের অনেক মুহাক্কিক ও মুয়াল্লিক এই দিকে দৃষ্টিপাত করেননি যে, এই ধরনের কথা সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই বাতিল।

যদি তিরমিযীর জামি সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলা বৈধ হয় আর আপনি অবগত আছেন যে, ঐ কিতাবে কত ভিত্তিহীন হাদীস রয়েছে যা লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, তাহলে লোকেরা বুখারী ও মুসলিমের কিতাব 'জামি সহীহ্' সম্পর্কে কি বলবেন? আর তারা উভয়েই শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছাই করেছেন।

আমার ভয় হয় যে, কোন ব্যক্তি বলে ফেলতে পারেন, তার ঘরে নাবী আছেন তিনিই কথা বলছেন। যদি কেউ এ ধরনের বলে বুখারী ও মুসলিমের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে জামি তিরমিযী সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে। আর এ ধরনের কথা বলে সেটাকে সহীহাইনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন অথবা সহীহাইনের প্রতি অবিচার করেছেন, আর এ উভয় কথাই তিক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের কথা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে এটা বলা যায় যে, এতে কোন কল্যাণ নেই। আর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা নিরব থাকে।" বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী- ২০৫০।

পূর্বের বর্ণনা দ্বারা যা প্রকাশ পেল তাতে এটা জানা গেল যে, সহীহাইন এবং সুনানে আরবায়াকে একত্রে সিহাহ সিত্তা বলা ভুল। কেননা

সুনানের লেখকগণ শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিরমিযীও তাদের একজন। হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ তা বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইবনু সারাহ্, ইবনু কাসীর, আল-ইরাকী আরো অনেকে। আল্লামা সুয়ূতী তাঁর আলফিয়াহ্ গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আবূ দাঊদ যতটুকু পেরেছেন মজবুত সনদের বর্ণনা করেছেন। অতঃপর যেখানে যঈফ ব্যতীত অন্য কিছু পাননি সেখানে তিনি যঈফও বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ তাদের একজন যারা যঈফ হাদীস বর্ণনা না করার ক্ষেত্রে একমত হননি। অন্যরা ইবনু মাজাহকেও এর সাথে শামিল করেছেন। আর যারা এদেরকে সহীহ্ বর্ণনাকারীদের সাথে একত্র করেছেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। যারা তাদের ক্ষেত্রে সহীহ্ শব্দ প্রয়োগ করেছেন তারা বিষয়টিকে হালকা করে দেখেছেন। দারিমী এবং মুনতাকাও এদেরই অন্তর্ভুক্ত। অবশেষে বলবো, আশা করি জামি তিরমিযীর হাদীসগুলোকে সহীহ্ থেকে যঈফ পৃথক করতে সক্ষম হয়েছি। যেমনটি ইতঃপূর্বে ইবনু মাজাহ'র ক্ষেত্রে করেছি। আল্লাহ যেন আমার এই প্রচেষ্টাকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করেন এবং আমাকে ও যাঁদের উৎসাহে এই কাজ করেছি তাঁদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী ও উত্তরদানকারী।

"হে আল্লাহ! প্রশংসার সহিত তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, তোমার কাছেই ক্ষমা চাই আর তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।"

লেখক

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী
আবূ আব্দুর রহমান

আম্মান, রোববার, রাত্রি
২০ জিলকাদ ১৪০৬ হিজরী

সূচীপত্র

كتاب مواقيت الصلاة عن رسول الله ﷺ

أبواب السهو

٣- كتاب الوتر
পর্ব– ৩ ঃ আবওয়াবুল বিতর (বিতর নামায) ৩৭৯

ইমাম আবূ হানীফা (রাহঃ) বলেন ঃ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثِ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

"যখন কোন হাদীস সহীহ সাব্যস্ত হবে, ঐ সহীহ হাদীসই আমার মাযহাব।"

–রাদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড ৪৬২ পৃষ্ঠা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

١- كِتَابُ الطَّهَارَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পর্ব-১ ঃ পবিত্রতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে

١) بَابُ مَا جَاءَ لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ পবিত্রতা ছাড়া নামায ক্ববূল হয় না

١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. (ح) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَاتُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَلَاصَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ». قَالَ هَنَّادٌ فِيْ حَدِيْثِهِ : «إلا بطهور».

صحيح : «ابن ماجة» ‹٢٧٢›م.

১। ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পবিত্রতা ছাড়া নামায ক্ববূল হয় না। আর হারাম উপায়ে প্রাপ্ত মালের সাদকাও ক্ববূল হয় না। হান্নাদ ‘বিগাইরি তুহূর’ -এর স্থলে ‘ইল্লা বিতুহূর’ উল্লেখ করেছেন। –সহীহ। ইবনু মাজাহ– (২৭২)

আবূ ‘ঈসা বলেন, এই অনুচ্ছেদে এ হাদীসটিই সবচাইতে সহীহ এবং উত্তম। এ অনুচ্ছেদে আবুল মালীহ, আবূ হুরাইরা ও আনাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

উসামা পুত্র আবুল মালীহ’র নাম আ‘মির। এও বলা হয় যে, তার নাম যাইদ ইবনু উসামা ইবনু উমাইর আল-হুযালী।

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ পবিত্রতা অর্জনের ফাযীলাত

٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ -، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ - أَوْمَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ : أَوْنَحْوَ هٰذَا -، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ -، حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ» **صحيح : «التعليق الرغيب» (١/ ٩٥) م.**

২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন মু'মিন অথবা মুসলিম বান্দা ওযূ করে এবং মুখমণ্ডল ধোয়, তার মুখমণ্ডল হতে তার চোখের দ্বারা কৃত সকল গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে দূর হয়ে যায়। যখন সে তার দু'হাত ধোয়, তার দু'হাতে কৃত সকল গুনাহ তার হাত হতে পানির সাথে অথবা পানির অবশিষ্ট বিন্দুর সাথে দূরীভূত হয়ে যায়। অতঃপর সে সকল গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে যায়।

–সহীহ। আত্তা'লীকুর রাগীব– (১/৯৫)

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি মালিক সুহাইল হতে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবূ সালিহ হচ্ছেন সুহাইলের পিতা। তাঁর নাম যাকওয়ান। আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর আসল নাম নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেছেন, তাঁর নাম আবদুশ শামস, আবার কেউ বলেছেন তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল (ইমাম বুখারী) এ ধরনের কথাই বলেছেন এবং এটাই সবচাইতে সহীহ।

এ অনুচ্ছেদে উসমান, সাওবান, সুনাবিহী, 'আমর ইবনু 'আবাসা, সালমান ও আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীদের বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

সুনাবিহী যিনি আবূ বাক্র (রাঃ)-এর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে কোন হাদীস শুনেননি। তাঁর নাম আবদুর রাহমান ইবনু উসাইলা এবং ডাকনাম ছিল আবূ আবদুল্লাহ। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করার জন্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু রাস্তায় থাকাকালীন সময়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা যান। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আরেক সুনাবিহী ইবনুল আ'সার আল-আহ্মাসী নামে পরিচিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীস হল ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকট আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্যের গৌরব করব। অতএব আমি মারা যাবার পর তোমরা যেন একে অপরের সাথে ফিতনা-ফ্যাসাদে জড়িয়ে না পড়'।

٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ পবিত্রতা নামাযের চাবি

٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ». **حسن صحيح : «ابن ماجة» (٢٧٥).**

৩। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পবিত্রতা নামাযের চাবি; তাকবীর তার (নামাযের বাইরের সকল হালাল কাজ) হারামকারী এবং সালাম তার (নামাযের বাইরের সকল হালাল কাজ) হালালকারী।

–হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ– (২৭৫)

আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি সবচাইতে সহীহ এবং উত্তম। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আকীল অতিশয় সত্যবাদী লোক। কিন্তু কিছু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ তাঁর স্মরণশক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে (বুখারীকে) বলতে শুনেছি, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম এবং হুমাইদী (রাহঃ) আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আকীলের হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে নিয়েছেন। মুহাম্মাদ বলেন, তাঁর হাদীস বলতে গেলে গ্রহণযোগ্যই।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে জাবির এবং আবূ সাঈদ (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে।

٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُوْيَهِ الْبَغْدَادِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ أَبِي يَحْيٰى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ - رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا -، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوْءُ». **ضعيف، والشطر الثاني صحيح بما قبله : «المشكاة» (٢٩٤).**

৪। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতের চাবি হচ্ছে নামায; আর নামাযের চাবি হচ্ছে ওযূ। হাদীসটির প্রথম অংশ যঈফ। ২য় অংশ সহীহ, পূর্বের সহীহ হাদীসের অংশ হওয়ার কারণে।–মিশকাত (২৯৪)।

٤) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ মলত্যাগ করতে যাওয়ার সময় যা বলবে

৫. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادُ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ : قَالَ : «اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ - قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى : أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ - أَوِ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ-». **صحيح : (ابن ماجة) ‹٢٩٨› ق.**

৫। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মলত্যাগ করতে যেতেন তখন বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জঘন্য (পুরুষ ও স্ত্রী) জ্বিনের (ক্ষতি) হতে আশ্রয় চাই।" শু'বা বলেন, তিনি কখনও "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা"-এর স্থলে "আউযু বিল্লাহ" (আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) বলতেন। –সহীহ। **ইবনু মাজাহ– (২৯৮), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আলী, যাইদ ইবনু আরক্বাম, জাবির ও ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আনাসের হাদীস সর্বাধিক সহীহ এবং সর্বোত্তম। যাইদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের সনদে অমিল রয়েছে। হিশাম দাস্তোয়াঈ এবং সা'ঈদ ইবনু আবী 'আরুবাহ কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বর্ণনা করেছেন কাসিম ইবনু আউফ শাইবানী হতে তিনি যাইদ ইবনু আরক্বাম হতে। হিশাম দাস্তোয়াঈ কাতাদাহ হতে তিনি যাইদ ইবনু আরক্বাম হতে বর্ণনা করেছেন শু'বা এবং মা'মার বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ হতে তিনি নাযার ইবনু আনাস হতে। শু'বা বলেন, যাইদ ইবনু আরক্বাম হতে। মা'মার বলেন, নাযার ইবনু আনাস হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি ইমাম বুখারীকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, কাতাদা সম্ভবতঃ কাসিম এবং নাযার উভয়ের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ : قَالَ : «اَللّٰهُمَّ! إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ». **صحيح : انظر ما قبله.**

৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগ করতে যাওয়ার সময় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জঘন্য পুরুষ ও স্ত্রী জ্বিন শাইতানের ক্ষতি হতে আশ্রয় চাই। –সহীহ। দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ পায়খানা হতে বের হবার পর যা বলবে

٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُوْنُسَ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا –، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ : «غُفْرَانَكَ». **صحيح : «ابن ماجه» (٣٠٠).**

৭। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন ঃ '(হে আল্লাহ!) আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। আমি শুধু ইউসুফ ইবনু আবূ বুরদার সূত্রে ইসরাঈলের বর্ণনার মাধ্যমেই এ হাদীস জানতে পেরেছি। আবূ বুরদা ইবনু আবূ মূসার নাম হল 'আমির ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কাইস আল-আশ্'আরী। এ অনুচ্ছেদে শুধু 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীস আমরা জানি না।

٦) بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْبَوْلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ কিবলামুখী হয়ে পায়খানায় বা পেশাবে বসা নিষেধ

٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ: فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، وَلٰكِنْ شَرِّقُوا، أَوْغَرِّبُوا». قَالَ أَبُو أَيُّوْبُ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا، وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣١٨› ق.**

৮। আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন মলত্যাগ করতে যাও, তখন মলত্যাগ বা পেশাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসো না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বস। আবূ আইয়ূব (রাঃ) বলেন, আমরা সিরিয়াতে এসে দেখতে পেলাম এখানকার পায়খানাগুলো কিবলার দিকে করে স্থাপিত। অতএব আমরা কিবলার দিক হতে ঘুরে যেতাম এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইতাম। –সহীহ। **ইবনু মাজাহ– (৩১৮), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস, মা'কিল ইবনু আবুল হাইসাম, আবূ উমামা, আবূ হুরাইরা ও সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবূ আইয়ূবের হাদীসটি বেশি সহীহ এবং সর্বোত্তম। আবূ আইয়ূবের নাম খালিদ ইবনু যাইদ এবং যুহ্রীর নাম মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু শিহাব আয-যুহরী। তাঁর উপনাম আবূ বাক্র। আবুল ওলীদ আল-মক্কী বলেন, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইদরীস শাফিঈ

বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "মলত্যাগ বা পেশাবের সময় ক্বিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না"- এ নিষেধাজ্ঞা খোলা ময়দানের জন্য। কিন্তু ঘরের মধ্যে মলত্যাগের সময় ক্বিবলাকে সামনে রেখে বসার অনুমতি রয়েছে। ইসহাক ইবনু ইবরাহীমও একই রকম মত দিয়েছেন। আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, ক্বিবলাকে পেছনে রেখে মলত্যাগ-পেশাবে বসার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি রয়েছে, কিন্তু ক্বিবলাকে সামনে করে বসা যাবে না। তাঁর মতে, খোলা জায়গায় অথবা ঘেরা জায়গায় ক্বিবলাকে সামনে রেখে বসা ঠিক নয়।

٧) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ উল্লিখিত ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে

٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. **صحيح : «ابن ماجه» (٣٢٥).**

৯। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বিবলাকে সামনে রেখে মলত্যাগ বা পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আমি তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে তাঁকে ক্বিবলার দিকে মুখ করে মলত্যাগ বা পেশাব করতে দেখেছি।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩২৫)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ কাতাদা, 'আয়িশাহ্ ও 'আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে জাবিরের হাদীসটি হাসান গারীব।

١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيىٰ ابْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : رَقِيْتُ يَوْمًا عَلىٰ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلىٰ حَاجَتِهِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ. **صحيح: «ابن ماجه» ‹٣٢٢› ق.**

১১। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একদিন উম্মুল মুমিনীন হাফসা (রাঃ)-এর ঘরের ছাদে উঠি। অতঃপর আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিরিয়ার দিকে মুখ করে এবং কা'বাকে পেছনে রেখে মলত্যাগ করতে দেখি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৩২২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ

١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا؛ فَلَاتُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلاَّ قَاعِدًا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٠٧›.**

১২। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যে লোক তোমাদেরকে বলে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তার কথা তোমরা বিশ্বাস কর না। তিনি সব সময় বসেই পেশাব করতেন। –সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩০৭)।

এ অনুচ্ছেদে 'উমার, বুরাইদা এবং 'আব্দুর রহ্মান ইবনু হাস্নাহ (রাঃ)-এর হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশার হাদীস অধিকতর উত্তম ও সবচাইতে সহীহ। উমারের বর্ণিত হাদীস হল ঃ 'উমার (রাঃ) বলেন, "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখেন। তিনি বলেন ঃ 'হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব কর না।' (উমার বলেন,) অতঃপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।"

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ শুধুমাত্র আব্দুল কারীম ইবনু আবীল মুখারিক হাদীসটিকে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি মুহাদ্দিসদের মতে যঈফ। আইয়ুব সাখ তিয়ানী তাঁকে যঈফ বলেছেন এবং তাঁর সমালোচনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায়– ইবনু উমার হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'উমার (রাঃ) বলেছেন, "আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি"।

এ হাদীসটি 'আবদুল কারীমের বর্ণিত হাদীস হতে অধিক সহীহ। এ অনুচ্ছেদে বুরাইদার হাদীস অরক্ষিত। দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষিদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য হল, এটা প্রচলিত নিয়ম বিরোধী, তবে হারাম নয়।

" 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমার দাঁড়িয়ে পেশাব করাটা একটা বেয়াদবী।"

٩) بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ দাঁড়িয়ে পেশাব করার অনুমতি সম্পর্কে

١٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ، فَذَهَبْتُ لِأَتَأَخَّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِيْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٠٥› ق.**

১৩। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সম্প্রদায়ের আবর্জনা রাখার স্থানে আসেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য পানি আনি। আমি অপেক্ষা করার জন্য একটু দূরে সরে দাঁড়াই। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং আমি এসে তাঁর পায়ের সামনে দাঁড়ালাম। তিনি ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩০৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি ওয়াকী'কে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি আ'মাশ হতে। অতঃপর ওয়াকী' বলেন, এটাই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মাসিহ'র ক্ষেত্রে বর্ণিত সর্বাধিক সহীহ্ হাদীস। আবূ 'আম্মার হুসাইন ইবনু হুরাইসকেও অনুরূপ কথা বলতে শুনেছি। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হুযাইফার সূত্রে আবূ ওয়ায়েল হতে মানসূর এবং উবাইদা আযবাব্বী ও আ'মাশের বর্ণনায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এবং মুগীরা ইবনু শু'বার সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আবূ ওয়াইলের বরাতে হাম্মাদ ইবনু সুলাইমান এবং আসিম ইবনু বুহদালাহ বর্ণনা করেছেন।

হুযাইফার সূত্রে আবূ ওয়াইলের হাদীস অধিকতর সহীহ্।

কিছু বিদ্বান ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি দিয়েছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উবাইদাহ ইবনু 'আমর আস্সালমানী হতে ইবরাহীম নাখয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। উবাইদাহ উঁচু স্তরের তাবেয়ীদের অন্তর্ভুক্ত। 'উবাইদাহ্ হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।

আর উবাইদাহ আযবাব্বী যিনি ইবরহীমের সঙ্গী তিনি হলেন, উবাইদাহ ইবনু মুয়াত্তিব আযবাব্বী, তার উপনাম 'আব্দুল করীম।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ মলত্যাগ বা পেশাবের সময় গোপনীয়তা (পর্দা) অবলম্বন করা

١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ، لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١١›. «الصحيحة» ‹١٠٧١›.**

১৪। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মলত্যাগ করার প্রয়োজন মনে করতেন, তিনি মাটির কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত বস্ত্র তুলতেন না।

–সহীহ। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১), সহীহাহ্– (১০৭১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, অনুরূপ একটি হাদীস মুহাম্মাদ ইবনু রাবীআ-আ'মাশের সূত্রে আনাস (রাঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। ওয়াকী' এবং আবূ ইয়াহ ইয়া আল-হিম্মানী আ'মাশের সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আ'মাশ আনাসের জায়গায় ইবনু 'উমারের নাম উল্লেখ করেছেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগ করতে চাইলে মাটির কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত পরিধানের বস্ত্র তুলতেন না'।

হাদীস দুটি মুরসাল। কেননা আ'মাশ– আনাস অথবা অন্য কোন সাহাবীর নিকট হতে কোন হাদীসের বর্ণনা শুনেননি, অবশ্য তিনি তাঁকে দেখেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, আমি তাঁকে নামায পড়তে দেখেছি। আ'মাশের নাম সুলাইমান ইবনু মিহরান, তাঁর উপনাম আবূ মুহাম্মাদ আল-কাহিলী এবং তিনি কাহিল গোত্রের মুক্ত গোলাম ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতাকে ছোটবেলা মুসলমান দেশে নিয়ে আসা হয়। মাসরূক তাঁকে নিজের উত্তোরাধিকারী করেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ ডান হাতে ইস্তিনজা করা মাকরূহ

١٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَمُسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ. **صحيح : «ابن ماجه» (٣١٠) ق.**

১৫। আবদুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে ডান হাত দিয়ে নিজের লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩১০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, সালমান, আবূ হুরাইরা ও সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ কাতাদাহ আনসারী তার নাম হারিস ইবনু রিব'য়ী। বিদ্বান বা পণ্ডিত ব্যক্তিগণ ডান হাত দিয়ে শৌচ করা মাকরূহ বলেছেন।

١٢) بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ পাথর বা ঢিলা দিয়ে ইস্তিনজা করা

١٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ : قِيْلَ لِسَلْمَانَ : قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ : أَجَلْ : نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ، أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ. **صحيح : «ابن ماجه» (٣١٦) م.**

১৬। 'আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সালমান (রাঃ)-কে বলা হল, আপনাদের নাবী প্রতিটি বিষয় আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন; এমনকি পায়খানা-পেশাবের শিষ্টাচারও। সালমান (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, তিনি আমাদের কিবলামুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করতে, ডান হাত দিয়ে ইস্তিনজা করতে, আমাদের কাউকে তিনটি ঢিলার কম দিয়ে ইস্তিনজা করতে এবং শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩১৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদ 'আয়িশাহ্, খুযাইমা ইবনু সাবিত, জাবির ও সায়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, সালমান (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস হাসান সহীহ। বেশিরভাগ সাহাবা ও তাবিঈর মতে ইস্তিনজায় যদি ঢিলা দ্বারা সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় তবে তাই যথেষ্ট, পানির দরকার নেই। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ দুটি ঢিলা দিয়ে ইস্তিনজা করা

١٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ، فَقَالَ : «الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ»، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ : «إِنَّهَا رِكْسٌ». **صحيح :** خ ‹١٥٦›.

১৭। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মলত্যাগ করতে যাওয়ার সময় (আমাকে) বললেন ঃ আমার জন্য তিন টুকরা পাথর নিয়ে আস। রাবী বলেন, আমি দুটি পাথরের টুকরা এবং একটি শুকনা গোবরের টুকরা নিয়ে আসলাম।

তিনি পাথরের টুকরা দু'টো রাখলেন এবং গোবরের টুকরাটা ফেলে **দিলেন**। তিনি বললেন ঃ "এটা নাপাক জিনিস"। –সহীহ। বুখারী– (১৫৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন, কাইস ইবনু রাবী' এ হাদীসটি আবূ ইসহাক হতে, তিনি আবূ উবাইদা হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে ইসরাঈল বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। মা'মার এবং 'আম্মার ইবনু যুরাইক আবূ ইসহাক হতে, তিনি আলক্বামা হতে, তিনি 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যুহাইর আবূ ইসহাক হতে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু আসওয়াদ হতে, তিনি নিজ পিতা আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ হতে তিনি 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাকারিয়া ইবনু আবূ যায়িদাহ আবূ ইসহাকের সূত্রে, তিনি 'আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদে অমিল রয়েছে।

'আমর ইবনু মুররা বলেন, আমি আবূ উবাইদা ইবনু 'আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে কোন হাদীস বর্ণনা করেছে? তিনি বললেন, না।

আবূ 'ঈসা বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদূর রাহমান দারিমীকে প্রশ্ন করলাম, আবূ ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত এসব রিওয়াতের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক সহীহ্? তিনি এর কোন জবাব দিতে পারেননি। আমি এ সম্পর্কে মুহাম্মাদকে (বুখারী) প্রশ্ন করলাম। তিনিও এর কোন জবাব দেননি। আবূ ইসহাকের সূত্রে যুহাইর হতে বর্ণিত হাদীসকে তিনি বেশি সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন এবং সহীহ বুখারীতে তা সংকলন করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমার মতে ইসহাকের সূত্রে ইসরাঈল ও কাইস হতে বর্ণিত হাদীস সবচাইতে সহীহ। কেননা আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ স্মরণ রাখার ব্যাপারে ইসরাঈল অন্যদের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য এবং সুপরিচিত রাবী। তাছাড়া কাইস ইবনু রাবী'ও তাঁর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনু মুসান্নাকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেন, আমি 'আব্দুর রহমান ইবনু মাহদীকে বলতে শুনেছি, আবূ ইসহাক হতে সুফিয়ানের যে সমস্ত হাদীসের ক্ষেত্রে আমি ইসরাঈলের

উপর নির্ভর করেছি সেক্ষেত্রে আমি অনেক হাদীস হারিয়ে ফেলেছি। কেননা সুফিয়ানের বর্ণনা অধিক পরিপূর্ণ।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ ইসহাকের সূত্রে যুহাইরের বর্ণনা খুব বেশি শক্তিশালী নয়। কেননা তিনি তাঁর নিকট শেষ বয়সে হাদীস শুনেছেন। ইবনু হাম্বল বলেন, তুমি যদি যায়িদা ও যুহাইরের নিকট হাদীস শুনে থাক তাহলে অন্যের নিকট তা শুনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তুমি যদি যুহাইরকে আবূ ইসহাকের হাদীস বর্ণনা করতে শুন তাহলে তা অন্যের নিকট জিজ্ঞেস করে নিও। আবূ ইসহাকের নাম 'আমর ইবনু 'আবদিল্লাহ সাবিয়ী' হামদানী। আবূ উবাইদা ইবনু 'আবদিল্লাহ ইবনি মাসঊদ তাঁর পিতার নিকটে কোন হাদীস শুনেননি। তার আসল নামও জানা যায়নি।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ مَا يُسْتَنْجٰى بِهٖ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ যেসব বস্তু দিয়ে ইস্তিনজা করা মাকরূহ

১৮. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ، وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» **صحيح «الإرواء» (٤٦)، «المشكاة» (٣٥٠)، «الضعيفة» تحت الحديث (١٠٣٨)م.**

১৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শুকনা গোবর দিয়ে আর হাড় দিয়ে ইস্তিনজা করবে না। কেননা এগুলো তোমাদের ভাই জ্বিনদের খাদ্য। **–সহীহ। আল-ইরওয়া– (৪৬), মিশকাত– (৩৫০), যাঈফাহ– (১০৩৮) এর অধীনে।**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, সালমান, জাবির ও ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম ও অন্যরা দাঊদ ইবনু আবী হিনদের সূত্রে, তিনি

শাবী হতে, তিনি আলক্বামা হতে, তিনি আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদুল্লাহ) জ্বিনদের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। শা'বী বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা শুকনা গোবর অথবা হাড় দিয়ে ইস্তিনজা কর না। কেননা এটা তোমাদের ভাই জ্বিনদের খাদ্য।"

হাফস ইবনু গিয়াসের বর্ণনা হতে ইসমাঈলের বর্ণনা বেশি সহীহ। এ হাদীসের উপরই মনীষীরা আমল করেন (গোবর ও হাড় দিয়ে শৌচ করেন না)। এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা

١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ الْبَصْرِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ. **صحيح : «الإرواء» ‹٤٢›.**

১৯। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি (মহিলাদের) বললেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানি দ্বারা ইস্তিনজা করার নির্দেশ দাও। আমি (স্ত্রীলোক হিসাবে) তাদের (এ নির্দেশ দিতে) লজ্জাবোধ করছি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও পানি দিয়ে ইস্তিনজা করতেন। –সহীহ। **ইরওয়া– (৪২)।**

এ অনুচ্ছেদে জারীর ইবনু আবদিল্লাহ আল-বাজালী, আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মনীষীগণ এ হাদীসের উপরই আমল করেন। তাঁরা পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা পছন্দ করেন, যদিও তাদের মতে ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করলেই যথেষ্ট। তাঁরা সবাই পানি দ্বারা ইস্তিনজা করা উত্তম বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইসহাক এ মতই সঠিক মনে করেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়খানার বেগ হলে তিনি দূরে চলে যেতেন

٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ حَاجَتَهُ، فَأَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ. **صحيح : «ابن ماجه» (٣٣٠١).**

২০। মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কোন এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মলত্যাগের প্রয়োজন হলে তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন। –সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩৩০১)।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুর রাহমান ইবনু আবী কুরাদ, আবূ ক্বাতাদা, জাবির, উবাইদ, আবূ মূসা, ইবনু 'আব্বাস ও বিলাল ইবনুল হারিস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আরো বর্ণিত আছে ঃ 'তিনি সফরে থাকার সময় যেমন আশ্রয়স্থল খুঁজতেন তেমনি পেশাবের জন্য নরম জায়গা খুঁজতেন'। আবূ সালামার নাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দর রহমান ইবনি আউফ আয্-যুহরী।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ

٢١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى مَرْدُوَيْهِ، قَالَا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ، وَقَالَ : «إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ». **صحيح : إلا الشطر الثاني منه : «ابن ماجه» (٣٠٤).**

২১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে নিজের গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ঃ (মানুষের মনে) বেশিরভাগ ওয়াসওয়াসা তা হতেই সৃষ্টি হয়।

–প্রথম অংশ সহীহ, দ্বিতীয় অংশ যঈফ। ইবনু মাজাহ– (৩০৪)।

এ অনুচ্ছেদে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এটা গারীব হাদীস। শুধু আশ'আস ইবনু আবদিল্লাহ এটাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে অন্ধ আশ'আস বলা হয়। এক দল মনীষী গোসলখানায় পেশাব করা মাকরূহ বলেছেন। তাদের মতে, এর দ্বারা মানুষের সন্দেহপ্রবণতা সৃষ্টি হয়। অপর দলের মতে, তার অনুমতি আছে। এদের মধ্যে ইবনু সীরীন অন্যতম। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল, লোকেরা বলাবলি করছে, 'বেশিরভাগ সন্দেহপ্রবণতা এখান হতেই সৃষ্টি হয়' এটা কেমন করে? তিনি উত্তরে বলেছেন ঃ আল্লাহ আমাদের প্রভু, তাঁর কোন শারীক নেই। ইবনুল মুবারাকের মতে, যদি গোসলখানার পানি গড়িয়ে যায় তাহলে সেখানে পেশাব করার অনুমতি আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আহমাদ ইবনু 'আবদাহ আল-আমুলী হিব্বান হতে, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ মিসওয়াক করা বা দাঁত মাজা

٢٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ :

«لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٢٨٧› ق.**

২২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক হবে মনে না করলে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (২৮৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম হতে তিনি আবূ সালামাহ, হতে তিনি যাইদ ইবনু খালিদ হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ)-এর নিকট হতে আবূ সালাম হতে বর্ণিত উভয় হাদীসই সহীহ। কেননা এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মতে যাইদ ইবনু খালিদের নিকট হতে আবূ সালাম হতে বর্ণিত হাদীসটি বেশি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে আবূ ব্যকার সিদ্দীক, 'আলী, 'আয়িশাহ্, ইবনু 'আব্বাস, হুযাইফা, যায়িদ ইবনু খালিদ, আনাস, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, উম্মি হাবীবা, ইবনু উমার, আবূ উমামা, আবূ আইয়ূব, তাম্মাম ইবনু 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা, উম্মি সালামা, ওয়াসিলা ও আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ». قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ، وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ، مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٣٧›.**

২৩। যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক হবে মনে না করলে তাদেরকে সকল নামাযের সময় দাঁত মাজার নির্দেশ দিতাম এবং এশার নামাযের জামা'আত এক-তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত দেরি করতাম।

অধঃস্তন রাবী আবূ সালামা বলেন, যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) নামাযে আসতেন আর তাঁর কানের গোড়ার ঠিক সেখানে মিসওয়াক থাকত যেখানে লেখকের কলম থাকে। যখনই তিনি নামাযে দাঁড়াতেন, মিসওয়াক করতেন, অতঃপর তা আবার সেখানে রাখতেন।

–সহীহ। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৩৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ তোমাদের কেউ ঘুম হতে জেগে হাত না ধোয়া পর্যন্ত যেন তা পানির পাত্রে না ডুবায়

٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ - يُقَالُ : هُوَ مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ؟» **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٩٣› ق، وليس عند خ العدد.**

২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ রাতের ঘুম হতে জেগে তার হাত দুই অথবা তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত যেন তা পানির পাত্রে প্রবেশ না করায়। কেননা তার জানা নেই, রাতে তার হাত কোথায় ছিলো (ঘুমে থাকাবস্থায় লজ্জাস্থানে যেতে পারে)। **–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৩৯৩), বুখারী ও মুসলিম, বুখারীতে সংখ্যার উল্লেখ নেই।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার, জাবির ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম শাফিঈ বলেন, দিনে অথবা রাতে ঘুম থেকে জেগে হাত না ধুয়ে তা ওযূর পানিতে ঢুকানোটা আমি মাকরূহ মনে করি। অবশ্য হাতে নাপাক না থাকা অবস্থায় যদি পাত্রে হাত ঢুকায় তবে পানি নাপাক হবে না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, যদি কেউ রাতের ঘুম থেকে জেগে হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে তা ঢুকায় তাহলে এ পানি ফেলে দিতে হবে। ইমাম ইসহাক বলেন, কেউ যেন রাতে অথবা দিনে ঘুম থেকে জেগে হাত ধোয়ার পূর্বে তা পানির পাত্রে না ঢুকায়।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ ওযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা

٢٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ». **حسن : «ابن ماجه» ‹٣٩٩›.**

২৫। রাবাহ ইবনু 'আবদির রহমান ইবনি আবী সুফিয়ান ইবনি হুআইত্বিব হতে তাঁর দাদীর সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার (সাঈদ ইবনু যায়িদ) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (সাঈদ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলেনি তার ওযূ হয়নি। **–হাসান। ইবনু মাজাহ– (৩৯৯)**

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, আবূ হুরাইরা, আবূ সা'ঈদ খুদরী, সাহল ইবনু সাদ ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে এমন কোন হাদীস আমার জানা নেই যার সনদ শক্তিশালী। ইসহাক বলেন, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না বলে তবে আবার ওযূ করতে হবে। আর যদি ভুলে অথবা হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বিসমিল্লাহ না বলে তাহলে প্রথম ওযূই যথেষ্ট। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) বলেন, এ অনুচ্ছেদে রাবাহ ইবনু 'আবদির রহমানের বর্ণিত হাদীস সবচেয়ে উত্তম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ রাবাহ ইবনু আব্দির রহমান তার দাদী হতে, তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তার পিতার নাম সা'ঈদ ইবনু যাইদ ইবনু 'আমর ইবনু নুফাইল। আবূ সিফাল মুররী এর নাম সুমামাহ ইবনু হুসাইন। আর রাবাহ ইবনু আব্দির রহমান হলেন আবূ বাকার ইবনু হুআইত্বিব। কেউ কেউ এই হাদীস বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন, আবূ বাকার ইবনু হুআইত্বিব হতে অর্থাৎ হাদীসটির সম্পর্ক তার দাদার সাথে জুড়ে দিয়েছেন।

٢٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .... مِثْلَهُ.

২৬। পূর্বের হাদীসের অনুরূপ।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَجَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَانْتَثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ، فَأَوْتِرْ». **صحيح : «ابن ماجه»** ‹٤٠٦›.

২৭। সালামা ইবনু ক্বাইস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি ওযূ কর নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেল এবং যখন (পায়খানায়) ঢিলা ব্যবহার কর বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার কর। –সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪০৬)।

এ অনুচ্ছেদে উসমান, লাকীত ইবনু সাবিরাহ, ইবনু 'আব্বাস, মিকদাম ইবনু মাদিকারিব, ওয়াইল ইবনু হুজর ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সালামা ইবনু কাইসের হাদীস হাসান সহীহ।

যে ব্যক্তি কুলি করেনি ও নাকে পানি দেয়নি তার ওযূর পূর্ণতা সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাদের মধ্যে এক দলের বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি ওযূর সময় কুলি করেনি ও নাকে পানি দেয়নি এ অবস্থায় সে নামায আদায় করলে তাকে দ্বিতীয়বার তা আদায় করতে হবে। তাঁরা ওযূ এবং (ওয়াযিব) গোসলের সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া অত্যাবশ্যকীয় মনে করেছেন। এ দলে রয়েছেন ইবনু আবী লাইলা, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইসহাক। ইমাম আহমাদ আরো বলেছেন, নাক পরিষ্কার করা কুলি করার চেয়ে বেশি জরুরী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ অন্য এক দল বলেছেন, যদি নাপাকির গোসলে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া না হয় তবে আবার নামায আদায় করতে হবে; আর যদি ওযূর সময় এটা ছাড়া হয় তাহলে নতুন করে নামায আদায় করতে হবে না। এটা সুফিয়ান সাওরী ও কুফার কিছু লোকের (ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর মতানুসারী) বক্তব্য। অপর এক দলের মতে, গোসল অথবা ওযূর সময় এ দুটি কাজ বাদ দিলে নামায নতুন করে আদায় করতে হবে না। কেননা এটা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। অতএব কেউ যদি ফরয গোসলে বা ওযূর সময় কুলি না করে এবং নাকে পানি না দেয় আর এই ওযূ দিয়ে নামায আদায় করে নেয় তাহলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। ইমাম মালিক ও শাফিঈ সর্বশেষ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

٢٢) بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা

٢٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا. **صحيح : «صحيح أبي داود» (١١٠) ق.**

২৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করতে ও নাক পরিষ্কার করতে দেখেছি। তিনি তিনবার এরকম করেছেন। –সহীহ। **সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১০), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনু যাইদের সূত্রে বর্ণিত হাদীস হাসান এবং গারীব। মালিক, ইবনু উআইনা ও অন্যরাও 'আমর ইবনু ইয়াহইয়ার সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আঁজলা পানি দিয়ে কুলি করেছেন ও নাকে দিয়েছেন এ কথা উল্লেখ করেননি। খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহই একথা বর্ণনা করেছেন। হাদীস রিজালশাস্ত্র বিচারে তিনি সিকাহ রাবী এবং হাফিয।

কিছু বিদ্বান বলেছেন, এক আঁজলা পানির কিছুটা দিয়ে কুলি করলে ও কিছুটা নাকে দিলে তাতে যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেছেন, মুখে এবং নাকে দেওয়ার জন্য পৃথকভাবে পানি নেয়াই উত্তম। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, যদিও এক আঁজলা পানি দিয়ে উভয় কাজ করা জায়িয তবুও আমার মতে মুখ ও নাকের জন্য পৃথকভাবে পানি লওয়াই উত্তম।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ দাড়ি খিলাল করা

٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِيْ الْمُخَارِقِ أَبِيْ أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ - أَوْ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ- : أَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِيْ؟! وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ!

صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٢٩›.

২৯। আবদুল কারীম ইবনু আবুল **মুখারিক** আবূ উমাইয়া হতে হাসসান ইবনু বিলালের সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ)-কে ওযূ করার সময় দাড়ি খিলাল করতে দেখলাম। তাঁকে বলা হল, অথবা তিনি (হাসসান) বলেছেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি দাড়ি খিলাল করছেন? তিনি (আম্মার) বললেনঃ (এ কাজে) কে আমাকে বাঁধা দিবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। **–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪২৯)।**

٣٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ...... مِثْلَهُ.

৩০। 'আম্মার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন........ এ সূত্রেও উপরের হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, উম্মি সালামা, আনাস, ইবনু আবী আওফা ও আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আমি ইসহাক ইবনু মানসূরকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি ঃ ইবনু উআইনা

বলেছেন, আবদুল কারীম 'দাড়ি খিলাল করা' সম্পর্কিত হাদীস হাসসান ইবনু বিলালের নিকট হতে শুনেননি।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে 'আমির ইবনু শাকীক হতে তিনি আবূ ওয়াইল হতে তিনি উসমান হতে বর্ণিত হাদীসটি সবচাইতে সহীহ। সাহাবাই কিরাম ও পরবর্তী পর্যায়ের বেশিরভাগ মনীষীর মতে দাড়ি খিলাল করা উচিৎ। ইমামা শাফিঈরও এই মত। ইমাম আহমাদ বলেন, যে ব্যক্তি দাড়ি খিলাল করতে ভুলে গেছে তাতে তার ওযূর কোন লোকসান হয়নি। ইসহাক বলেন, যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দাড়ি খিলাল না করা হয় এবং এই ওযূ দিয়ে নামায আদায় করে থাকে তাহলে আবার নামায আদায় করতে হবে। আর যদি ভুলবশত অথবা হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা করে দাড়ি খিলাল করা ছেড়ে দেয় তবে নামায নতুন করে আদায় করতে হবে না।

٣١. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ مُوْسٰى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٣٠›.**

৩১। উসমান ইবনু আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি খিলাল করতেন।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪৩০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ إِلىٰ مُؤَخَّرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ মাথা মাসিহ্ করার নিয়ম ঃ সামনের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে নিতে হবে

٣٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. **صحيح : «ابن ماجه» (٤٣٤) ق.**

৩২। 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'হাতে মাথা মাসিহ করতেন। তিনি হাত দুটি সামনে আনতে এবং পিছনে নিতেন। তিনি মাথার সামনের দিক হতে শুরু করে উভয় হাত ঘাড়ের দিকে নিতেন; অতঃপর পেছন দিক হতে আবার সামনের দিকে এনে শুরু করার জায়গায় পৌছাতেন। অতঃপর তিনি উভয় পা ধুতেন। **–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪৩৪), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে মুআবিয়া, মিকদাম ইবনু মাদিকারিব ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদের হাদীস সবচাইতে সহীহ ও সর্বাধিক উত্তম। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এভাবেই মাথা মাসিহ করার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ মাথার পেছন দিক হতে সামনের দিকে মাসিহ করা

٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُبْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا، ظُهُورِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا. **حسن : «ابن ماجه» (٣٩٠).**

৩৩। রুবাই' বিনতু মুআব্বিয ইবনি 'আফরাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা দু'বার মাসিহ করলেন। তিনি প্রথমবার ঘাড়ের দিক হতে মাসেহ শুরু করলেন এবং দ্বিতীয়বার মাথার সামনের দিক হতে শুরু করলেন। তিনি উভয় কানের ভেতর ও বাহিরও মাসিহ করলেন। –হাসান ইবনু মাজাহ– (৩৯০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। তবে 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদের হাদীস এ হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য। কুফার বিভিন্ন আলিম এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাদের মধ্যে ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ অন্যতম।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ একবার মাথা মাসিহ করা

٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ : أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ : مَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ، وَأُذُنَيْهِ، مَرَّةً وَاحِدَةً. **حسن الإسناد.**

৩৪। রুবাই' বিনতু মু'আব্বিয ইবনি 'আফরাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে দেখলেন। তিনি বলেন, তিনি (নাবী) মাথার সামনের দিক, পেছনের দিক (সমুদয় মাথা) এবং দুই কানের ভেতর ও বাহির একবার করে মাসিহ করলেন। **–হাসান।**

এ অনুচ্ছেদে 'আলী (রাঃ) ও তালহা ইবনু মুসাররিফ ইবনি আমরের দাদার সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ রুবাই হতে বর্ণিত হাদীস হাসান সহীহ। একাধিক বর্ণনায় আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মাথা মাসিহ করেছেন।

বেশিরভাগ সাহাবা ও তাবিঈন একবারই মাথা মাসিহ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। বেশিরভাগ ইমামেরও এই মত। যেমন জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইসহাক একবার মাথা মাসিহ করার কথা বলেছেন।

মুহাম্মাদ ইবনু মানসূর মাক্কী বলেন, আমি সুফিয়ান ইবনু উআইনাকে বলতে শুনেছি ঃ আমি জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদকে প্রশ্ন করলাম, একবার মাথা মাসিহ করা যথেষ্ট কিনা? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার শপথ! একবারই যথেষ্ট।

٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ মাথা মাসিহ করার জন্য পৃথকভাবে পানি নেয়া

٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» (١١١) م.**

৩৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে দেখলেন। তিনি হাতে লেগে থাকা অতিরিক্ত পানি বাদে নতুন পানি নিয়ে মাথা মাসিহ করলেন।

–সহীহ। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১১১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি ইবনু লাহীআ হাব্বানের সূত্রে, তিনি ওয়াসের সূত্রে, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাতের পানি ছাড়া নতুন পানি নিয়ে মাথা মাসিহ করেছেন'।"

হাব্বানের সূত্রে বর্ণিত 'আমর ইবনু হারিসের হাদীসটি অধিকতর সহীহ। কেননা তিনি বিভিন্ন সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) ও অন্য সাহাবীদের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়াসাল্লাম মাথা মাসিহ করার জন্য নতুন করে পানি নিয়েছেন।” বেশিরভাগ বিদ্বানের মতে, নতুনকরে পানি নিয়ে মাথা মাসিহ্ করবে।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ কানের ভেতরে ও বাইরে মাসিহ্ করা

٣٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ؛ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا. **حسن صحيح «ابن ماجه» ‹٤٣٩›.**

৩৬। ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মাসিহ করলেন এবং দুই কানের ভেতরে ও বাহিরে মাসিহ করলেন। –হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪৩৯)।

এ অনুচ্ছেদে রুবাই’র সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস হাসান সহীহ। বেশিরভাগ বিদ্বান কানের ভেতর ও বাহিরে মাসিহ্ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ দুই কান মাথার অন্তর্ভূক্ত

٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ : «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٤٤›.**

৩৭। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন। তিনি মুখমণ্ডল ও উভয় হাত

তিনবার করে ধুলেন এবং মাথা মাসিহ্ করলেন আর বললেন ঃ উভয় কান মাথারই অংশ। –সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪৪৪)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কুতাইবা বলেন, হাম্মাদ বলেছেন, 'কানদুটো মাথারই অংশ' কথাটা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের না আবূ উসামার– তা আমি জানি না। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ খুব একটা মজবুত নয়। বেশিরভাগ সাহাবা ও মনীষীর মতে, কান মাথারই অংশ। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিয়ী আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত। কিছু মনীষী বলেছেন, কানের অগ্রভাগ মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং গোড়ার দিক মাথার অন্তর্ভুক্ত। ইসহাক বলেন, আমি কানের অগ্রভাগ মুখমণ্ডলের সাথে এবং গোড়ার ভাগ মাথার সাথে মাসিহ করা পছন্দ করি। ইমাম শাফিঈ বলেন, কানের অবস্থান অনুসারে এটা আলাদা সুন্নাত। নতুনকরে পানি নিয়ে দুই কান মাসিহ্ করবে।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ আঙ্গুল খিলাল করা

٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيْ هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ». **صحيح : «ابن ماجه» <٤٤٨>.**

৩৮। আসিম ইবনু লাকীত ইবনু সাবিরা হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি ওযূ করবে, আঙ্গুলও খিলাল করবে।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪৪৮)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস, মুসতাওরিদ ও আবূ আইয়ূব (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। মনীষীদের মতে ওযূর সময় পায়ের আঙ্গুল খিলাল করতে হবে। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক এ মতের পক্ষপাতি। ইসহাক বলেন, হাত এবং পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা উচিৎ। আবূ হাশিমের নাম ইসমাঈল ইবনু কাসীর আল-মাক্কী।

٣٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ- وَهُوَ الْجَوْهَرِيُّ : حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جَعْفَرَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحٍ- مَوْلَى التَّوْأَمَةِ-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ». **حسن صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٤٧›.**

৩৯। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি ওযূ করবে তখন দুই হাত ও দুই পায়ের আঙ্গুল খিলাল করবে। **–হাসান সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪৪৭)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ، دَلَّكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٤٦›.**

৪০। মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ আল-ফিহরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি দেখেছি, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ওযূ করতেন, (বাঁ হাতের) ছোট আঙ্গুল দিয়ে দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো মলতেন। **–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪৪৬)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আমি ইবনু লাহীআ ছাড়া আর কোন রাবীর নিকট এ হাদীসটি শুনিনি।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ পায়ের গোড়ালি ধোয়ার ব্যাপারে যারা সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদেরকে আগুনের ভীতি প্রদর্শন করা সম্পর্কে

٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». **صحيح : ق.**

৪১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পায়ের গোড়ালির জন্য আগুনের শাস্তি।
–সহীহ, বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, 'আয়িশাহ্, জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ, 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস, মু'আইকীব, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ, শুরাহবীল ইবনু হাসানা, 'আমর ইবনুল আস ও ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ "পায়ের গোড়ালি ও পায়ের পাতার জন্য ধ্বংস রয়েছে"।

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসের সার কথা হল, পায়ে যদি মোজা না থাকে তবে (ধোয়ার পরিবর্তে) পা মাসিহ করা জায়িয নেই।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ ওযূর সময় প্রত্যেক অংগ একবার করে ধোয়া

٤٢. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَهَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. (ح) قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤١١› خ.**

৪২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর প্রতিটি অংগ একবার করে ধুয়েছেন।

–সহীহ। ইবনু মাজাহ– (৪১১), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে উমার, জাবির, বুরাইদা, আবূ রাফি' ও ইবনুল ফাকিহি (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে ইবনু আব্বাসের হাদীস বেশি সহীহ ও উত্তম। ইমাম তিরমিযী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি অপর একটি সূত্রে 'উমার (রাঃ)-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ বর্ণনা সূত্রটি তেমন সহীহ নয়। বরং ইবনু 'আজলান, হিশাম ইবনু সাদ, সুফিয়ান সাওরী এবং আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদ প্রমূখ যাইদ ইবনু আসলামের সূত্রে, তিনি আতা ইবনু ইয়াসারের সূত্রে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা-ই বেশি সহীহ।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ ওযূর সময় প্রত্যেক অঙ্গ দুইবার করে ধোয়া

٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ هُرْمُزَ- هُوَ الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. **حسن صحيح : «صحيح أبي داود» (١٢٥).**

৪৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ওযূর সময়) প্রতিটি অঙ্গ দু'বার করে ধুয়েছেন।

–হাসান সহীহ। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান গারীব। আমি এটা শুধু ইবনু সাওবানের নিকট হতে জেনেছি, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু ফাযলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সনদটি হাসান সহীহ।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে জাবির (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাম্মাম, 'আমির আল-আহ্ওয়াল হতে, তিনি 'আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে বর্ণনা করেন ঃ "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়েছেন।"

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ ওযূর সময় প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া

٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. **صحيح : «صحيح أبي داود» (١٠٠).**

৪৪। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধুয়েছেন।

–সহীহ। **সহীহ্ আবূ দাউদ**– (১০০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে উসমান, রুবাই', ইবনু উমার, 'আয়িশাহ্, আবূ উমামা, আবূ রাফি', 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, মু'আবিয়া, আবূ হুরাইরা, জাবির, 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসটি বেশি সহীহ ও অধিক উত্তম। কেননা হাদীসটি 'আলী (রাঃ) হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মনীষীদের মতামত হল, ওযূর অঙ্গগুলো একবার ধুলেও ওযূ হবে, কিন্তু দু'বার করে ধোয়া ভাল এবং তিনবার করে ধোয়া অধিকতর উত্তম। এর বেশি ধোয়াতে কোন উপকার নেই। ইবনুল মুবারাক বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিনবারের বেশি ধোয়, আমার ধারণামতে তার গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আহমাদ ও ইসহাক বলেন ঃ যে ব্যক্তি অনিশ্চয়তায় পরে যায় সে তিনবারের বেশি ধুতে পারে।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ ওযূর অঙ্গগুলো এক, দুই অথবা তিনবার ধোয়া সম্পর্কে

٤٦. قَالَ أَبُو عِيْسَى : وَرَوَى وَكِيعٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرَ : حَدَّثَكَ جَابِرٌ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً؟ قَالَ : نَعَمْ. وَحَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ. **صحيح : بحديث ابن عباس المتقدم برقم ‹٤٢›.**

৪৬। সাবিত ইবনু আবূ সাফিয়্যা (রাহঃ) বলেন, আমি আবূ জা'ফরকে বললাম, জাবির (রাঃ) কি আপনাকে বলেছেন-যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর অঙ্গগুলো একবার করে ধুয়েছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। হাদীসটি হান্নাদ ও কুতাইবা বর্ণনা করেছেন। তারা উভয়েই বলেন, ওয়াকী সাবিত ইবনু সাফিয়্যা হতে বর্ণনা করেছেন।

–সহীহ। এই হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত ৪২ নং এর অনুরূপ তাই সহীহ্।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ বর্ণনাটি শরীকের বর্ণনাটির চেয়ে বেশি সহীহ। কেননা এটি বিভিন্ন সূত্রে সাবিত হতে বর্ণিত হয়েছে। আর শরীক অনেক ত্রুটির শিকার হন। সাবিত ইবনু আবী সাফিয়্যা তিনি হলেন, আবূ হামযা আস-সুমালী।

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوئِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি কোন অঙ্গ দু'বার এবং কোন অঙ্গ তিনবার ধোয়

٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ،

فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. **صحيح الإسناد، وقوله في الرجلين : «مرتين» شاذ : «صحيح أبي داود» (١٠٩).**

৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ওযূ করলেন। তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, দুই হাত দু'বার করে ধুলেন, মাথা মাসিহ করলেন এবং উভয় পা দু'বার ধুলেন। সহীহ, তবে পা দু'বার ধুলেন, অংশটি শাজ।

–সহীহ্। আবূ দাঊদ– (১০৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ ছাড়াও কায়েকটি হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অঙ্গ একবার এবং কোন অঙ্গ তিনবার ধুয়েছেন।"

এর পরিপ্রেক্ষিতে কিছু আলিম অনুমতি দিয়েছেন যে, কেউ যদি ওযূর সময় কোন অঙ্গ দু'বার, কোন অঙ্গ তিনবার এবং কোন অঙ্গ একবার ধোয় তবে তাতে কোন অপরাধ নেই।

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ كَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূ কেমন ছিল

٤٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهِ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ

كَـانَ طُهُـوْرُ رَسُـوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ صـحـيـح : «صـحـيـح أبي داود» ‹١٠١-١٠٥› خ مختصرا.

৪৮। আবূ হাইআ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি 'আলী (রাঃ)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন এবং ভাল ভাবে পরিষ্কার করলেন; তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, একবার মাথা মাসিহ করলেন এবং উভয় পা গোছা পর্যন্ত ধুলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি তুলে নিয়ে তা দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযূ কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখানোর জন্যই আমি এরূপ করা পছন্দ করলাম।

–সহীহ। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১০১-১০৫), বুখারী সংক্ষেপিত।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে উসমান, 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ, ইবনু 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, 'আয়িশাহ্, রুবাই' ও 'আবদুল্লাহ ইবনু উনাইস (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে।

٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، ذَكَرَ، عَنْ عَلِيٍّ.... مِثْلَ حَدِيْثِ أَبِيْ حَيَّةَ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ : كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُوْرِهِ، أَخَذَ مِنْ فَضْلِ طُهُوْرِهِ بِكَفِّهِ، فَشَرِبَهُ. صحيح : انظر الذي قبله.

৪৯। আবদি খাইর 'আলী (রাঃ)-এর সূত্রে আবূ হাইআ হতে বর্ণিত হাদীসের মত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবদি খাইরের বর্ণিত হাদীসের শেষের অংশ নিম্নরূপ ঃ তিনি যখন ওযূ শেষ করতেন তখন অবশিষ্ট পানি হাতের আঁজলে নিয়ে পান করতেন।

–সহীহ। দেখুন পূর্ববর্তী হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসটি আবূ ইসহাক হামদানী বর্ণনা করেছেন আবূ হাইআ হতে, তিনি আবদু খাইর ও হারিস হতে, তিনি 'আলী হতে।

যায়িদাহ ইবনু কুদামাহ এবং অন্যরা বর্ণনা করেছেন খালিদ ইবনু 'আলক্বামাহ হতে, তিনি আবদুখাইর হতে, তিনি 'আলী (রাঃ) হতে ওযূর হাদীস বিস্তারিতভাবে। এই হাদীসটি হাসান সহীহ্।

শু'বা এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন খালিদ ইবনু 'আলক্বামা হতে, তিনি ভুলক্রমে তার নাম ও তার পিতার নাম বলেছেন এভাবে মালিক ইবনু উরফুতাহ তিনি আবদু খাইর হতে, তিনি 'আলী (রাঃ) হতে।

আবূ আওয়ানাহ হতে বর্ণিত হয়েছে খালিদ ইবনু 'আল-ক্বামাহ হতে, তিনি আবদু খাইর হতে। তিনি 'আলী (রাঃ) হতে।

এবং তার কাছ থেকে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মালিক ইবনু উরফুতাহ হতে শুবা'র বর্ণনার মতো। অথচ সঠিক হচ্ছে খালিদ ইবনু 'আলক্বামাহ।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِسْبَاغِ ٱلْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ সুন্দরভাবে ওযূ করা

৫১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ٱلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ ٱلْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟!»، قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «إِسْبَاغُ ٱلْوُضُوْءِ عَلَى ٱلْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ ٱلْخُطَا إِلَى ٱلْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ». **صحيح: «ابن ماجه»** ‹٤٢٨› م.

৫১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের বলব না, আল্লাহ

তা'আলা কি দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন? সাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ (বলে দিন)। তিনি বললেন ঃ কষ্ট থাকার পরেও ভালভাবে ওযূ করা, মাসজিদের দিকে বেশি বেশি যাতায়াত করা এবং এক নামায শেষ করে পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই হল 'রিবাত' (প্রস্তুতি)। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৪২৮), মুসলিম।

٥٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ.... نَحْوَهُ، وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِي حَدِيثِهِ : «فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ»، ثَلَاثًا. **صحيح : انظر الذي قبله.**

৫২। 'আলা (রহঃ) হতে এই সনদসূত্রে উপরের হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে, কুতাইবা তাঁর সনদে বর্ণিত হাদীসে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটা এভাবে) উল্লেখ করেছেন ঃ 'এটাই তোমাদের জন্য রিবাত, এটাই তোমাদের জন্য রিবাত, এটাই তোমাদের জন্য রিবাত।' এ কথাটা (এ বর্ণনায়) তিনবার উল্লেখিত হয়েছে।
–সহীহ্। দেখুন পূর্ববর্ণিত হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, ইবনু 'আব্বাস, উবাইদা (ইবনু আমর), 'আয়িশাহ্, আবদুর রহমান ইবনু 'আয়িশাহ্ ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ আবূ হুরাইরার হাদীস হাসান সহীহ। 'আলা ইবনু 'আবদুর রহমান, ইনি ইয়া'কুব আল-জুহানীর পুত্র এবং হাদীস বিশারদদের মতে সিকাহ রাবী।

٤١) بَابُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ ওযূর পর যা বলতে হবে

٥٥. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِي الْكُوفِيّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيّ، وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٧٠›.**

৫৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করার পর বলে ঃ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও তাঁরই রাসূল; হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর", তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে নিজ ইচ্ছামত যে কোন দরজা দিয়েই তাতে যেতে পারবে। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৪৭০)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে আনাস ও উক্ববা ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসে যাইদ ইবনু হুবাবের কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আরো বলেন ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ এবং অন্যরা মু'য়াবিয়াহ ইবনু সালিহ হতে তিনি রাবিয়াহ্ ইবনু ইয়াযিদ হতে, তিনি আবূ ইদরিস হতে তিনি উক্ববা ইবনু 'আমির হতে তিনি উমার হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং অন্য সূত্রে রাবিয়াহ্ হতে তিনি আবূ উসমান হতে তিনি জুবাইর ইবনু নুফাইর হতে তিনি উমার হতে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসের সনদে অসংলগ্নতা রয়েছে। এ অনুচ্ছেদে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে কোন সূত্রেই খুব একটা সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, আবূ ইদরীস উমারের কাছে কোন কিছুই শুনেননি।

٤٢) بَابُ فِي الْوُضُوْءِ بِالْمُدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ এক মুদ্দ পানি দিয়ে ওযূ করা

٥٦. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ؛ قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِيْنَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٢٦٧›.**

৫৬। সাফীনাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'এক মুদ্দ' পানি দিয়ে ওযূ করতেন এবং এক সা পানি দিয়ে গোসল করতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (২৬৭)।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, জাবির ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ সাফীনার হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ রায়হানার নাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাতার। একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, ওযূ এক মুদ্দ এবং গোসল এক সা পানি দিয়েই করতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, হাদীসের তাৎপর্য এটা নয় যে, এক মুদ্দ বা এক সা-এর বেশি বা কম পানি ব্যবহার করা যাবে না, বরং এটা একটা পরিমাণ যা ওযূ ও গোসলের জন্য যথেষ্ট।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুনভাবে ওযূ করা

٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ- هُوَ ابْنُ مَهْدِيّ- قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ : فَأَنْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ؟ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ، مَا لَمْ نُحْدِثْ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٠٩› خ.**

৬০। ‘আমর ইবনু ‘আমির আনসারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে নতুনকরে ওযূ করতেন। আমি আনাসকে প্রশ্ন করলাম, আপনারা কি করেন? তিনি বললেন, আমাদের ওযূ নষ্ট না হলে একই ওযূতে আমরা সব ওয়াক্তের নামায আদায় করে নেই। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫০৯), বুখারী।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। হুমাইদের সূত্রে আনাস থেকে বর্ণিত আরেকটি উত্তম সনদের হাদীস রয়েছে। হাদীসটি হাসান গারীব।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ওযূতে সকল নামায আদায় করেছেন

٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ؟! قَالَ : «عَمْدًا، فَعَلْتُهُ». **صحيح: (ابن ماجه» ‹٥١٠› م.**

৬১। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুনভাবে ওযূ করতেন। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন একই ওযূ দিয়ে সব ওয়াক্তের নামায আদায় করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। ‘উমার (রাঃ) বললেন ঃ আপনি এমন একটি কাজ করলেন যা ইতোপূর্বে কখনও করেননি। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি ইচ্ছা করেই এটা করলাম।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫১০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি 'আলী ইবনু ক্বাদিম- সুফিয়ান সাওরীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাটুকুও আছে, "তিনি একবার একবার ওযূ করেছেন।" সুফিয়ান সাওরী তাঁর সনদ পরম্পরায় বুরাইদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্যই নতুনভাবে ওযূ করতেন। ওয়াকী'ও তাঁর সনদ পরম্পরায় বুরাইদার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 'আবদুর রহমান ইবনুল মাহদী ও অন্যরা অপর এক সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনাটি ওয়াকী'র বর্ণনার তুলনায় বেশি সহীহ।

বিদ্বানদের মতামত হল ওযূ যে পর্যন্ত নষ্ট না হবে, সে পর্যন্ত একই ওযূতে একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় করা যাবে। তাদের কেউ কেউ ফযিলত লাভের আশায় প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুনভাবে ওযূ করাটা মুস্তাহাব মনে করেছেন। আফরীকী হতে বর্ণিত আছে, তিনি গুতাইফ হতে তিনি ইবনু উমার হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ওযূ থাকা অবস্থায় ওযূ করে আল্লাহ তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখেন।" -এর সনদ যঈফ। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে ঃ "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ওযূতে যুহর এবং আসরের নামায আদায় করেছেন।"

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ একই পাত্রের পানি দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ওযূ করা

٦٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي مَيْمُوْنَةُ، قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

৬২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে মাইমূনা (রাঃ) জানিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই পাত্র হতে পানি নিয়ে নাপাকির (ফরজ) গোসল করেছি। –সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। সকল ফিক্হবিদের এটাই অভিমত, পুরুষ এবং স্ত্রীলোক (স্বামী-স্ত্রী) একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করাতে কোন অপরাধ নেই। এ অনুচ্ছেদে 'আলী, 'আয়িশাহ্, আনাস, উম্মু হানী, উম্মু সুবাইয়া, উম্মু সালামা, ইবনু উমার ও আবূ শা'সা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ শা'সার নাম জাবির ইবনু যাইদ।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ فَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ মহিলাদের পবিত্রতা অর্জনের পর বেঁচে যাওয়া পানির ব্যবহার মাকরূহ

٦٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ حَاجِبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ، قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ. **صحيح:** «ابن ماجه» ‹٣٧٣›.

৬৩। বানী গিফার গোত্রের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহিলাদের (ওযূ বা গোসল হতে) বেঁচে যাওয়া পানি ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পুরুষদেরকে) মানা করেছেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৩৭৩)।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কোন কোন ফিক্হবিদ মহিলাদের ওযূ-গোসলের পর বেঁচে যাওয়া পানি ব্যবহার করাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এই মত। কিন্তু তাঁরা মহিলাদের ঝুটা খাদ্য-পানীয়ের ব্যবহারে কোনরূপ দোষ ধরেননি।

٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ

ٱلحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو ٱلْغِفَارِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُوْرِ ٱلْمَرْأَةِ – أَوْ قَالَ : بِسُؤْرِهَا. **صحيح : انظر ما قبله.**

৬৪। হাকাম ইবনু 'আমর আল-গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে স্ত্রীলোকদের ওযূ-গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে ওযূ করতে নিষেধ করেছেন। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি স্ত্রীলোকদের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। **সহীহ্। দেখুন পূর্বোক্ত হাদীস।**

আবূ 'ঈসা বলেন, এটা হাসান হাদীস। বর্ণনাকারী আবূ হাজিবের নাম সাওয়াদা ইবনু 'আসিম। মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার তাঁর হাদীসে বলেছেনঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকদের ওযূ-গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষদের ওযূ করতে নিষেধ করেছেন। এ বর্ণনায় বাশশার সন্দেহ প্রকাশ করেননি।'

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ মহিলাদের ঝুটা পানি ব্যবহারের অনুমতি প্রসঙ্গে

٦٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو ٱلأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَقَالَ : «إِنَّ ٱلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ». **صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٠)**

৬৫। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী একটি গামলাতে গোসল করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে ওযূ করতে

চাইলেন। তিনি (স্ত্রী) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নাপাক ছিলাম। তিনি বললেন ঃ (নাপাক ব্যক্তির ছোঁয়ায়) পানি নাপাক হয় না (যদি তার হাতে ময়লা না থাকে)। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৩৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও শাফিঈর এটাই মত (স্ত্রীলোকদের ওযূর অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষেরা ওযূ করতে পারে)।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ পানিকে কোন জিনিস নাপাক করতে পারে না

٦٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ ابْنِ خَدِيْجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ، وَلُحُوْمُ الْكِلاَبِ، وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ، لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». **صحيح : «المشكاة» ‹٤٧٨›، «صحيح أبي داود» ‹٥٩›.**

৬৬। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি বীরে বুযা'আহ্ নামক কূপের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি? এটা এমন একটি কূপ যাতে হায়েযের ন্যাকড়া, (মরা কুকুর) ও আবর্জনা ফেলা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "পানি পাক, কোন জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না।"

–সহীহ্। মিশকাত– (৪৭৮), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৫৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন, এটা হাসান হাদীস। আবূ উসামা এটাকে উত্তম সনদে উল্লেখ করেছেন। কেউ এটাকে তার চেয়ে উত্তম সনদে বর্ণনা করেননি। হাদীসটি একাধিক সনদে আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٥٠) بَابٌ مِنْهُ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ ঐ সম্পর্কেই

٦٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ». قَالَ عَبْدَةُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : اَلْقُلَّةُ : هِيَ الْجِرَارُ، وَالْقُلَّةُ : اَلَّتِي يُسْتَقَى فِيْهَا.

صحيح : «ابن ماجه» ‹٥١٧›.

৬৭। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এমন পানির বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুনেছি, যা জঙ্গল ও জনশূন্য এলাকায় জমা হয়ে থাকে এবং যা পান করার জন্য বিভিন্ন ধরনের হিংস্র জীব ও বন্য জন্তু এসে থাকে। তিনি বললেন ঃ পানি যখন দুই কুল্লা পরিমাণ হয় তখন তা নাপাক হয় না। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫১৭)।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক বলেন, পানির কলসী বা মটকাকে কুল্লা বলা হয়। যাতে পানি রেখে তা পান করা হয়। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত, পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না, যে পর্যন্ত তার গন্ধ অথবা স্বাদ পরিবর্তিত না হয়। তারা এ কথাও বলেছেন, দুই মটকার অর্থ কম-বেশি পাঁচ মশকের সমান।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা মাকরূহ

٦٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٤٤›.**

৬৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কেউ বদ্ধ পানিতে (কূপ, পুকুর, জলাশয়) পেশাব করে, অতঃপর তা দিয়েই ওযূ করে। –**সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৩৪৪)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُوْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ সমুদ্রের পানি পবিত্র

٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ – مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ– أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ أَبِيْ بُرْدَةَ– وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ – أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٨٦-٣٨٨›.**

৬৯। মুগীরা ইবনু আবী বুরদা হতে বর্ণিত আছে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্র পথে আসা-যাওয়া করি এবং সাথে করে সামান্য মিঠা পানি নেই। যদি আমরা তা দিয়ে ওযূ করি তাহলে পিপাসার্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ক্ষেত্রে আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তার পানি পবিত্র এবং তার মৃত জীব হালাল"। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৩৮৬-৩৮৮)।**

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ফিরাসী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। বেশিরভাগ ফিক্হবিদ সাহাবার মতে সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযূ করাতে কোন দোষ নেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন আবূ বাক্র, উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)। সাহাবাদের অপর দল সাগরের পানি দিয়ে ওযূ করা মাকরূহ বলেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনু উমার ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ)। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) বলেছেন, এটা আগুনের সমতুল্য।

٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ পেশাবের ব্যাপারে কঠোরতা ও সতর্কতা

٧٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَقُتَيْبَةُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ : «إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هٰذَا، فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هٰذَا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٤٧› ق.**

৭০। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ

এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু বড় কোন অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন পেশাবের সময় আড়াল (পর্দা) করত না, আর অপরজন একের কথা অন্যের নিকট বলে বেড়াত (চোগলখুরী করত)। **সহীহ্। ইবনু মাজাহ- (৩৪৭), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে যাইদ ইবনু সাবিত, আবূ বাকরাহ, আবূ হুরাইরা, আবূ মূসা ও 'আবদুর রহমান ইবনু হাসানা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। মানসূর মুজাহিদের সূত্রে ইবনু 'আব্বাসের নিকট হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাউসের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি বলেন ঃ আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইবনু আবানকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ আমি ওয়াকীকে বলতে শুনেছি, আ'মাশ মানসূরের চাইতে অধিকতর স্মরণশক্তির অধিকারী। আ'মাশের বর্ণনাটিই বেশি সহীহ। কেননা তাঁর স্মরণ শক্তি বেশি ছিল।

٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَّطْعَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটানো।

٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ : دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٢٤› ق.**

৭১। উম্মু ক্বাইস বিনতু মিহসান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। সে তখনও শক্ত খাবার ধরেনি। বাচ্চাটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পানি নিয়ে আসতে বললেন, অতঃপর তা পেশাবের জায়গায় ছিটিয়ে দিলেন।

—সহীহ্। ইবনু মাজাহ- (৫২৪), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, 'আয়িশাহ্, যাইনাব, লুবাবা বিনতে হারিস, তিনি ফাযল ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর মাতা, আবূ সামহি, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, আবূ লাইলা ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ একাধিক সাহাবা, তাবিঈ ও তাদের পরবর্তীগণ, যেমন ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছেলে হলে পেশাবের জায়গায় পানি ছিটিয়ে দিলেই চলবে, আর কন্যা সন্তান হলে ঐ জায়গা ধুয়ে নিতে হবে। এই বিধান কার্যকর হবে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশু শক্ত খাবার না খায়, আর যখন শক্ত খাবার খেতে শুরু করবে তখন ছেলে-মেয়ে উভয়ের পেশাবের জায়গাই ধুয়ে নিতে হবে।

٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ হালাল জীবের পেশাব সম্পর্কে

٧٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٍ، وَقَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ : «اِشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَقَتَلُوْا رَاعِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، وَارْتَدُّوْا عَنِ الْإِسْلَامِ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ. قَالَ أَنَسٌ : فَكُنْتُ أَرٰى أَحَدَهُمْ يَكُدُّ الْأَرْضَ بِفِيْهِ حَتّٰى مَاتُوْا. وَرُبَمَا قَالَ حَمَّادُ : يَكْدُمُ الْأَرْضَ بِفِيْهِ حَتّٰى مَاتُوْا. **صحيح: «الإرواء» ‹١٧٧›، «الروض» ‹٤٣› ق نحوه.**

৭২। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উরাইনা গোত্রের লোকেরা মাদীনায় আসলো। কিন্তু এখানকার আবহাওয়া তাদের অনুকূল হল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাদকার উটের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ "তোমরা এর দুধ ও পেশাব পান

কর।" তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করে উটগুলো লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল এবং ইসলাম ত্যাগ করল (মুরতাদ হয়ে গেল) তাদেরকে গ্রেফতার করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আনা হল। তিনি তাদের এক দিকের হাত ও অন্যদিকের পা কাটলেন (কাটালেন), চোখ উপড়ে ফেললেন (ফেলালেন) এবং রোদের মধ্যে কাঁকরময় যমিনে ফেলে রাখলেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মুখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে দেখলাম। অতঃপর তারা মারা গেল। (অধঃস্তন রাবী) হাম্মাদ কখনো কখনো বলতেন, সে তার মুখ দিয়ে মাটি কামড়াচ্ছিল। পরিশেষে তারা মারা গেল। –সহীহ্। **ইরওয়া– (১৭৭), রাওয– (৪৩), বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হল, যে জীবের গোশত খাওয়া হালাল তার পেশাব নাপাক নয়।

٧٣. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْيُنَهُمْ، لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.

صحيح: المصدر نفسه، م.

৭৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চোখ উপড়ে ফেললেন (ফেলালেন)। কেননা তারা রাখালদের চোখ উপড়ে ফেলেছিলো।

–সহীহ্। **প্রাগুক্ত, মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। কেননা এ হাদীসটি কেবল এই শাইখ (ইয়াহইয়া ইবনু গাইলান) ব্যতীত আর কেউ রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর এ রায় "সব ধরনের জখমের জন্য সমান দণ্ড নির্দিষ্ট" (সূরা ঃ আল-মাইদা– ৪৫) এই মূলনীতি অনুযায়ী ছিল। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, হদ (ফৌজদারী দণ্ড) সম্পর্কিত বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ধরনের শাস্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مِنَ الرِّيْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ বায়ু নির্গত হলে ওযূ করা সম্পর্কে

٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ وُضُوْءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ، أَوْ رِيْحٍ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥١٥›م.**

৭৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (বায়ুর) শব্দ অথবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় ওযূ করা ফরয নয়। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫১৫), মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ، فَوَجَدَ رِيْحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ، فَلاَ يَخْرُجْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْيَجِدُ رِيْحًا». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٦٩› م.**

৭৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে থাকা অবস্থায় যদি তার নিতম্বের মাঝখান হতে বায়ুর আভাস পায়, তাহলে সে যেন শব্দ অথবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত (মাসজিদ হতে) বের না হয়।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১৬৯), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ, 'আলী ইবনু তাল্ক, 'আয়িশাহ্, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু মাসঊদ ও আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। আলিমদেরও অভিমত হল, (বায়ুর) শব্দ অথবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় ওযূ করা দরকার হয় না। 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, ওযূ নষ্ট হওয়ার আশংকা হলেই ওযূ করা জরুরী নয়, যতক্ষণ এরূপ বিশ্বাস না জন্মে যার

ভিত্তিতে শপথ করা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন, মহিলাদের পেশাবের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হলে পুনরায় ওযূ করা ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফিঈ এবং ইসহাকেরও অভিমত।

٧٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتّٰى يَتَوَضَّأَ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٥٤› ق.**

৭৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তির ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় ওযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার নামায ক্ববূল করেন না। **–সহীহ্। আবূ দাউদ– (৫৪), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ ঘুমালে ওযূ নষ্ট হয়ে যায় বা পুনরায় ওযূ করা ফরয হয়

٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُوْنَ، ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ، فَيُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّأُوْنَ. **صحيح : «الإرواء» ‹١١٤›، «صحيح أبي داود» ‹١٩٤›، «المشكاة» ‹٣١٧›.**

৭৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাগণ (বসে বসে) ঘুমাতেন, অতঃপর দাঁড়াতেন এবং নামায আদায় করতেন, কিন্তু ওযূ করতেন না। **–সহীহ্। ইরওয়া– (১১৪), সহীহ্ আবূ দাউদ– (১৯৪), মিশকাত– (৩১৭)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। আমি সালিহ ইবনু 'আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি নিজ পাছায় ভর দিয়ে বসে বসে ঘুমায় আমি (সালিহ্) তার সম্পর্কে ইবনুল মুবারাককে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে না।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সা'ঈদ ইবনু আবূ 'আরুবা কাতাদার সূত্রে ইবনু 'আব্বাসের অভিমত রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তিনি সনদের মধ্যে আবুল 'আলিয়ার নামও উল্লেখ করেননি এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর বক্তব্যও মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি।

ঘুমের দ্বারা ওযূ নষ্ট হওয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। বেশিরভাগ মত হল, যদি বসে বসে অথবা দাঁড়িয়ে ঘুমানো হয় তবে ওযূ নষ্ট হবে না; কিন্তু শুয়ে ঘুমালে পুনরায় ওযূ করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও আহ্মাদ এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইসহাক বলেন, ঘুমানোর ফলে যদি বোধশক্তি লোপ পায় তবে আবার ওযূ করতে হবে। শাফিঈ বলেন, যে ব্যক্তি বসে বসে ঘুমাল এবং স্বপ্ন দেখল অথবা ঘুমের ঘোরে তার উরু স্থানচ্যুত হল, তাকে ওযূ করতে হবে।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ আগুন যে জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে তার সংস্পর্শে আসলে পুনরায় ওযূ করা সম্পর্কে

٧٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اَلْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، وَلَوْ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ». قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟! أَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيمِ؟! قَالَ : فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : يَا ابْنَ أَخِي! إِذَا سَمِعْتَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا تَضْرِبْ لَهُ مَثَلًا! حسن : «ابن ماجه» ‹٤٨٥›.

৭৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আগুনে রান্না করা খাদ্য খেলে ওযূ করতে হবে; তা পনিরের একটা টুকরাই হোক না কেন।" (আবূ হুরাইরাকে এ কথা বর্ণনা করতে শুনে) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আমরা কি তৈল ব্যবহার করলেও ওযূ করব, আমরা কি গরম পানি পান করলেও ওযূ করব? আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, হে ভাইয়ের ছেলে! যখন তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনতে পাও, তার সামনে উদাহরণ পেশ কর না।

–হাসান। ইবনু মাজাহ– (৪৮৫)।

এ অনুচ্ছেদে উম্মু হাবীবা, উম্মু সালামা, যাইদ ইবনু সাবিত, আবূ তালহা, আবূ আইউব ও আবূ মূসা (রাঃ) হতেও বর্ণনা করা হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, আগুন যে জিনিসের মধ্যে পরিবর্তন এনেছে তা ব্যবহার করলে আবার ওযূ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীদের মতে, আগুনে স্পর্শ করা জিনিসের ব্যবহার ও পানাহারে ওযূ করার প্রয়োজন নেই।

٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ ٱلْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ আগুনের তাপ দ্বারা পরিবর্তিত জিনিস ব্যবহারে ওযূর প্রয়োজন নেই

٨٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكَلَ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ،

فَأَكَلَ، ثُمَّ صَلَّى ٱلْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حسن صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٨٥›.

৮০। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোথাও যাবার উদ্দেশ্যে) বের হলেন। আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। তিনি এক আনসার মহিলার বাড়ীতে গেলেন। সে তাঁর জন্য একটি বকরী যাবাহ্ করল। তিনি তা খেলেন। অতঃপর সে তাঁর জন্য পাত্রে করে তাজা খেজুর আনলো। তিনি তা হতে খেলেন, অতঃপর যুহরের নামাযের ওযূ করলেন এবং নামায আদায় করলেন। মহিলাটি বকরীর অবশিষ্ট গোশত হতে কিছু গোশ্ত তাঁকে দিলেন। তিনি তা খেলেন এবং আসরের নামায আদায় করলেন, কিন্তু ওযূ করেননি।

–হাসান সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১৮৫)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্‌র সিদ্দীক, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু মাসঊদ, আবূ রাফি', উম্মুল হাকাম, 'আমর ইবনু উমাইয়া, উম্মু 'আমির, সুআইদ ইবনু নু'মান ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। কিন্তু সনদের বাছবিচারে তা সহীহ নয়, বরং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) যে হাদীসটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, সেটিই সহীহ। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে ইবনু 'আব্বাসের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে। সনদের দিক হতে এটা বেশি সহীহ। এ হাদীসটি 'আতা ইবনু ইয়াসার, ইকরিমা, মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু আতা, আলী ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনু 'আব্বাস আরো অনেকে ইবনু 'আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন। তারা আবূ বাক্‌রের কথা উল্লেখ করেননি। আর এটিই অধিক সহীহ্।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বেশিরভাগ সাহাবা, তাবিঈ ও তার পরবর্তী বিদ্বানগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। অর্থাৎ আগুনে রান্না করা জিনিস খেলে পুনরায় ওযূর দরকার নেই। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক। তাদের মতে, এ হাদীসটির মাধ্যমে পূর্ববর্তী হাদীসের কার্যকারীতা বাতিল হয়ে গেছে।

٦٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ উটের গোশত খেলে ওযূ নষ্ট হওয়া সম্পর্কে

٨١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ : «تَوَضَّأُوْا مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ : «لَاتَتَوَضَّأُوْا مِنْهَا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٩٤›.**

৮১। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উটের গোশত খেলে আবার ওযূ করতে হবে কি না এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন ঃ উটের গোশত খাওয়ার পর ওযূ কর। তাঁকে আবার বকরীর গোশত খেলে ওযূ করতে হবে কি না এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তিনি বললেন এতে (বকরীর গোশত খেলে) তোমরা ওযূ করো না। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ–** (৪৯৪)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু সামুরা ও উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাজ্জাজ ইবনু আরতাত তাঁর সনদ পরম্পরায় এ হাদীসটি উসাইদ ইবনু হুযাইর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনাকৃত হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি উবাইদাহ যাব্বী বর্ণনা করেছেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আলরাজী হতে তিনি 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে, তিনি জিল গুররাহ্ জুহানী হতে। আর হাম্মাদ ইবনু সালামা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ইবনু আরতাহ হতে। তিনি ভুলবশতঃ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি উসাইদ ইবনু হুদাইর হতে। সঠিক কথা হলো– 'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দিল্লাহ আলরাজী হতে তিনি 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে তিনি বারাআ ইবনু 'আযিব হতে বর্ণনা করেছেন।

ইসহাক বলেন, এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করা দু'টি সর্বাধিক সহীহ হাদীস রয়েছে। একটির রাবী বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) এবং অপরটির রাবী জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ)।

ইমাম ইসহাক ও আহমাদের মতে, উটের গোশত খেলে ওযূ করতে হবে কিন্তু কিছু তাবেয়ী' বিদ্বান, সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসী আলিমদের মতে ওযূ করতে হবে না।

٦١) بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ যৌনাংগ স্পর্শ করলে ওযূ থাকবে কিনা

٨٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلاَ يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٧٩›.**

৮২। বুসরা বিনতু সাফওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ওযূ করার পর) নিজের যৌনাংগ স্পর্শ করেছে, সে যেন আবার ওযূ না করা পর্যন্ত নামায না আদায় করে। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৪৭৯)।**

এ অনুচ্ছেদে উম্মু হাবীবা, আবূ আইউব, আবূ হুরাইরা, আরওয়া বিনতু উনাইস, 'আয়িশাহ্, জাবির, যাইদ ইবনু খালিদ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। তিনি আরো বলেন, আরো অনেকেই এভাবে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি বুসরা হতে বর্ণনা করেছেন।

٨٣. وَرَوَى أَبُو أُسَامَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .... نَحْوَهُ.

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ.... بِهٰذَا. **صحيح: انظر الذي قبله.**

৮৩। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে হিশাম, আবূ উসামা, আবুল যিনাদ ও অন্য রাবীগণ বুসরা হতে বর্ণনা করেছেন।–সহীহ্। দেখুন পূর্বোক্ত হাদীস।

٨٤. وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ..... نَحْوَهُ. **صحيح : انظر الذي قبله.**

৮৪। আবুল যিনাদ ওরওয়ার সূত্রে বুসরা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। –**সহীহ্। দেখুন পূর্বের হাদীস।**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী ও তাবিঈন এই মত দিয়েছেন যে, যৌনাংগ স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে। ইমাম আওযাঈ, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এ কথাই বলেছেন। মুহাম্মাদ (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অনুচ্ছেদে বুসরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হাদীসই বেশি সহীহ। আবূ যুর'আহ্ বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হাদীসটি বেশি সহীহ। এর সনদসূত্রটি এরূপ ঃ 'আলা ইবনু হারিস-মাকহূল হতে, তিনি আনবাসা ইবনু আবূ সুফিয়ান হতে, তিনি উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, আনবাসা ইবনু আবূ সুফিয়ান হতে মাকহূল কখনও কিছু অবগত হননি। মাকহুল এক ব্যক্তির সূত্রে আনবাসা হতে এটা ছাড়া অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (বুখারী) উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণনা করা হাদীসটি সহীহ মনে করেন না।

٦٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ যৌনাংগ স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হবে না

٨٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ – هُوَ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ

: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ، أَوْبِضْعَةٌ مِنْهُ؟!». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٨٣›.**

৮৫। কাইস ইবনু তালক্ব ইবনু 'আলী আল-হানাফী হতে তাঁর পিতার (তালকের) সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'এটা (যৌনাংগ) তার দেহের একটা অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়।' (অথবা রাবীর সন্দেহ) তিনি 'বুয্আহ' (টুকরা, অংশ) শব্দ বলেছেন। **সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৪৮৩)।**

এ অনুচ্ছেদে আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে, আবূ 'ঈসা বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী ও কিছু সংখ্যক তাবিঈ যৌনাংগ স্পর্শ করলে আবার ওযূ করা দরকার আছে বলে মনে করেন না। ইবনুল মুবারাক ও কূফাবাসীদের এটাই উপস্থাপিত মত।

এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি বেশি সহীহ। এ হাদীসটি অপর এক সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ সূত্রে দু'জন রাবী– 'মুহাম্মাদ ইবনু জাবির' ও 'আইউব ইবনু উতবা' সম্পর্কে কিছু হাদীস পারদর্শী ব্যক্তি বিভিন্ন কথা বলেছেন। অতএব মুলাযিম ইবনু 'আমরের বর্ণনাটিই বেশি সহীহ এবং উত্তম।

٦٣) بَابُ ما جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ চুমা দিলে ওযূ করতে হবে না

٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتَ؟! قَالَ : فَضَحِكَتْ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٠٢›.**

৮৬। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুমু খেলেন, অতঃপর নামায আদায় করতে গেলেন, কিন্তু তিনি (নতুন করে) ওযূ করেননি। উরওয়া বলেন, আমি বললাম, তা আপনি ('আয়িশাহ্) ছাড়া আর কেউ নয়। এতে তিনি হেসে দিলেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫০২)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ একইভাবে একাধিক সাহাবা ও তাবিঈ এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কূফাবাসীগণ (ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) বলেন, চুমু দিলে ওযূ নষ্ট হয় না। মালিক ইবনু আনাস, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে চুমু দিলে ওযূ নষ্ট হয়। এটা একাধিক ফিক্হবিদ সাহাবা ও তাবিঈর মত। তিরমিযী বলেন, আমাদের সাথীরা এ প্রসঙ্গে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি বাদ দিয়েছেন। কেননা সনদের দিক হতে হাদীসটি সহীহ নয়। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এ হাদীস বিশ্বাস যোগ্য নয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলও (বুখারী) এ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। কেননা হাবীব ইবনু আবূ সাবিত উরওয়ার নিকট হতে কিছুই শুনেননি। ইবরাহীম তাইমী হতেও 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চুমু খেলেন কিন্তু ওযূ করলেন না।" এ বর্ণনাটিও সহীহ নয়, কেননা ইবরাহীম তাইমী 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট হতে কিছু শুনার সুযোগ পেয়েছেন বলে আমাদের কোন তথ্য জানা নেই।

মোটকথা, এ অনুচ্ছেদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ বমি করলে বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে ওযূ নষ্ট হওয়া সম্পর্কে

৮৭. حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ- وَهُوَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِيُّ الْكُوْفِيُّ، وإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ- قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنَا، وَقَالَ

إِسْحَاقُ : أَخْبَرنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ : حَدَّثَنِي أَبِيْ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ، فَتَوَضَّأَ. فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِيْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَذَكَرتُ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ : صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ. **صحيح : «الإرواء» ‹١١١›.**

৮৭। আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বমি করলেন, ফলে তিনি ইফতার করলেন। অতঃপর ওযূ করলেন। মাদান বলেন, আমি দামিশকের মাসজিদে সাওবান (রাঃ)-এর সাথে দেখা করে তাঁকে এ কথা বললাম। তিনি বললেন, আবূ দারদা (রাঃ) ঠিকই বলেছেন, এ সময় আমি তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযূর পানি ঢেলেছিলাম। –সহীহ্। ইরওয়া– (১১১)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈর মতে বমি করলে বা নাক দিয়ে খুন বের হলে ওযূ নষ্ট হবে এবং নতুন করে ওযূ করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাক এ মত পোষণ করেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বমি হলে অথবা নাক দিয়ে খুন বের হলে পুনরায় ওযূ করতে হবে না। ইমাম মালিক ও শাফিঈ এ মত দিয়েছেন।

হুসাইন আল-মু'আল্লিম এ হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে হুসাইনের হাদীসটি অধিকতর সহীহ। অপর একটি সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসটি মা'মার ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবী কাসীর হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি ভুল করে বলেছেন, ইয়া'ঈশ ইবনুল ওয়ালীদ খালিদ ইবনু মা'দান হতে তিনি আবুদ দারদা হতে। তিনি এতে আওযাঈর উল্লেখ করেননি। আর তিনি বলেছেন, খালিদ ইবনু মা'দান। প্রকৃতপক্ষে তিনি হলেন, মা'দান ইবনু আবী ত্বালহা।

٦٦) بَابُ فِي الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ দুধ পান করে কুলি করা

٨٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ، وَقَالَ : «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٩٨›.**

৮৯। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করে পানি আনতে বললেন, অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন ঃ দুধে তৈলাক্ত পদার্থ (চর্বি) আছে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৪৯৮)।

এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনু সা'দ ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। কেউ কেউ দুধ পান করার পর কুলি করা মুস্তাহাব মনে করেন, আমাদের অভিমতও তাই। আবার কেউ কুলি করা দরকার মনে করেন না।

٦٧) بَابُ فِي كَرَاهَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ বিনা ওযূতে সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ

٩٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. **حسن صحيح : «الإرواء» ‹٥٤›، «صحيح أبي داود» ‹١٢و١٣› م.**

৯০। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল, তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। তিনি তার সালামের জবাব দেননি। –হাসান সহীহ্। ইরওয়া– (৫৪), সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২-১৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। আমাদের মতে, মলত্যাগ বা পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া মাকরূহ। কিছু বিশেষজ্ঞ এ হাদীসের তাৎপর্য এটাই বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীসটি সর্বাধিক হাসান। মুহাজির ইবনু কুনফুয, 'আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা, আলক্বামা ইবনু ফাগওয়া, জাবির ও বারাআ (রাঃ) হতেও এ অনুচ্ছেদে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُؤْرِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে

٩١. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ- أَوْ أُخْرَاهُنَّ- بِالتُّرَابِ، وَإِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ، غُسِلَ مَرَّةً». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٦٤-٦٦› م نحوه، دون ولوغ الهرة.**

৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুতে হবে, প্রথম অথবা শেষবার মাটি দ্বারা ঘষতে হবে। বিড়াল যদি তাতে মুখ দেয় তবে একবার ধোয়াই যথেষ্ট। –সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৬৪-৬৬), মুসলিম অনুরূপ; কিন্তু তাতে বিড়ালের উল্লেখ নেই।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাতে এ বর্ণনাটুকু নেই ঃ "বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে একবার ধুতে হবে।"

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীস রয়েছে।

٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট (ঝুটা) সম্পর্কে

٩٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ- وَكَانَتْ عِنْدَ اِبْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ : أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا، قَالَتْ : فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا، قَالَتْ : فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءُ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ : أَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ أَخِيْ؟! فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ- أَوِ الطَّوَّافَاتِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٣٦٧›.**

৯২। কাবশা বিনতু কা'ব ইবনি মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি আবূ কাতাদা (রাঃ)-এর পুত্রবধূ ছিলেন। আবূ কাতাদা (শ্বশুর) তাঁর নিকট এলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি ঢাললাম। তিনি

বলেন ঃ একটি বিড়াল এসে তা পান করতে লাগল। তিনি পাত্রটি কাত করে ধরলেন আর বিড়ালটি পানি পান করতে থাকল। কাবশা বলেন, তিনি (শ্বশুর) দেখলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, হে ভাইঝি! তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বিড়াল অপবিত্র নয়। এটা তোমাদের আশেপাশে বিচরণকারী অথবা বিচরণকারিণী।"

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৩৬৭)।

কেউ কেউ মালিক হতে বর্ণনা করেছেন যে, কাবশা কাতাদার স্ত্রী ছিলেন। সঠিক হলো কাতাদার ছেলের স্ত্রী ছিলেন।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা, তাবিঈন ও পরবর্তীদের মতে, বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয়। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ মত দিয়েছেন। এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি অধিকতর হাসান। ইমাম মালিকের তুলনায় আরোও উত্তম সনদে আর কেউ এ হাদীসটি বর্ণনা করতে পারেননি।

٧٠) بَابُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ মোজার উপর মাসিহ করা

٩٣. حَدَّثَنَا هَنَّادُ : حَدَّثَنَا وَكِيْعُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : بَالَ جَرِيْرُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيْلَ لَهُ : أَتَفْعَلُ هٰذَا ؟! قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيْثُ جَرِيْرٍ، لِأَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ. هٰذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيْمَ- يَعْنِي : كَانَ يُعْجِبُهُمْ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٤٣›.**

৯৩। হাম্মাম ইবনুল হারিস (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) পেশাব করলেন, অতঃপর ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মাসিহ করলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি এরূপ করছেন? তিনি বললেন, কোন জিনিস আমাকে বাধা দিবে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। হাম্মাম বলেন, জারীরের এ হাদীস সবারই ভাল লাগত। কেননা তিনি সূরা মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমান হয়েছেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৪৩)।**

এ অনুচ্ছেদে উমার, আলী, হুযাইফা, মুগীরা, বিলাল, সা'দ, আবূ আইউব, সালমান, বুরাইদা, আমর ইবনু উমাইয়া, আনাস, সাহল ইবনু সা'দ, ইয়া'লা ইবনু মুররা, উবাদা ইবনুস সামিত, উসামা ইবনু শারীক, আবূ উমামা, জাবির এবং উসামা ইবনু যাইদ, ইবনু উবাদাহ বা ইবনু উমারাহ বা উবাই ইবনু উমারাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٩٤. وَيُرْوَى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ؟! فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ : أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ فَقَالَ : مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ. **صحيح : «الإرواء» ‹١/١٣٧›.**

৯৪। শাহার ইবনু হাওশাব হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি জারীর ইবনু আবদুল্লাহকে ওযূ করতে এবং মোজার উপর মাসিহ করতে দেখলাম। আমি এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে এবং মোজার উপর মাসিহ করতে দেখেছি। আমি (শাহর) তাঁকে (জারীরকে) প্রশ্ন করলাম, সেটা কি সূরা মাইদা অবতীর্ণ হওয়ার আগে না পরে? তিনি বললেন, আমি তো সূরা মাইদা অবতীর্ণ হওয়ার পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। **–সহীহ্। ইরওয়া– (১/১৩৭)।**

এ হাদীসটি কুতাইবা বর্ণনা করেছেন খালিদ ইবনু যিয়াদ আত্-তিরমিযী হতে তিনি মুক্বাতিল হতে তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে তিনি জারীর হতে। আর বাক্বিয়্যাহ্ বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনু আদহাম হতে তিনি মুক্বাতিল ইবনু হাইয়্যান হতে। তিনি শাহর ইবনু হাওশাব হতে তিনি জারীর হতে। এ হাদীস কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করছে। কেননা একদল লোক মোজার উপর মাসিহ করা অসঙ্গত মনে করেন। তারা এ ব্যাখ্যায় বলেন, সূরা মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার উপর মাসিহ করেছিলেন। অথচ হাদীসের রাবী জারীর (রাঃ) উল্লেখ করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পরই মোজার উপর মাসিহ করতে দেখেছেন (তাই এ হাদীস যেন ওযূ সম্পর্কিত আয়াতের ব্যাখ্যা)।

٧١) بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ মুসাফির ও মুকীম ব্যক্তির মোজার উপর মাসাহ করা

٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ : «لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ». **صحيح: «ابن ماجه» ‹٥٥٣›.**

৯৫। খুযাইমাহ্ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ "মুসাফিরের জন্য তিন (দিন) এবং মুকীমের জন্য এক (দিন)"। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৫৩)।

ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উপরোক্ত হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ আব্দুল্লাহ আল-জাদালী'র নাম 'আবদ ইবনু 'আবদ, এও বলা হয়েছে যে, তার নাম 'আব্দুর রহ্মান ইবনু 'আবদ। এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আলী, আবূ বাকার, আবূ হুরাইরা, সাফওয়ান ইবনু 'আসসাল, আওফ ইবনু মালিক, ইবনু উমার ও জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٩٦. حَدَّثَنَا هَنَّادُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ : كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كُنَّا سَفْرًا، أَنْ لَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيَهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ، **حسن : «ابن ماجه» ‹٤٧٨›.**

৯৬। সাফওয়ান ইবনু 'আসসাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা যখন সফরে থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন নাপাকির গোসল ছাড়া তিন দিন তিন রাত আমাদের মোজা না খুলি; এমনকি মলত্যাগ-পেশাব ও ঘুম হতে ওঠার পর ওযূ করার সময়ও (মোজা না খুলি)।

–হাসান। ইবনু মাজাহ– (৪৭৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকাম ইবনু 'উতাইবা ও হাম্মাদ-ইবরাহীম নাখঈর সূত্রে, তিনি আবূ আবদুল্লাহ আল-জাদালীর সূত্রে, তিনি খুযাইমার সূত্রে মোজার উপর মাসিহ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। 'আলী ইবনু মাদীনী বলেন, ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেছেন, শু'বা বলেছেন, আবূ আবদুল্লাহ আল-জাদালীর নিকট হতে ইবরাহীম নাখাঈ মাসিহ সম্পর্কিত হাদীস শুনেননি। যায়িদাহ মানসূর হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা ইবরাহীম তাইমীর ঘরে বসা ছিলাম। ইবরাহীম নাখাঈও আমাদের সাথে

ছিলেন। তখন ইবরাহীম তাইমী আমাদের নিকট 'আমর ইবনু মাইমূনের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ্ আল-জাদালীর সূত্রে, তিনি খুযাইমা ইবনু সাবিতের সূত্রে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে 'মোজার উপর মাসিহ' সম্পর্কিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (ইমাম বুখারী) বলেন, এ অনুচ্ছেদে সাফওয়ান ইবনু 'আসসাল আল-মুরাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি বেশি উত্তম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বিশেষজ্ঞ সাহাবা, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের ফিক্হবিদ যেমন সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মতে মুসাফির ব্যক্তি তিন দিন তিন রাত এবং মুক্বীম ব্যক্তি এক দিন এক রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসিহ্ করতে পারবে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কিছু বিদ্বান যেমন মালিক ইবনু আনাস মোজার উপর মাসিহ্ করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করেননি। কিন্তু সময়সীমা নির্ধারিত করাটাই বেশি সহীহ। এই হাদীসটি সাফওয়ান ইবনু 'আস্সাল হতে আসিম ব্যতীত অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ মোজার বাহিরের দিক মাসাহ্ করা

٩٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا. **حسن صحيح : «المشكاة» ‹٥٢٢›، «صحيح أبي داود» ‹١٥١-١٥٢›.**

৯৮। মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মোজা দুটির উপরিভাগ মাসাহ করতে দেখেছি।

হাসান সহীহ্। মিশকাত– (৫২২), **সহীহ্ আবূ দাঊদ**– (১৫১-১৫২)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ মুগীরার বর্ণনা করা হাদীসটি হাসান। এই হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনু আবী জিনাদ হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা জিনাদ হতে তিনি উরওয়াহ হতে তিনি মুগীরা হতে বর্ণনা করেছেন। আবূ জিনাদ ব্যতীত অন্য কেউ উরওয়ার সূত্রে মুগীরা হতে মুজার উপর মাসিহ করার কথা উল্লেখ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আর এটাই (মুজার উপরিভাগ মাসিহ করা) অনেক বিদ্বানের অভিমত। সুফিয়ান সাওরী ও আহমাদ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। মুহাম্মাদ বলেন, মালিক এ হাদীসের রাবী আবদুর রহমান ইবনু আবূ যিনাদের দিকে ইঙ্গিত করতেন (দুর্বল বলতেন)।

٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ জাওরাব ও জুতার উপর মাসাহ্ করা

৯৯. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. **صحيح : «ابن ماجه» (٥٥٩).**

৯৯। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন এবং জাওরাব ও জুতার উপর মাসাহ করলেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৫৯)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। একাধিক বিশেষজ্ঞ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, জাওরাবের উপর মাসিহ করা যাবে, তার সাথে জুতা না পরা হলেও। এটা যখন মোটা বস্ত্রের হবে। এ অনুচ্ছেদে আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি সালিহ্ ইবনু মুহাম্মাদ আত্-তিরমিযীর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবূ মুকাতিল সামার কান্দীকে বলতে শুনেছি, আমি ইমাম আবূ হানীফার নিকট ঐ অসুখের সময় উপস্থিত হলাম যে অসুখে তিনি ইনতিকাল করেছেন। তিনি পানি আনতে বললেন, অতঃপর ওযূ করলেন তার পায়ে জাওরাবা ছিল, তিনি তার উপর মাসাহ করলেন আর বললেন, আজ আমি এমন একটি কাজ করলাম, যা আমি পূর্বে করিনি। আমি জাওরাবার উপর মাসাহ করেছি অথচ তার সাথে জুতা ছিল না।

٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ পাগড়ীর উপর মাসাহ করা

١٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٣٧-١٣٨› م.

১০০। মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন এবং মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করলেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১৩৭-১৩৮), মুসলিম।

বাক্‌র বলেন, আমি এ হাদীসটি ইবনু মুগীরার নিকট শুনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার অন্য এক স্থানে এ হাদীসে বলেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ীর উপর মাসাহ করলেন।

এ হাদীসটি মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ)-এর নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু রাবী বর্ণনা করেছেন, "তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন।" আর কিছু রাবী শুধু পাগড়ীর কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মাথার সম্মুখ ভাগের কথা উল্লেখ করেননি।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি আহমাদ ইবনু হাসানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আহ্‌মাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) বলেছেন, আমি স্বচক্ষে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তানের মত ভালো লোক দেখিনি। এ অনুচ্ছেদে 'আমর ইবনু উমাইয়া, সালমান, সাওবান ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, মুগীরার হাদীসটি হাসান সহীহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী যেমন, আবূ বাক্‌র, উমার ও আনাস (রাঃ) পাগড়ীর উপর মাসাহ করার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। ইমাম আওযাঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈগণ বলেছেন, শুধু পাগড়ীর উপর মাসাহ করা যাবে না, এর সাথে মাথাও মাসাহ করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ এ মত ব্যক্ত করেছেন। আবূ ঈসা বলেন ঃ আমি জারূদ ইবনু মু'আযকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন ঃ আমি ওয়াকী' ইবনুল জাররাহকে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যদি শুধু পাগড়ীর উপর মাসাহ করে তবে তার জন্য তাই যথেষ্ট হবে সাহাবা হতে বর্ণিত আমারের কারণে

١٠١ . حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى- عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ : عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ. صحيح: «ابن ماجه» <٥٦١>.

১০১। বিলাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজা এবং পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ্ (৫৬১)।

١٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ - هُوَالْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ : اَلسُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي! قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ؟ فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعْرَ الْمَاءَ. **صحيح الإسناد.**

১০২। আবূ উবাইদা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্মার ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! এটা সুন্নাত। আমি আবার তাঁকে পাগড়ীর উপর মাসাহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, (মাথার) চুল পানি স্পর্শ করাও।

–সনদ সহীহ্।

٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ নাপাকির গোসল

١٠٣. حَدَّثَنَا هَنَادٌ: قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ، قَالَتْ : وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلى يَمِيْنِهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَأَفَاضَ عَلىٰ فَرْجِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ- أَوِ الْأَرْضَ-، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ

وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٧٣› ق.**

১০৩। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে তিনি তাঁর খালা মাইমূনা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি সহবাসজনিত নাপাকির গোসল করলেন। তিনি বাঁ হাত দিয়ে পানির পাত্র ডান হাতের উপর কাত করলেন, উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, অতঃপর পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি তুলে লজ্জাস্থানে দিলেন, অতঃপর দেয়ালে অথবা মাটিতে হাত ঘষলেন, অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢাললেন। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢাললেন। অতঃপর (গোসলের) জায়গা থেকে সরে গিয়ে পা দুটো ধুলেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৭৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামাহ্, জাবির, আবূ সা'ঈদ, জুবাইর ইবনু মুত'ইম ও আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

١٠٤. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَحْثِي عَلَى رَأسِهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ. **صحيح : «الإرواء» ‹١٣٢› ق.**

১০৪। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাকির জন্য গোসল করতে ইচ্ছা

করতেন, তখন পানির পাত্রে হাত দেয়ার আগে উভয় হাত ধোয়ার মাধ্যমে গোসল শুরু করতেন। অতঃপর তিনি লজ্জাস্থান ধুতেন এবং নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। অতঃপর চুলের ভেতরে পানি পৌঁছাতেন এবং মাথায় তিন আঁজলা পানি ঢালতেন।

–সহীহ্। ইরওয়া– (১৩২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। বিদ্বানগণ নাপাকির গোসলের এ পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। প্রথমে নামাযের ওযূর মত ওযূ করবে, অতঃপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করবে, অতঃপর উভয় পা ধুবে। 'আলিমগণ এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, নাপাক ব্যক্তি ওযূ না করেই যদি পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে তাহলে তার গোসল হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত দিয়েছেন।

٧٧) بَابُ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ গোসলের সময় নারীরা চুলের বাঁধন খুলবে কি?

١٠٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْثِينَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ - أَوْ قَالَ : فَإِذَا أَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ-». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٠٣›** م.

১০৫। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুলে শক্ত বেনী বাঁধি। আমি কি নাপাকি গোসল করার সময় তা খুলে দেব? তিনি বললেন ঃ না, তুমি তোমার মাথায় তিন আঁজল পানি ঢাল, তারপর তোমার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত কর এবং এভাবে পবিত্র হও। অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বললেন ঃ এভাবে তুমি নিজেকে পবিত্র করলে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬০৩), মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। বিশেষজ্ঞ ‘আলিমদের মতে মহিলাদের নাপাকির গোসলের সময় চুলের বেণী খোলার প্রয়োজন নেই, সম্পূর্ণ মাথায় পানি প্রবাহিত করাই যথেষ্ট।

٧٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ গোসলের পর ওযূ করা

١٠٧. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٧٩›.

১০৭। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করার পর ওযূ করতেন না।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৭৯)।

আবূ ‘ঈসা বলেন, এটি হাসান সহীহ হাদীস। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা এবং তাবিঈদের এটাই মত যে, গোসলের পর ওযূ করার দরকার নেই।

٨٠) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ ॥ পুরুষের লজ্জাস্থান ও স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্রে মিলিত হলে গোসল করা ওয়াজিব

١٠٨. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْنَا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٠٨› م.**

১০৮। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, পুরুষাংগের খাতনার স্থান স্ত্রীর (যৌনাংগের) খাতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আমি (‘আয়িশাহ্) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছি, অতঃপর আমরা গোসল করেছি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬০৮), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরাহ্, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ও রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে।

١٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، وَجَبَ الْغُسْلُ». **صحيح بما قبله : «الإرواء» ‹١/١٢١›.**

১০৯। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক লজ্জাস্থান অপর লজ্জাস্থানে প্রবেশ করলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়।

–সহীহ্। পূর্বের হাদীসের কারণে, ইরওয়া– (১/১২১)।

আবূ 'ঈসা বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি তাঁর নিকট হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক খাতনার স্থান অন্য খাতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল ওয়াজিব হবে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা যেমন, আবূ বাকার, উমার, উসমান, আলী ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) এবং তাদের পরবর্তী কালের ফিক্হবিদ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, (স্বামী-স্ত্রী উভয়ের) দুই যৌনাংগ একত্রে মিলে গেলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

٨١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ বীর্যপাতের ফলে গোসল ওয়াজিব হয়

١١٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ. ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٠٩›.**

১১০। উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি **বলেন**, "বীর্যপাতের ফলেই গোসল ওয়াজিব হয়" এ অনুমতি ইসলামের **প্রথম** যুগে ছিল, অতঃপর তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

–সহীহ্। **ইবনু মাজাহ**– (৬০৯)।

١١١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ..... بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ. **قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.**

১১১। ইমাম যুহ্রী (রাহঃ) হতে এই সূত্রে উপরের হাদীসের মত হাদীস বর্ণনা হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। 'বীর্যপাত হলেই শুধু গোসল ফরয হয়' এ সুযোগ ইসলামের প্রথম দিকে ছিল, অতঃপর তা রহিত করা হয়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন উবাই ইবনু কা'ব ও রাফি ইবনু খাদীজ (রাঃ)। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের এটাই অভিমত যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হলেই উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও বীর্যপাত না হয়।

١١٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الاِحْتِلَامِ. **صحيح دون قوله : «في الاحتلام»، وهو ضعيف الإسناد موقوف.**

১১২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "বীর্যপাত হলেই গোসল ওয়াজিব" এই হুকুম ইহতিলামের (স্বপ্নদোষের) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **ইহতিলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই অংশটুকুর সনদ দুর্বল। আর সেটা মাওকূফ।** হাদীসের বাকী অংশ সহীহ্। ইবনু মাজাহ- (৬০৬-৬০৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন, আমি জারূদকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি (জারূদ) ওয়াকী'কে বলতে শুনেছি, আমি শুধু শারীকের নিকট এ হাদীসটি পেয়েছি। আবুল জাহ্হাফের নাম দাঊদ ইবনু আবূ 'আওফ। সুফইয়ান সাওরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি একজন অতিপরিচিত বিশ্বস্ত লোক ছিলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٠٦-٦٠٧›.**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে উসমান ইবনু আফফান, আলী ইবনু আবী তালিব, যুবাইর, তালহা, আবূ আইউব ও আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ 'বীর্যপাতের ফলেই গোসল ওয়াজিব হয়।' -সহীহ্। ইবনু মাজাহ (৬০৬-৬০৭)

٨٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلاً وَلا يَذْكُرُ احْتِلَامًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ যে ব্যক্তি ঘুম হতে জেগে (কাপড় বা বিছানা) ভিজা দেখতে পেল অথচ তার স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ হচ্ছে না

١١٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ- هُوَ الْعُمَرِيُّ-، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ، وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا؟ قَالَ : «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً؟ قَالَ : «لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ- تَرَى ذٰلِكَ- غُسْلٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٢٣٤›.**

১১৩। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, সে ঘুম হতে জেগে ভিজা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে করতে পারছে না। তিনি বললেন, সে গোসল করবে। অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু বীর্যপাতের কোন আলামাত দেখতে পাচ্ছে না। তিনি বললেন ঃ "তাকে গোসল করতে হবে না।" উম্মু সালামা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন স্ত্রীলোক যদি এমনটি দেখতে পায় (স্বপ্নদোষ হয়) তবে তাকে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদেরই অংশ।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (২৩৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার-উবাইদুল্লাহ ইবনু উমারের সূত্রে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটির অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নদোষের কথা উল্লেখ করেননি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ এ হাদীসের এক রাবী আবদুল্লাহকে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈদের মতে কোন ব্যক্তি ঘুম হতে উঠে ভিজা দেখতে পেলে তাকে গোসল করতে হবে। এটা সুফিয়ান সাওরী এবং আহমাদেরও অভিমত। কিছু বিশেষজ্ঞ তাবিঈ বলেছেন, বীর্যপাতের ফলে যদি কাপড় ভিজে থাকে তবে গোসল করতে হবে। এটা ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের মত। স্বপ্নদোষ হয়েছে কিন্তু বীর্যপাত হয়নি, এ অবস্থায় সকল ইমামের মতে গোসল করার দরকার নেই।

٨٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ বীর্য এবং বীর্যরস (মযী)

١١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ. (ح) قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ؟ فَقَالَ: «مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٠٤›**

১১৪। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বীর্যরস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বলেন ঃ "বীর্যরস বের হলে ওযূ করতে হবে এবং বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে"। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫০৪)।**

এ অনুচ্ছেদে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'বীর্যরসে ওযূ এবং বীর্যপাতে গোসল' রাসূলুল্লাহ নাবী 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি আলী (রাঃ)-এর নিকট হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈদের এই মত। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এই অভিমতই দিয়েছেন।

٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪ ॥ কাপড়ে বীর্যরস লেগে গেলে কি করতে হবে

١١٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ- هُوَ ابْنُ السَّبَّاقِ-، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ : كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ : «إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ»، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ : «يَكْفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ، حَيْثُ تَرٰى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ». حسن : «ابن ماجه» ‹٥٠٦›.

১১৫। সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বীর্যরস বের হওয়ার কারণে আমি কঠিন অবস্থার মধ্যে ছিলাম। কেননা এ কারণে আমাকে প্রায়ই গোসল করতে হত। আমি ব্যাপারটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বর্ণনা করলাম এবং তার বিধান জানতে চাইলাম। তিনি বললেন ঃ "এটা বের হলে তোমার জন্য ওযূই যথেষ্ট।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তা যদি আমার কাপড়ে লেগে যায়, তবে কি করব? তিনি বললেন ঃ "এক আঁজলা পানি তোমার কাপড়ের যে অংশে বীর্যরস দেখতে পাও সেখানে ছিটিয়ে দাও, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।" –হাসান। ইবনু মাজাহ– (৫০৬)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। মযীর ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের এই হাদীসের মত অন্য কোন হাদীস আমাদের জানা নেই। কাপড়ে বীর্যরস লেগে গেলে এর হুকুম সম্পর্কে 'আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের মতে কাপড় ধুতে হবে। কেউ কেউ বলেন, মযী লাগার জায়গায় পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট। ইমাম আহমাদ বলেন, আমার মতে পানি ছিটিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট।

٨٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে

١١٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ : ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فِيهَا، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا، وَبِهَا أَثَرُ الْاِحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟! إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِأَصَابِعِي. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٣٨› م.**

১১৬। হাম্মাম ইবনুল হারিস (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর বাড়িতে একজন মেহমান এল, তিনি তার জন্য হলুদ রংয়ের একটি চাদর বিছিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। সে তাতে শুয়ে গেল। (ঘুমের মধ্যে) তার স্বপ্নদোষ হল। সে চাদরটি এ অবস্থায় ফেরত দিতে লজ্জাবোধ করল। তাই সে তা পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিল। অতঃপর 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট তা পাঠিয়ে দিল। তিনি বললেন, সে আমাদের কাপড়টি খারাপ করে দিল কেন? আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে বীর্য তুলে ফেলাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। কখনো কখনো আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় হতে আঙ্গুল দিয়ে শুক্র খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলতাম। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৩৮), মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। অনেক সাহাবা তাবেঈ এবং একাধিক ফকীহ যেমন সুফিয়ান সাওরী, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, যদি কাপড়ে বীর্য লেগে যায় তবে তা খুঁটে খুঁটে তুলে ফেলাই যথেষ্ট, যদিও তা ধোয়া না হয়। মানসূর হতে তিনি ইবরহীম হতে, তিনি হাম্মাম ইবনুল হারিস হতে তিনি 'আয়িশাহ্ হতে, আ'মাশের মতই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ মা'শার এই হাদীসটি ইবরহীম হতে, তিনি আসওয়াদ হতে তিনি 'আয়িশাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। তবে আ'মাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সবচাইতে সহীহ।

٨٦) بَابُ غُسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৬ ॥ কাপড় হতে বীর্য ধোয়া

١١٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٣٦› ق.**

১১৭। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় হতে বীর্য ধুয়ে ফেলেছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৩৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসটির বিরোধী নয়। যদিও খুঁটে খুঁটে বীর্য তুলে ফেললেই যথেষ্ট তবুও কোন ব্যক্তির কাপড়ে এর দাগ না থাকাই ভালো। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বীর্য হচ্ছে নাকের কফের মত। তোমার কাপড় হতে তা দূর করে ফেল, এমনকি ইযখির ঘাস দিয়ে হলেও।

٨٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৭ ॥ গোসল না করে নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে যাওয়া

١١٨. حَدَّثَنَا هَنَّادُ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلاَ يَمَسُّ مَاءً. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٨١›.**

১১৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো নাপাক অবস্থায় ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি পানি স্পর্শও করতেন না। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৮১)।**

١١٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ.... نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهٰذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَغَيْرِهِ.

১১৯। ওয়াকী সুফিয়ানের বরাতে আবূ ইসহাকের সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ সা‘ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব প্রমুখের এই মত। আসওয়াদের সূত্রে ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমের পূর্বে ওযূ করতেন। আসওয়াদের সূত্রে বর্ণিত আবূ ইসহাকের হাদীস হতে এই হাদীসটি অধিক সহীহ্। আবূ ইসহাক হতে এই হাদীসটি শু‘বা, সাওরী আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। তারা মনে করেন আবূ ইসহাক এ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয়েছেন।

٨٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ ॥ নাপাক ব্যক্তির ঘুমের পূর্বে ওযূ করা

١٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ : «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ». **صحيح : «ابن ماجه» (٥٨٥) ق.**

১২০। ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের কেউ কি নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তবে ওযূ করে নেবে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৮৫), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ‘আম্মার, ‘আয়িশাহ্, জাবির, আবূ সা‘ঈদ ও উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘উমার

(রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি সর্বাধিক উত্তম ও অধিকতর সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা এবং তাবিঈ যেমন, সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ ও ইসহাক বলেন, নাপাক ব্যক্তি যদি ঘুমাতে চায় তবে ঘুমানোর আগে ওযূ করে নিবে।

٨٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ নাপাক ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা (হাতে হাত মিলানো)

١٢١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ : فَانْبَجَسْتُ- أَيْ : فَانْخَنَسْتُ-، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ : «أَيْنَ كُنْتَ - أَوْ أَيْنَ ذَهَبْتَ؟!»، قُلْتُ : إِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا، قَالَ : «إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ».

صحيح: «ابن ماجه» <٥٣٤> ق.

১২১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন। তখন তিনি (আবূ হুরাইরা) নাপাক ছিলেন। তিনি (আবূ হুরাইরা) বলেন, আমি চুপচাপ সরে গেলাম এবং গোসল করে তাঁর নিকট এলাম। তিনি বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে, অথবা কোথায় গিয়েছিলে? আমি বললাম, আমি নাপাক ছিলাম। তিনি বললেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি কখনও নাপাক হয় না"।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৩৪), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে হুযাইফা ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। 'ইন খানাসতু' শব্দের অর্থ হলো, আমি তার নিকট থেকে দূরে সরে গেলাম। বিদ্বানগণ নাপাক অবস্থায় পরস্পরকে মুসাফাহা করার অনুমতি দিয়েছেন। তাদের মতে, নাপাক ব্যক্তির ঘাম এবং ঋতুবতী মহিলার ঘামের মধ্যে কোন অপবিত্রতা (নাপাক) নেই।

٩٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০ ॥ পুরুষদের মত স্ত্রীলোকদেরও যখন স্বপ্নদোষ হয়

١٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بْنتُ مِلْحَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ- تَعْنِي : غُسْلاً-، إِذَا هِيَ رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قَالَ : «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ، فَلْتَغْتَسِلْ». قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قُلْتُ لَهَا : فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ!

صحيح : «ابن ماجه» (٦٠٠) ق.

১২২। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মিলহান কন্যা উম্মু সুলাইম (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হক কথা বলতে আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জাবোধ করেন না। অতএব কোন নারীর পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হলে কি তাকে গোসল করতে হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন সে পানির (বীর্যপাতের) চিহ্ন দেখতে পায় তখন যেন গোসল করে নেয়। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, হে উম্মু সুলাইম! আপনি তো নারীদের অপমান করলেন।–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬০০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ফিক্হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, কোন স্ত্রীলোকের পুরুষের মত স্বপ্নদোষ হলে এবং বীর্যপাত হলে তাকে গোসল করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী এবং শাফিঈও একথা বলেছেন। এ অনুচ্ছেদে উম্মু সুলাইম, খাওলা, 'আয়িশাহ্ ও আনাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২ ॥ নাপাক ব্যক্তি পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে

١٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ». وقال محمود في حديثه : «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم». **صحيح : «المشكاة» ‹٥٣٠›، «صحيح أبي داود» ‹٣٥٧›، «الإرواء» ‹١٥٣›.**

১২৪। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রতাকারী, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। যখন সে পানি পাবে তখন নিজের শরীরে যেন পানি পৌঁছায় (গোসল করে)। এটাই (তার জন্য) উত্তম। মাহমূদ তার বর্ণিত হাদীসে এরূপ উল্লেখ করেছেন ঃ পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য ওযূ গোসলের (বিকল্প) উপকরণ।
সহীহ্। মিশকাত– (৫৩০), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৩৫৭), ইরওয়া– (১৫৩)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ও 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ খালিদ আলহাজ্জা হতে এই হাদীসটি আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন এই হাদীসটি আইয়ূব আবূ কিলাবা হতে তিনি বনু-আমির গোত্রের এক ব্যক্তি হতে তিনি আবূ যার হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হাসান। জামহুর ফুকাহাদের এটাই মত যে, নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলা (ঋতুশেষে) পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি না পেলে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাপাক ব্যক্তির জন্য পানি না পেলেও তায়াম্মুম জায়িয মনে

করেন না। বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর এ অভিমত পরবর্তী কালে প্রত্যাহার করেছেন বলেও উল্লেখ আছে। অতঃপর তিনি বলেছেন, পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নেবে। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, মালিক, আহমাদ ও ইসহাক এ মতেরই সমর্থক।

٩٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩ ॥ ইস্তিহাযা (রক্তপ্রদর)

١٢٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ : «لاَ، إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي». قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ : وَقَالَ : «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ». **صحيح: «ابن ماجه» ‹٦٢١› ق.**

১২৫। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ হুবাইশের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি একজন ইস্তিহাযার রোগিণী, কখনও পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দেব? তিনি বললেন ঃ “না, এটা একটা শিরার রক্ত, হায়িয নয়। যখন তোমার হায়িয শুরু হবে, নামায ছেড়ে দেবে। যখন হায়িযের সময়সীমা শেষ হবে, তোমার শরীর হতে রক্ত ধুয়ে ফেলবে (গোসল করে নেবে) এবং নামায আদায় করবে।” আবূ মুআবিয়া তাঁর বর্ণিত হাদীসে বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, (হায়িযের মুদ্দাত শেষ হওয়ার পর) প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ কর (নামায আদায় কর), যতক্ষণ পরবর্তী (হায়িযের) সময় না আসে। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬২১), বুখারী ও মুসলিম

এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর এই হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাবিঈনের এই মত। সুফিয়ান সাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ বলেন, ইস্তিহাযার রোগিণী হায়িযের সময়সীমা পার হলে গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য (নতুন করে) ওযূ করবে।

٩٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪ ॥ ইস্তিহাযার রোগিণী প্রতি ওয়াক্তে ওযূ করবে

١٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَتَصُوْمُ، وَتُصَلِّي». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٢٥›.**

১২৬। 'আদী ইবনু সাবিত (রাহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিহাযার রোগিণী সম্পর্কে বলেন ঃ ইতোপূর্বে সে যে কয়দিন ঋতুবতী থাকতো ততদিন নামায ছেড়ে দেবে; অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় নতুন করে ওযূ করবে এবং রোযা রাখবে ও নামায আদায় করবে। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬২৫)।**

١٢٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ.... نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهِ شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ.

১২৭। 'আলী ইবনু হুজ্‌র হতেও শুরাইক এর সূত্রে উপরের হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসের রাবী শারীক একাই আবূ ইয়াকযানের নিকট হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে এই হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি 'আদীর দাদার নাম বলতে পারেননি। আমি তাঁর নিকট ইয়াহ্ইয়া ইবনু মু'ঈনের কথা উল্লেখ করলাম যে, তিনি 'আদীর দাদার নাম দীনার বলেছেন। কিন্তু বুখারী তা নির্ভরযোগ্য মনে করলেন না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, যদি ইস্তিহাযার রোগিণী প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করে তাহলে এটা উত্তম। আর যদি শুধু ওযূ করে নেয় তবে তাও জায়িয। সে যদি এক গোসলে দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করে তবে তাও যথেষ্ট (অর্থাৎ এক গোসলে যুহর-আসর, দ্বিতীয় গোসলে মাগরিব-ইশা এবং তৃতীয় গোসলে ফযরের নামায আদায় করা)।

٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ ॥ ইস্তিহাযার রোগিণীর একই গোসলে দুই ওয়াক্তের নামায আদায় করা

١٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ : كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهَا، قَدْ مَنَعَتْنِي الصِّيَامَ وَالصَّلاَةَ؟ قَالَ : «أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ؟»، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ : «فَتَلَجَّمِي»، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ

مِنْ ذٰلِكَ؟! قَالَ : «فَاتَّخِذِي ثَوْبًا»، قَالَتْ : هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا؟! فقال النَّبِيُّ ﷺ «سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ، أَيَّهُمَا صَنَعْتِ، أَجْزَأَ عَنْكِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا، فأَنْتِ أَعْلَمُ- فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِن الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِيْ، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرَتِّ وَاسْتَنْقَأْتِ، فصلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَها، وَصُوْمِيْ وَصَلِّيْ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ، وكَذٰلِكَ فَافْعَلِيْ، كما تَحِيْضُ النِّسَاءُ، وكما يَطْهُرْنَ لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ، حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ، وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ، وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِيْ، وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ، وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِيْ، وَصُوْمِيْ إِنْ قَوِيْتِ عَلَى ذٰلِكَ»، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». **حسن : «ابن ماجه» ‹٦٢٧›.**

১২৮। হামনা বিনতু জাহ্শ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি গুরুতরভাবে ও অত্যধিক পরিমাণে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিধান জিজ্ঞেস করতে এবং ব্যাপারটা তাঁকে জানাতে আসলাম। আমি আমার বোন যাইনাব বিনতি জাহ্শের ঘরে তাঁর দেখা পেলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি গুরুতররূপে ও অত্যধিক পরিমাণে ইস্তিহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? এটা আমাকে রোযা-নামাযে বাধা দিচ্ছে। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি; এটা রক্ত শোষণ করবে। তিনি (হামনা) বলেন, এটা তার চেয়েও বেশি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি (নির্দিষ্ট স্থানে

কাপড়ের) লাগাম বেঁধে নাও। তিনি (হামনা) বললেন, এটা তার চেয়েও বেশি। তিনি বললেন ঃ তাহলে তুমি কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। তিনি বললেন, এটা আরো অধিক গুরুতর, আমি পানি প্রবাহের মত রক্তক্ষরণ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তোমাকে দু'টো নির্দেশ দিচ্ছি, এর মধ্যে যেটাই তুমি অনুসরণ করবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টিই করতে পার তাহলে তুমিই ভাল জান (কোনটি অনুসরণ করবে)। অতঃপর তিনি তাকে বললেন ঃ এটা শাইতানের একটা আঘাত ছাড়া আর কিছু নয় (অতএব চিন্তার কিছু নেই)।

এক. তুমি হায়িযের সময়সীমা ছয় দিন অথবা সাত দিন ধরে নিবে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানে রয়েছে। অতঃপর তুমি গোসল করবে। তুমি যখন মনে করবে যে, তুমি পবিত্র হয়ে গেছ তখন (মাসের অবশিষ্ট) চব্বিশ দিন অথবা তেইশ দিন নামায আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। এটা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তুমি প্রতি মাসে এরূপ করবে, যেভাবে অন্য মেয়েরা তাদের হায়িযের সময়ে এবং তোহরের (পবিত্রতার) সময়ে নিজেদের হায়িযের সময়সীমা ও তুহরের সময়সীমা গণনা করে থাকে।

দুই. যদি তুমি যুহরের নামায পিছিয়ে আনতে এবং আসরের নামায এগিয়ে আনতে পার তাহলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করে যুহর ও আসর উভয় নামায একত্রে আদায় করে নাও। এভাবে মাগরিবের নামায পিছিয়ে আনতে এবং ইশার নামায এগিয়ে আনতে পার এবং গোসল করে উভয় নামায এক সাথে আদায় করতে পারলে তাই করবে। তুমি যদি ফযরের নামাযের জন্যও গোসল করতে পার তাহলে তাই করবে এবং রোযাও রাখবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ দু'টি বিকল্প নির্দেশের মধ্যে শেষেরটিই আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়। **–হাসান। ইবনু মাজাহ– (৬২৭)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটি 'আমর ইবনু রাক্বী, ইবনু জুরাইজ এবং শারীক আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আক্বীল হতে তিনি ইবরহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু তালহা হতে তিনি তার চাচা

ইমরান হতে, তিনি তার মা হামনাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু জুরাইজ তার বর্ণনায় 'উমার ইবনু তালহা বলেছেন। সঠিক হলো, 'ইমরান ইবনু তালহা। আমি মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) এ হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ্ হাদীস। অনুরূপভাবে আহমাদ ইবনু হাম্বালও বলেছেন, এটা হাসান সহীহ হাদীস।

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, যদি ইস্তিহাযার রোগিণী হায়িযের শুরু এবং শেষ বুঝতে পারে, তবে রক্তস্রাব যখন আরম্ভ হয় তখন তার রং হয় কালো এবং শেষের দিকে তা হলুদ বর্ণ ধারন করে। এ ধরনের মহিলাদের জন্য ফাতিমা বিনতু আবূ হুবাইশ হতে বর্ণিত হাদীসের নির্দেশ প্রযোজ্য।

পূর্বে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয়েছে এবং পরে ইস্তিহাযার রোগ দেখা দিয়েছে এরূপ মহিলার কর্তব্য হচ্ছে, হায়িযের নির্দিষ্ট দিন কয়টির নামায ছেড়ে দেবে; অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথকভাবে ওযূ করে নামায আদায় করবে। কোন মহিলার যদি রক্তস্রাব হতেই থাকে এবং পূর্ব হতে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বা অভ্যাসও না থাকে যে, কত দিন হায়িয হয়; এরূপ মহিলার ক্ষেত্রে হামনা বিনতু জাহ্শ হতে বর্ণনাকৃত হাদীসের হুকুম প্রযোজ্য। আবূ 'উবাইদও এরূপ বলেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, ইস্তিহাযার রোগিণীর যদি প্রথম হায়িয হয়ে থাকে এবং তা পনের দিন অথবা তার কম সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়, তবে তার এ দিনগুলো হায়িযের মধ্যে গণ্য হবে। এ কয়দিন সে নামায আদায় করবে না। পনের দিনের পরও যদি রক্তস্রাব চলতে থাকে তবে (উক্ত পনের দিনের মধ্যে) চৌদ্দ দিনের নামায কাযা হিসেবে আদায় করবে এবং এক দিনের নামায ছেড়ে দিবে। কেননা (ইমাম শাফিঈর মতে) হায়িযের নিম্নতম মুদ্দাত এক দিন।

আবূ 'ঈসা বলেন, হায়িযের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মুদ্দাত নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, হায়িযের সর্বনিম্ন সীমা তিন দিন এবং সর্বোচ্চ সীমা দশদিন। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ (ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) একথা বলেছেন। ইবনুল মুবারাক এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। অপর একদল বিদ্বান, যাদের

মধ্যে আতা ইবনু আবূ রাবাহ্ও রয়েছেন, বলেছেন, হায়িযের নিম্নতম মুদ্দাত এক দিন এক রাত এবং সর্বোচ্চ মুদ্দাত পনের দিন (ও রাত)। ইমাম আওযাঈ, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক ও আবূ 'উবাইদ এ অভিমত দিয়েছেন।

٩٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬ ॥ ইস্তিহাযার রোগিণী প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে

١٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ابْنَةُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ : «لاَ إِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّيْ»، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٢٦› ق.**

১২৯। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহ্শ কন্যা উম্মু হাবীবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফাতোয়া জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি সর্বদা ইস্তিহাযার রোগে আক্রান্ত থাকি এবং কখনও পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দেব? তিনি বললেন ঃ "না, এটা একটি শিরার রক্ত; তুমি গোসল করে নামায আদায় করবে।" অতঃপর তিনি (উম্মু হাবীবা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬২৬), বুখারী ও মুসলিম।**

কুতাইবা বলেন, লাইস বলেছেন, ইবনু শিহাব (তাঁর বর্ণনায়) একথা উল্লেখ করেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু হাবীবাকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তিনি স্বেচ্ছায় একাজ করতেন (নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে)।

আবূ 'ঈসা বলেন, যুহরীও 'আমরার সূত্রে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কোন কোন মনীষীর মতে ইস্তিহাযার রোগিণীকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে হবে। 'আওযায়ী ও যুহরী হতে পূর্বোক্ত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ أَنَّهَا لَاتَقْضِي الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৭ ॥ ঋতুবতী নারী ছুটে যাওয়া নামায কাযা করবে না

١٣٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا أَيَّامَ مَحِيْضِهَا؟ فَقَالَتْ : أَحَرُوْرِيَّةٌ أَنْتِ؟! قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيْضُ، فَلَاتُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٣١› ق.**

১৩০। মুআযাহ্ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক মহিলা 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করল, আমাদের কেউ তার হায়িয চলাকালীন সময়ের নামায কি পরে আদায় করবে? তিনি ('আয়িশাহ্) বললেন, তুমি কি হারূরা এলাকার বাসিন্দা (খারিজী)? আমাদের কাউকে মাসিক ঋতু চলাকালীন ছুটে যাওয়া নামায পরবর্তীতে কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত না। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৩১), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর নিকট হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, ঋতুবতী নারীকে তার ছুটে যাওয়া নামায পরবর্তী সময়ে কাযা করতে হবে না। সমস্ত ফিক্হবিদ এ ব্যাপারে একমত। হায়িযগ্রস্তা মহিলাকে তার ছুটে যাওয়া নামায কাযা করতে হবে না, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে, এ ব্যাপারেও ফিক্হবিদদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই।

٩٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯ ॥ ঋতুবতীর সাথে একই বিছানায় ঘুমানো

١٣٢. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حِضْتُ، يَأْمُرُنِيْ أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِيْ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٢٦٠› ق.**

১৩২। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি যখন ঋতুবতী হতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিতেন ঃ 'তুমি শক্ত করে পাজামা বেঁধে নাও।' অতঃপর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (২৬০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামাহ্ ও মাইমূনাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈ এটাই বলেছেন (ঋতুবতীর সাথে একত্রে ঘুমানো যাবে)। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও এই মত দিয়েছেন।

١٠٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১০০ ॥ ঋতুবতী ও নাপাক ব্যক্তির সাথে একত্রে পানাহার এবং তাদের উচ্ছিষ্ট (ঝুটা) সম্পর্কে

١٣٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ؟ فَقَالَ : «وَاكِلْهَا». **صحيح : «ابن ماجه» (٦٥١)**

১৩৩। আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হায়িযগ্রস্তা নারীর সাথে একত্রে পানাহার সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ তার সাথে খাও। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৫১)।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ এবং আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। জামহুর উলামাদের মতে, হায়িযগ্রস্তার সাথে একত্রে পানাহারে কোন দোষ নেই। কিন্তু স্ত্রীলোকদের ওযূ করার পর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা সম্পর্কে মতের অমিল আছে। কেউ কেউ এটা ব্যবহার করার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন।

(١٠١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০১ ॥ হায়িয অবস্থায় মাসজিদ হতে কিছু আনা

١٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَتْ لِي عَائِشَةُ : قَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». قَالَتْ : قُلْتُ : إِنِّي حَائِضٌ؟! قَالَ : «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ!». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٣٢› م.**

১৩৪। কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ “হাত বাড়িয়ে মাসজিদ হতে আমাকে মাদুরটি এনে দাও।” তিনি (‘আয়িশাহ্) বলেন, আমি বললাম, আমি হায়িযগ্রস্তা। তিনি বললেন ঃ তোমার হায়িয তো তোমার হাতে নয়।
–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৩২), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘উমার ও আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে। আবূ ‘ঈসা বলেন, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। হায়িযগ্রস্তা নারী মাসজিদ হতে হাত বাড়িয়ে কোন কিছু তুলে আনতে পারে, এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

١٠٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০২ ॥ ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করা অধিক গুনাহের কাজ

١٣٥. حَدَّثَنَا بَنْدَارٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيْمِ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِيْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ اِمْرَأَةً فِيْ دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٣٩›.**

১৩৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী নারীর সাথে সহবাস করে অথবা স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সহবাস করে অথবা গণক ঠাকুরের নিকটে যায়– সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা (কুরআন) অবিশ্বাস করে। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৩৯)।**

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আবূ তামীমা, তাঁর হতে হাকীম আল-আসরাম– এই সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কি না তা আমার জানা নেই। (আবূ তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন কোন হাদীস বিশারদ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন– অনুবাদক)। মনীষীগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'অবতীর্ণ করা জিনিসের প্রতি অবিশ্বাস করে'– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা তিরস্কার ও ধমকের সুরে বলেছেন। কেননা উল্লেখিত কাজ করলে কেউ কাফির হয়ে যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এরূপ বর্ণনাও আছে, তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে সে যেন একটি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদকা করে।"

হায়িযগ্রস্তার সাথে সহবাস করা যদি কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হত, তাহলে এর পরিবর্তে সাদকা করার নির্দেশ দেয়া হত না। ইমাম বুখারীও সনদের দৃষ্টিকোণ হতে হাদীসটি য'ঈফ বলেছেন। আবূ তামীমা আল-হুজাইমী'র নাম তারীফ ইবনু মুজালিদ।

١٠٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩ ॥ ঋতুবতীর সাথে সহবাসের কাফফারা

١٣٦. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ خَصِيْفٍ، عَنْ مُقْسِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلٰى امْرَأَتِهٖ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ : «يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ». **صحيح : بلفظ : دِيْنَار أَوْ نِصْف دِيْنَار، «صحيح أبي داود» ‹٢٥٦›، «ابن ماجه» ‹٦٤٠›، ضعيف بهذا اللفظ : «ضعيف أبي داود» ‹٤٢›.**

১৩৬। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে হায়িয চলাকালীন সময়ে সহবাস করে তার সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "সে অর্ধ দীনার সাদকা করবে"। **–সহীহ্। এই শব্দে "এক দীনার বা অর্ধ দীনার" সহীহ্ আবূ দাউদ– (২৫৬), ইবনু মাজাহ– (৬৪০)। হাদীসে বর্ণিত অর্ধ দীনার এই শব্দে হাদীসটি য'ঈফ, য'ঈফ আবূ দাউদ– (৪২)।**

١٣٧. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى، عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ، عَنْ مُقْسِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ، فَدِيْنَارٌ، وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ، فَنِصْفُ دِيْنَارٍ». **ضعيف، والصحيح عنه بهذا التفصيل موقوف : «صحيح أبي داود» ‹٢٥٨›**

১৩৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন রক্ত লাল থাকে তখন (সহবাস করলে) এক দীনার, আর যখন রক্ত পীতবর্ণ ধারণ করে তখন অর্ধ দীনার। **য'ঈফ। এই বিশ্লেষণ সহীহ্ সনদে মাওকূফ, সহীহ্ আবূ দাউদ– (২৫৮)।**

আবূ 'ঈসা বলেন, 'ঋতুবতীর সাথে সহবাস করার কাফফারা' সম্পর্কিত হাদীস ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে দুইভাবে অর্থাৎ 'মাওকূফ এবং মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ কাফফারা আদায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। ইবনুল মুবারাক বলেন, সহবাসকারীকে কোন কাফফারা দিতে হবে না, বরং সে আল্লাহ তা'আলার নিকটে তাওবা করবে। কিছু তাবিঈও তাঁর অনুরূপ মত দিয়েছেন। সা'ঈদ ইবনু জুবাইর ও ইবরাহীম নাখঈও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এটাই অধিকাংশ বিদ্বানগণের অভিমত।

١٠٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ غُسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪ ॥ কাপড় হতে হায়িযের রক্ত ধুয়ে ফেলা

١٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّيْ فِيهِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٢٩› ق.**

১৩৮। আসমা বিনতু আবী বাকার সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক মহিলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হায়িযের রক্ত লাগা কাপড়ের বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আঙ্গুল দিয়ে খুঁটে খুঁটে তা তুলে ফেল, অতঃপর পানি দিয়ে তা আংগুলের মাধ্যমে মলে নাও, অতঃপর তাতে পানি গড়িয়ে দাও, অতঃপর তা পরে নামায আদায় কর।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬২৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও উম্মু ক্বাইস (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আসমা (রাহঃ)-এর এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কাপড়ে হায়িযের রক্ত লেগে গেলে তা না ধুয়ে নামায আদায় করা যাবে

কি-না এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। তাবিঈদের মধ্যে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যদি কাপড়ের রক্ত এক দিরহাম পরিমাণ হয় এবং তা না ধুয়ে ঐ কাপড় পরেই নামায আদায় করা হয় তাহলে আবার নামায আদায় করতে হবে। অপর দল বলেছেন, রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের বেশি হলেই আবার নামায আদায় করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ও ইবনুল মুবারাক একথা বলেছেন। কিছু সংখ্যক তাবেঈ এবং আহমাদ ও ইসহাকের মতে রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের বেশি হলেও নতুন করে নামায আদায় করতে হবে না। ইমাম শাফিঈর মতে, কাপড়ে এক দিরহামের কম পরিমাণ রক্ত লাগলেও তা ধুয়ে নেয়া ওয়াজিব। তিনি এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫ ॥ নিফাসগ্রস্তা নারী কত দিন নামায ও রোযা হতে বিরত থাকবে

١٣٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَبُوْ بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلٰى، عَنْ أَبِيْ سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةِ الْأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، فَكُنَّا نَطْلِيْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلَفِ. **حسن صحيح : «ابن ماجه» (٦٤٨).**

১৩৯। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন বসে থাকত। আমরা ওয়ারস ঘাস পিষে তা দিয়ে আমাদের চেহারার দাগ তুলতাম। **–হাসান সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৪৮)।**

আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র আবূ সাহ্লের সূত্রে মুস্সাহ্ আল-আজ দিয়াহ এর বরাতে উম্মু সালামাহ্ হতে জানতে

পেরেছি। ইমাম বুখারী বলেন, 'আলী ইবনু 'আবদুল আ'লা ও আবূ সাহ্ল সিক্বাহ রাবী। মুহাম্মাদও (বুখারী) এ হাদীসটি আবূ সাহ্লের সূত্রে জেনেছেন। আবূ সাহ্লের নাম কাছীর ইবনু যিয়াদ।

নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে এ ব্যাপারে অভিন্ন মত রয়েছে যে, নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন পর্যন্ত নামায আদায় করবে না। হ্যাঁ, যদি চল্লিশ দিনের পূর্বে পবিত্র হয়ে যায় তবে গোসল করে নামায শুরু করে দেবে। যদি চল্লিশ দিন পরও রক্তস্রাব চলতে থাকে, তবে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের মতে চল্লিশ দিন পর আর নামায ছাড়া যাবে না। বেশিরভাগ ফিক্হবিদেরও এই ফাতোয়া। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (এবং ইমাম আবূ হানীফাও) এ কথাই বলেছেন। হাসান বাসরী পঞ্চাশ দিন এবং 'আতা ইবনু আবূ রাবাহ ও শা'বী ষাট দিন নামায ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছেন, যদি ঋতুস্রাব চলতেই থাকে।

١٠٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬ ॥ একই গোসলে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করা

١٤٠. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٨٨› ق.**

১৪০। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই গোসলে তাঁর স্ত্রীদের নিকট যেতেন (একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করে একবারেই গোসল করতেন)।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৮৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ রাফি (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। একাধিক বিশেষজ্ঞ এই মত দিয়েছেন যে, ওযূ না করে দ্বিতীয়বার সহবাস করায়

কোন দোষ নেই। হাসান বাসরী তাদের অন্তর্ভুক্ত। আনাস (রাঃ)-এর এ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ সুফইয়ান হতে, তিনি আবূ উরওয়া হতে তিনি আবুল খাত্তাব হতে এই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আবূ উরওয়া হলেন মা'মার ইবনু রাশিদ। আবুল খাত্তাব হলেন, কাতাদা ইবনু দি'আমাহ।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কেউ কেউ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ হতে, তিনি সুফইয়ান হতে, তিনি ইবনু আবী উরওয়া হতে, তিনি আবুল খাত্তাব হতে বর্ণনা করেছেন। আর এই বর্ণনাটি ভুল। সঠিক হলো আবূ উরওয়া।

١٠٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭ ॥ দ্বিতীয় বার সহবাস করতে চাইলে ওযূ করে নেবে

١٤١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا». **صحيح** : «ابن ماجه» <٥٨٧> م.

১৪১। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর আবার সহবাস করতে চায় তখন সে যেন এর মাঝখানে ওযূ করে নেয়। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫৮৭), মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আবূ সা'ঈদ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। 'উমার (রাঃ)-ও দ্বিতীয় সহবাসের পূর্বে ওযূ করার কথা বলেছেন। বিদ্বানগণ বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর আবার সহবাস করতে চাইলে সে যেন দ্বিতীয়বার সহবাস করার আগে ওযূ করে নেয়। আবূ মোতাওয়াক্কিল এর নাম 'আলী ইবনু দাউদ। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)-এর নাম সা'দ ইবনু মালিক ইবনু সিনান।

١٠٨) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮ ॥ নামায শুরু হওয়ার সময়ে কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে সে প্রথমে মলত্যাগ করে নেবে

١٤٢. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَرْقَمِ، قَالَ : أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ، فَقَدَّمَهُ، وَكَانَ إِمَامُ قَوْمِهِ، وَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦١٦›.**

১৪২। হিশাম ইবনু উরওয়া (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনু আল-আরক্বাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি (উরওয়া) বলেন, একদা নামাযের ইকামাত হয়ে গেল। তিনি (আবদুল্লাহ) এক ব্যক্তির হাত ধরে তাকে সামনে ঠেলে দিলেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনু আরকাম) স্বীয় গোত্রের ইমাম ছিলেন (নামায শেষে)। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "নামাযের ইক্বামাত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রথমে সে মলত্যাগ করে নেবে।"

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬১৬)।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, আবূ হুরাইরা, সাওবান ও আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আরক্বাম (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম (রাঃ)-এর হাদীসটি মালিক ইবনু আনাস ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ আল ক্বাত্তান আরো অনেকে হিশাম ইবনু উরওয়া হতে তিনি তার পিতা উরওয়া হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আরক্বাম হতে বর্ণনা করেছেন। ওহাইব এবং অন্যরা হিশাম ইবনু উরওয়া হতে তিনি তার পিতা হতে তিনি জনৈক ব্যক্তি হতে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আরকাম হতে বর্ণনা করেছেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকজন সাহাবা ও তাবিঈর এটাই ফাতোয়া (মলত্যাগের প্রয়োজন আগে সেরে নেবে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এই মত সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুভূত হলে তা না সেরে নামাযে দাঁড়াবে না। হ্যাঁ যদি নামায শুরু করার পর প্রাকৃতিক প্রয়োজন অনুভূত হয় তবে নামায আদায় করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত গোলমাল ও বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি না হয়। কিছু আলিম বলেছেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কারণে যে পর্যন্ত নামাযের মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ পায়খানা-পেশাবের বেগ নিয়ে নামায আদায় করতে কোন সমস্যা নেই।

١٠٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْمَوْطَإِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯ ॥ চলাচলের পথের ময়লা আবর্জনা লাগলে ওযূ করা

١٤٣. حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَتْ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ؟ فَقَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ». **صحيح : «ابن ماجه» (٥٣١).**

১৪৩। আবদুর রহমান ইবনু 'আওফের উম্মু ওয়ালাদ হতে বর্ণিত আছে, তিনি (উম্মু ওয়ালাদ) বলেন, আমি উম্মু সালামাহ্ (রাঃ)-কে বললাম, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নীচের দিকে লম্বা করে দেই এবং ময়লা-আবর্জনার স্থান দিয়ে চলাচল করি (এর বিধান কি)। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পরবর্তী পবিত্র জায়গার মাটি এটাকে পবিত্র করে দেয়। —**সহীহ্। ইবনু মাজাহ— (৫৩১)।**

এ হাদীসটি আরো একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। তিনি বলেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম এবং পথের ময়লা-আবর্জনা লাগার কারণে ওযূ করতাম না"।

আবূ 'ঈসা বলেন, বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের মত হল, যদি কোন ব্যক্তি ময়লাযুক্ত যমিনের উপর দিয়ে চলাচল করে তবে তার পা ধোয়া ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ ময়লা যদি ভিজা হয় এবং শুকনা না হয় তাহলে ময়লা লাগার জায়গাটুকু ধুয়ে নেবে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক মালিক ইবনু আনাস হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু উমারাহ হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইবরহীম হতে তিনি হুদ ইবনু 'আব্দুর রহমানের উম্মু ওয়ালাদ হতে তিনি উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। এটি বিভ্রাট। হুদ নামে 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আউফের কোন ছেলে নেই। বরং বর্ণনাটি ইব্রহীম ইবনু 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আউফের উম্মু ওয়ালাদ তিনি উম্মু সালামাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন। এটাই সঠিক।

١١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০ ॥ তায়াম্মুম সম্পর্কিত হাদীস

١٤٤. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٣٥٠، ٣٥٣› ق أتم منه.**

১৪৪। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৩৫০, ৩৫৩), বুখারী ও মুসলিম আরো পূর্ণ রূপে বর্ণনা করেছেন।**

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীস রয়েছে, আবূ 'ঈসা বলেন, 'আম্মার (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। এ হাদীসটি 'আম্মারের নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

একাধিক সাহাবী যেমন, 'আলী, 'আম্মার ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) এবং তাবিঈদের মধ্যে শা'বী, 'আতা ও মাকহূল বলেন, মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের জন্য একবার মাত্র (তায়াম্মুমের বস্তুর উপর) হাত মারতে হবে। আহমাদ ও ইসহাক এ মত সমর্থন করেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞ যেমন, ইবনু 'উমার (রাঃ), জাবির (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ ও হাসান বাসরী বলেন, মুখমণ্ডলের জন্য একবার হাত মারতে হবে এবং উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে একবার হাত মারতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ এ মত সমর্থন করেছেন। 'আম্মার (রাঃ) হতে কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি তায়াম্মুমের ব্যাপারে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কথা বলেছেন। 'আম্মার (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি।"

কিছু বিশেষজ্ঞ 'আলিম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে 'আম্মার (রাঃ) বর্ণিত তায়াম্মুম সম্পর্কিত হাদীসটিকে (যাতে চেহারা ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করতে বলা হয়েছে) য'ঈফ বলেছেন। কেননা তিনিই আবার কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করার হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেন, মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম' করার হাদীসটি সহীহ। 'কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম' করার হাদীসটিও সাংঘর্ষিক নয়। কেননা 'আম্মার (রাঃ) এ হাদীসে এরূপ বলেননি যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এটা করতে বলেছেন। বরং তিনি নিজের পক্ষ হতে বলেছেন, 'আমরা এরূপ করেছি'। তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তায়াম্মুম সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা অনুযায়ী তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি 'মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত' তায়াম্মুম করার ফাতোয়াই দিতেন। আর এই ফাতোয়া একথারই প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে যেভাবে তায়াম্মুমের

শিক্ষা দিয়েছেন ইন্তিকালের পূর্বেও তিনি তাই অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, আমি আবূ যুরআ 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আব্দুল হাকামকে বলতে শুনেছি বাসরাতে আমি তিন ব্যক্তির চাইতে অধিক হাফিজ ব্যক্তি দেখিনি। তারা হলেন, 'আলী ইবনু মাদীনী ইবনুশ্ শাযাকুনী 'আমর ইবনু আলী আল-ফাললাস। আবূ যুরআ বলেন, আফ্ফান ইবনু মুসলিম 'আমর ইবনু 'আলী হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ يُصِيْبُ الأَرْضَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২ ॥ মাটিতে পেশাব লাগলে তার বিধান

١٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : دخَلَ أَعْرَابِيُّ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ جَالِسٌ، فَصَلَّى، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ : اَللّٰهُمَّ! ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا، وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا!»، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِّنْ مَاءٍ- أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ- »، ثُمَّ قَالَ : «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٥٢٩› خ.**

১৪৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক বিদুইন এসে মাসজিদে (নাবাবীতে) প্রবেশ করলো। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন (ঐ স্থানে) বসা ছিলেন। লোকটি নামায আদায় করল। তারপর সে নামায শেষে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার উপর ও মুহাম্মাদের উপর অনুগ্রহ কর; আমাদের সাথে আর কাউকে রাহাম কর না।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে

তাকিয়ে বললেন ঃ "তুমি প্রশস্ত রাহ্মাতকে সংকীর্ণ করে দিলে।" লোকটি কিছুক্ষণের মধ্যে মাসজিদে পেশাব করে দিল। লোকেরা দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল (আক্রমণ করার জন্য)। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। তিনি আবার বললেন ঃ তোমাদেরকে সহজ পথ অবলম্বনকারী বা দয়াশীল করে পাঠানো হয়েছে; কঠোরতা করার জন্য পাঠানো হয়নি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫২৯), বুখারী।

١٤٨. قَالَ سَعِيدٌ : قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ..... نَحْوَ هٰذَا. **صحيح : «صحيح أبي داود» تحت الحديث ‹٤٠٥›.**

১৪৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৪০৫)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, ইবনু 'আব্বাস ও ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাঃ) হতেও বর্ণনাকৃত হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। কোন কোন মনীষীর মতে, পেশাবের জায়গাতে পানি ঢেলে দিলে তা পবিত্র হয়ে যায়। আহমাদ এবং ইসহাকও এই অভিমত দিয়েছেন। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

كِتَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

পর্ব-২ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত নামাযের সময়সূচী

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ নাবী ﷺ হতে নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা।

١٤٩. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيْعَةَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ - وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ ابْنِ حَنِيْفٍ : أَخْبَرَنِيْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «أَمَّنِيْ جِبْرِيْلُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ- عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُوْلٰى مِنْهُمَا حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ، وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هٰذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ». **حسن صحيح : «المشكاة» ‹٥٨٣›، «الإرواء» ‹٢٤٩›، «صحيح أبي داود» ‹٤١٦›.**

১৪৯। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরাইল (আঃ) কা'বা শরীফের চত্বরে দু'বার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথমবার যুহরের নামায আদায় করালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল।

অতঃপর তিনি আসরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময়ে রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর 'ইশার নামায আদায় করালেন যখন লাল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর ফযরের নামায আদায় করালেন যখন ভোর বিদ্যুতের মত আলোকিত হল এবং যে সময় রোযাদারের উপর পানাহার হারাম হয়। তিনি (জিবরাইল) দ্বিতীয় দিন যুহরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হল এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের নামায আদায় করেছিলেন। অতঃপর আসরের নামায আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। অতঃপর মাগরিবের নামায আদায় করালেন পূর্বের দিনের সময়ে। অতঃপর 'ইশার নামায আদায় করালেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফযরের নামায আদায় করালেন যখন যমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নাবীদের (নামাযের) ওয়াক্ত। নামাযের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে। –হাসান **সহীহ্। মিশকাত– (৫৮৩), ইরওয়া– (২৪৯), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৪১৬)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, বুরাইদা, আবূ মূসা, আবূ মাসঊদ, আবূ সা'ঈদ, জাবির, 'আমর ইবনু হাযাম, বারাআ ও আনাস (রাঃ) হতেও বর্ণনাকৃত হাদীস রয়েছে।

١٥٠. أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ : أَخْبَرَنِي وَهَبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : «أَمَّنِي جِبْرِيْلُ»..... فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : «لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ». **صحيح : «الإرواء» <٢٥٠>، «صحيح أبي داود» <٤١٨>.**

১৫০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জিবরাইল (আঃ) আমার ইমামতি করলেন, হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা ইবনু আব্বাসের হাদীসের মত। তবে এ হাদীসে আসরের নামায সম্পর্কে "গতকাল" শব্দটির উল্লেখ নেই।

–সহীহ্। ইরওয়া– (২৫০), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৪১৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ এবং জাবির (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণিত জাবিরের হাদীসটি সনদের দৃষ্টিকোণ হতে সবচাইতে সহীহ। ওয়াক্ত সম্পর্কিত জাবিরের হাদীসটি 'আতা ইবনু আবী রাবাহ 'আমর ইবনু দীনার ও আবূ যুবাইর জাবির হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ওয়াহব ইবনু কাইসানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢) بَابُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ ঐ সম্পর্কেই

١٥١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً

وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَة حِيْنَ يَغِيْبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ». **صحيح : «الصحيحة» ‹١٦٩٦›.**

১৫১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের ওয়াক্তের শুরু ও শেষ সীমা রয়েছে। যুহরের নামাযের শুরুর সময় হচ্ছে যখন (সূর্য পশ্চিম দিকে) ঢলতে শুরু করে এবং শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া। আসরের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে যখন আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করে (যুহরের শেষ সময়) এবং তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন সূর্যের আলো হলুদ রং ধারণ করে। মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এবং তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন শাফাক চলে যায়। 'ইশার প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে যখন শাফাক বিলীন হয়ে যায়, আর তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন অর্ধেক রাত চলে যায়।

ফযরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত যখন ভোর শুরু হয় এবং তার ওয়াক্ত শেষ হয় যখন সূর্য উঠা শুরু হয়। –সহীহ্। আস্-সহীহাহ্– (১৬৯৬)।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে মুজাহিদ হতে আ'মাশের সূত্রে বর্ণনাকৃত হাদীসটি আ'মাশ হতে মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইলের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে বেশি সহীহ। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল রাবীদের সনদের ধারা বর্ণনায় ত্রুটি করেছেন।

মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কথিত আছে যে, নামাযের ওয়াক্তের শুরু এবং শেষ প্রান্ত রয়েছে। এ হাদীসটি অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক হতে মুহাম্মাদ ইবনু ফুযাইল হতে আ'মাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীসের মতই।

٣) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ একই বিষয় সম্পর্কিত

١٥٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسٰى- اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ-، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «أَقِمْ مَعَنَا- إِنْ شَاءَ اللّٰهُ-»، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ، فَأَقَامَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ، فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ، وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ، فَأَقَامَ، وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلٰى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ، فَأَقَامَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٦٧› م.**

১৫২। সুলাইমান ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বুরাইদা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ নাবী ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি

বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা চান তো তুমি আমাদের সংগে থাক। তিনি বিলাল (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন এবং সে অনুযায়ী তিনি ভোর (সুবহি সাদিক) উদয় হলে ফযরের নামাযের ইক্বামাত দিলেন। তিনি আবার নির্দেশ দিলেন এবং সূর্য ঢলে গেলে তিনি (বিলাল) ইক্বামাত দিলেন। অতঃপর তিনি যুহরের নামায আদায় করালেন। তিনি আবার নির্দেশ দিলে বিলাল ইক্বামাত দিলেন। তখন সূর্য অনেক উপরে ছিল এবং আলোক উদ্ভাসিত ছিল। অতঃপর তিনি 'আসরের নামায আদায় করালেন। অতঃপর সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি তাকে মাগরিবের নামাযের ইক্বামাত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে 'ইশার নামাযের (ইক্বামাতের) নির্দেশ দিলেন। শাফাক অদৃশ্য হলে তিনি ইক্বামাত দিলেন। পরবর্তী সকালে তিনি তাকে (ইকামাতের) নির্দেশ দিলেন। ভোর খুব পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি ফযরের নামায আদায় করালেন। অতঃপর তিনি তাকে যুহরের নামাযের (ইক্বামাতের) নির্দেশ দিলেন এবং (সূর্যের তাপ) যথেষ্ট ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত দেরি করে নামায আদায় করলেন। অতঃপর তিনি তাকে আসরের নামাযের নির্দেশ দিলেন, সে অনুযায়ী তিনি (বিলাল) সূর্য শেষ সীমায় এবং পূর্ব দিনের চেয়ে অনেক নীচে নেমে আসলে ইক্বামাত দিলেন [অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায় করালেন]।

অতঃপর তিনি তাকে (ইকামাতের) নির্দেশ দিলেন এবং শাফাক অদৃশ্য হওয়ার সামান্য পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করালেন। অতঃপর তিনি তাকে 'ইশার নামাযের ইক্বামাত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সে অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ রাত চলে যাবার পর ইক্বামাত দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? লোকটি বলল, আমি। তিনি বললেন ঃ নামাযের সময় এই দুই সীমার মাঝখানে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৬৭), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন; হাদীসটি হাসান, গারীব সহীহ। শুবাও এ হাদীসটি 'আলক্বামাহ্ ইবনু মারসাদ হতে বর্ণনা করেছেন।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيسِ بِالْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ ফযরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করা

١٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ- قَالَ الْأَنْصَارِيُّ : فَيَمُرُّ النِّسَاءُ- مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وَقَالَ قُتَيْبَةُ : مُتَلَفِّعَاتٍ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٦٩› ق.**

১৫৩। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযরের নামায আদায় করতেন, অতঃপর মহিলারা ফিরে আসতেন। আনসারীর বর্ণনায় আছে– মহিলারা নিজেদের চাদর মুড়িয়ে চলে যেতেন এবং অন্ধকারের মধ্যে তাদের চেনা যেত না। কুতাইবার বর্ণনায় (মুতালাফফিফাতিন শব্দের স্থলে) 'মুতালাফফি'আতিন' শব্দ রয়েছে। –**সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৬৯), বুখারী ও মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, আনাস ও ক্বাইলা বিনতু মাখরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। যুহরী হাদীসটি উরওয়া হতে তিনি 'আয়িশাহ্ হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিছু সাহাবা যেমন, আবূ বাকার ও 'উমার (রাঃ) এবং তাদের পরবর্তীগণ অন্ধকার থাকতেই ফযরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক একই মত ব্যক্ত করেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْفَارِ بِالْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ ফযরের নামায অন্ধকার বিদূরিত করে আদায় করা

١٥٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ- هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٧٢›.**

১৫৪। রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা ফযরের নামায (ভোরের অন্ধকার) ফর্সা করে আদায় কর। কেননা তাতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৭২)।**

শু‘বা ও সুফিয়ান সাওরী মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাকের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ‘আজলান ও আসিম ইবনু ‘উমারের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবূ বারযা, জাবির এবং বিলাল (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ রাফি‘ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর একাধিক বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈন অন্ধকার চলে যাওয়ার পর ফযরের নামায আদায়ের পক্ষে মত দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী এ মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক বলেছেন, (অন্ধকার) ফর্সা হওয়ার অর্থ হচ্ছে– সন্দেহাতীতরূপে ভোর হওয়া। কিন্তু ফর্সা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, নামায দেরি করে আদায় করতে হবে।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ যুহরের নামায তাড়াতাড়ি আদায় করা

١٥٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ. **صحيح : خ.**

১৫৬। আনাস ইবনু মালিক হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে পড়লে যুহরের নামায আদায় করেছেন।

–সহীহ্। বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ। এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি সর্বোত্তম। এ অনুচ্ছেদে জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ অধিক গরমের সময় যুহরের নামায দেরিতে আদায় করা

١٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٧٨› ق.

১৫৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন (সূর্যের) উত্তাপ বেড়ে যায়, তখন তোমরা ঠাণ্ডা করে নামায আদায় কর (বিলম্ব করে নামায আদায় কর)। কেননা প্রচণ্ড উত্তাপ জাহান্নামের নিঃশ্বাস হতে হয়।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৭৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ, আবূ যার, ইবনু উমার, মুগীরা, কাসিম ইবনু সাফওয়ান তাঁর পিতার সূত্রে, আবূ মূসা, ইবনু 'আব্বাস ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে 'উমার (রাঃ)-এর একটি বর্ণনাও রয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

বিশেষজ্ঞদের একদল গরমের মওসুমে যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করা পছন্দ করেছেন। ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক। ইমাম শাফিঈ বলেন, লোকেরা যখন দূরদূরান্ত হতে মাসজিদে আসে তখন যুহরের নামায ঠাণ্ডার সময় আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি একাকি নামায আদায় করে অথবা নিজের গোত্রের মাসজিদে নামায আদায় করে– খুব গরমের সময়েও আমি তার জন্য প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা উত্তম মনে করি। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ অত্যধিক গরমের সময়ে যারা বিলম্বে যুহরের নামায আদায়ের কথা বলেন, তাদের মত অনুসরণযোগ্য। কিন্তু আবূ যার (রাঃ)-এর হাদীস ইমাম শাফিঈর বক্তব্যের (দূর হতে আসা মুসল্লীর কারণে যুহরের নামায ঠাণ্ডার সময়ে আদায়ের নির্দেশ রয়েছে, কেননা তাতে তাদের কষ্ট কম হবে) পরিপন্থী। আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ "আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। বিলাল (রাঃ) যুহরের নামাযের আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বিলাল! শীতল কর (গরমের তীব্রতা কমতে দাও)। তারপর শীতল করা হল (বিলম্বে নামায আদায় করা হল)।"

ইমাম শাফিঈর বক্তব্য অনুযায়ী শীতল করার অর্থ যদি তাই হত তবে এ সময়ে শীতল করার কোন অর্থই হয় না। কেননা সফরের অবস্থায় সবাই একই স্থানে সমবেত ছিল, দূর হতে কারো আসার কোন প্রশ্নই ছিল না।

١٥٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ : «أَبْرِدْ»، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَبْرِدْ فِي الظُّهْرِ»، قَالَ : حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٤٢٩› ق.**

১৫৮। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন। বিলাল (রাঃ)-ও তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি ইক্বামাত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যুহরকে শীতল কর।" আবূ যার (রাঃ) বলেন, বিলাল (রাঃ) আবার ইক্বামাত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যুহরের নামায আরও শীতল করে আদায় কর। আবূ যার (রাঃ) বলেন, এমনকি আমরা যখন বালির স্তূপের ছায়া দেখতে পেলাম তখন তিনি ইকামাত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "গরমের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস। তোমরা শীতল করে (রোদের তাপ কমলে) নামায আদায় কর"। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৪২৯), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ 'আসরের নামায শীঘ্রই আদায় করা।

١٥٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا، وَلَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٨٣›.**

১৫৯। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (একদিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায় করালেন, তখনও সূর্যের কিরণ তার ('আয়িশাহ্'র) ঘরের মধ্যে ছিল এবং ছায়াও (দীর্ঘ না হওয়ার ফলে) তার ঘরের বাইরে যায়নি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৮৩)।

এ অনুচ্ছেদে আনাস, আবূ আরওয়া, জাবির ও রাফি‘ ইবনু খাদীজ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। রাফি‘ (রাঃ) হতে ‘আসরের নামায বিলম্বে আদায় করা’ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সহীহ নয়। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বিশেষজ্ঞ সাহাবা ‘আসরের নামায শীঘ্রই (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করা পছন্দ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ‘উমার, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, ‘আয়িশাহ্ ও আনাস (রাঃ)। একাধিক তাবিঈও এ মত গ্রহণ করেছেন এবং দেরিতে ‘আসরের নামায আদায় করা মাকরূহ বলেছেন। ‘আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একথা বলেছেন।

١٦٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : قُوْمُوْا فَصَلُّوا الْعَصْرَ، قَالَ : فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتّٰى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا».

صحيح : «صحيح أبي داود» (٤٢٠) م.

১৬০। ‘আলা ইবনু ‘আবদুর রহমান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বসরায় আনাস (রাঃ)-এর বাড়িতে আসলেন। তিনি তখন যুহরের নামায আদায় করে বাসায় ফিরে এসেছেন। তাঁর ঘরটি মাসজিদের পাশেই ছিল। তিনি (আনাস) বললেন, উঠো এবং আসরের নামায আদায় কর। ‘আলা বলেন, আমরা উঠে গিয়ে ‘আসরের নামায আদায় করলাম। আমরা যখন নামায শেষ করলাম তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা মুনাফিকের নামায– যে

বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে, যখন সূর্য শাইতানের দুই শিং-এর মাঝখানে এসে যায় তখন উঠে চারটি ঠোকর মারে এবং তাতে আল্লাহ তা'আলাকে খুব কমই স্মরণ করে।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৪২০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَأْخِيرِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ আসরের নামায বিলম্বে আদায় করা।

١٦١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ. **صحيح** : «المشكاة» ‹٦١٩٥› التحقيق الثاني.

১৬১। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায তোমাদের চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন। আর তোমরা আসরের নামায তাঁর চেয়ে অধিক সকালে আদায় কর।

–সহীহ্। মিশকাত– (৬১৯৫) দ্বিতীয় তাহক্বীক্ব।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু উলাইয়্যা– ইবনু জুরাইজ হতে, ইবনু আবী মুলাইকার সূত্রে উম্মু সালমাহ্ হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٦٢. وَوَجَدْتُ فِيْ كِتَابِيْ : أَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

১৬২। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ আমি আমার গ্রন্থে এটি লেখা পেয়েছি যে, আলী ইবনু হুজর, ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি ইবনু জুরাইজের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٦٣. وَحَدَّثنَا بِشْرُ بْنُ مَعَاذٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ..... بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ. **وهذا أصح**

১৬৩। বিশর ইবনু মু'আয, ইসমাঈল ইবনু উলাইয়্যা হতে ইবনু জুরাইজের সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। **–আর এই বর্ণনাটি অধিক সহীহ্।**

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে

١٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٨٨› ق.**

১৬৪। সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন সূর্য ডুবে পর্দার অন্তরালে চলে যেত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায আদায় করতেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৮৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, সুনাবিহী, যাইদ ইবনু খালিদ, আনাস, রাফি' ইবনু খাদীজ, আবূ আইউব, উম্মু হাবীবা, 'আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে।

'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি মাওকূফ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই বেশি সহীহ। সুনাবিহী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস শুনেননি, তিনি আবূ বাকার (রাঃ)-এর সাথী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সালামাহ্ ইবনুল আকওয়া (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ

বিশেষজ্ঞ সাহাবা এবং তাদের পরবর্তীগণ মাগরিবের নামায সকাল সকাল (সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে) আদায় করা পছন্দ করতেন এবং দেরি করা মাকরূহ মনে করতেন। কোন কোন বিদ্বান এরূপ পর্যন্ত বলেছেন যে, মাগরিবের নামাযের জন্য একটি মাত্র ওয়াক্ত নির্ধারিত।

তাঁরা 'জিবরীলের ইমামতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায় করা' সম্পর্কিত হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ এ মত ব্যক্ত করেছেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ 'ইশার নামাযের ওয়াক্ত

١٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ، كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ. **صحيح : «المشكاة» ‹٦١٣›، «صحيح أبي داود» ‹٤٤٥›.**

১৬৫। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি অন্যদের তুলনায় এ (ইশার) নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশি ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত গেলে এ নামায আদায় করতেন।

–সহীহ্। মিশকাত– (৬১৩), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৪৪৫)।

١٦٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ..... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

১৬৬। এ হাদীসটি নুমান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে মুহাম্মাদ ইবনু আবান, আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী'র সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হুশাইম বর্ণনা করেছেন আবূ বিশর হতে, তিনি হাবীব ইবনু সালিম হতে তিনি নু'মান ইবনু বাশীর হতে। হুশাইম তার বর্ণনায় বাশীর ইবনু সাবিতের উল্লেখ করেননি। আমাদের মতে আবূ 'আওয়ানার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ। কেননা ইয়াযীদ ইবনু হারুন শুবা হতে, তিনি আবূ বিশর হতে আবূ আওয়ানার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ 'ইশার নামায দেরি করে আদায় করা

١٦٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ- أو نصفه».

صحيح : «ابن ماجه» <٦٩١>.

১৬৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে 'ইশার নামায রাতের একতৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে আদায়ের নির্দেশ দিতাম। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৯১)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু সামুরা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, আবূ বারযা, ইবনু 'আব্বাস, আবূ সা'ঈদ খুদরী, যাইদ ইবনু খালিদ ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। বেশিরভাগ সাহাবা, তাবিঈন ও তাবা-তাবিঈন 'ইশার নামায দেরিতে আদায় করা পছন্দ করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ 'ইশার নামাযের পূর্বে শোয়া এবং নামায আদায়ের পর কথাবার্তা বলা মাকরূহ

١٦٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هَشِيْمٌ : أَخْبَرَنَا عَوْفٌ. قَالَ أَحْمَدُ : وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنِ عَبَّادٍ- هُوَ الْمُهَلَّبِيُّ-، وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ- جَمِيْعًا-، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ ابْنِ سَلَامَةَ- هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيّ-، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيْثُ بَعْدَهَا. صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٠١› ق.

১৬৮। আবূ বারযা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং নামাযের পর আলাপচারিতা করা অপছন্দ করতেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭০১), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ বারযা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। বিদ্বানদের একদল 'ইশার নামাযের আগে ঘুমানো এবং নামাযের পরে আলাপ-চারিতা করা মাকরূহ বলেছেন এবং অপর দল অনুমতি দিয়েছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেছেন, বেশিরভাগ হাদীস মাকরূহ মতের পক্ষে। কিছু ব্যক্তি রামাযান মাসে 'ইশার নামাযের আগে ঘুমানোর অনুমতি দিয়েছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ 'ইশার নামাযের পর কথাবার্তা বলার অনুমতি সম্পর্কে

١٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَنَا مَعَهُمَا.

صحيح : «الصحية» ‹٢٧٨١›.

১৬৯। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা আবূ বাকার (রাঃ)-এর সাথে মুসলমানদের স্বার্থ সম্পর্কিত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতেন। আমিও তাঁদের সাথে থাকতাম। –সহীহ্। সহীহাহ্– (২৭৮১)।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, আওস ইবনু হুযাইফা ও 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ 'উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান। হাদীসটি 'উমার (রাঃ)-এর নিকট হতে আরো একটি সূত্রে একটু দীর্ঘ ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। 'ইশার নামাযের পর কথাবার্তা বলার ব্যাপারে সাহাবা, তাবিঈন ও পরবর্তী যুগের 'আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল এটাকে মাকরূহ বলেছেন। অপর দলের মতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অতি প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার অনুমতি রয়েছে। (তিরমিযী বলেন) বেশিরভাগ হাদীস হতে অনুমতির কথাই প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "নামাযী এবং মুসাফির ব্যতীত কারো জন্য 'ইশার নামাযের পর কথাবার্তা বলা জায়িয নেই"।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْتِ الأَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ প্রথম ওয়াক্তের ফাযীলাত।

١٧٠. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ عَمَّتِهِ

أُمِّ فَرْوَةَ- وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ ، قَالَتْ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٤٥٢›، «المشكاة» ‹٦٠٧›.**

১৭০। কাসিম ইবনু গান্নাম (রাহঃ) হতে তাঁর ফুফু ফারওয়া (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বাই'আত গ্রহণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? তিনি বললেন, আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে নামায আদায় করা। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৪৫২), মিশকাত– (৬০৭)।**

١٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي يَعْفُوْرَ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ : أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : «الصَّلَاةُ عَلٰى مَوَاقِيْتِهَا»، قُلْتُ : وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ : وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ». **صحيح : ق.**

১৭৩। আবূ আমর আশ-শাইবানী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল, কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? তিনি বললেন, আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছেন ঃ নির্দিষ্ট ওয়াক্তসমূহে নামায আদায় করা। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরপর কোন কাজটি সবচেয়ে ভাল? তিনি বললেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করা। **–সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। মাসউদী, শুবা এবং সুলাইমান (আবূ ইসহাক শাইবানী) এবং আরো অনেকে এই হাদীসটি ওয়ালিদ ইবনু আইযারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

١٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ، حَتَّى قَبَضَهُ اللّٰهُ. **حسن : «المشكاة» ‹٦٠٨›.**

১৭৪। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার কোন নামায শেষ ওয়াক্তে আদায় করেননি। এমনকি এ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তুলে নেন।

–হাসান। মিশকাত– (৬০৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। আর হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (পরস্পর সংযোজিত) নয়। ইমাম শাফিঈ বলেন, প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করা খুবই ভাল। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার ও 'উমার (রাঃ) প্রথম ওয়াক্তেই নামায আদায় করতেন। তা হতে প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্তের শেষ সময়ের উপর প্রথম সময়ের ফাযীলাত রয়েছে। বেশি ফাযীলাতের জিনিসই তাঁরা গ্রহণ করতেন, তাঁরা ফাযীলাতপূর্ণ কাজ ছেড়ে দেননি। প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় করাই ছিল তাদের আমল। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ আবুল ওয়ালীদ মাক্কী এই উদ্ধৃতিটি ইমাম শাফিঈ হতে বর্ণনা করেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ আসরের নামাযের ওয়াক্ত ভুলে যাওয়া সম্পর্কে

١٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «اَلَّذِي تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٨٥› ق.**

১৭৫। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, (তার অবস্থা এরূপ) যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছু লুণ্ঠিত হল। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৮৫), বুখারী ও মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা ও নাওফাল ইবনু মুআবিয়া (রাঃ)-এর হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম যুহরীও এ হাদীসটি তাঁর সনদ পরম্পরায় ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন।

١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيلِ الصَّلاَةِ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ॥ ইমাম যদি বিলম্বে নামায আদায় করে তবে মুক্তাদীদের তা প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা সম্পর্কে

١٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا أَبَا ذَرٍّ! أُمَرَاءُ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ، يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ، فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ صَلَّيْتَ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، وَإِلاَّ كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٥٦› م.**

১৭৬। আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবূ যার! আমার পর এমনসব আমীর (রাষ্ট্রপ্রধান) ক্ষমতায় আসবে যারা নামাযকে হত্যা করে ফেলবে। অতএব তুমি সময়মত (আওয়াল ওয়াক্তে) নামায আদায় করে নিও। যদি তুমি নির্ধারিত সময়ে নামায (একাকি) আদায় করে নাও তাহলে পরে ইমামের সাথে আদায় করা নামায তোমার জন্য নফল

হিসাবে ধরা হবে। পরে তুমি যদি ইমামের সাথে আবার নামায না আদায় কর তাহলে তুমি নিজের নামাযের হিফাজাত করলে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৫৬), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ও 'উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে, আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ যার (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান। ইমাম যদি নামায আদায়ে দেরি করে, তাহলে যে কোন ব্যক্তি একা নামায আদায় করে নেবে। অতঃপর ইমামের সাথে আবার তা আদায় করবে। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের মতে প্রথমের নামায ফরয হিসাবে বিবেচ্য হবে। আবূ ইমরান আলজাওনী'র নাম 'আব্দুল মালিক ইবনু হাবীব।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ عَنِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ নামায আদায় না করে শুয়ে থাকা

١٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ : ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : «إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٩٨› م نحوه.

১৭৭। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 'নামাযের কথা ভুলে গিয়ে' ঘুমিয়ে থাকা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি বললেন ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নেই, জেগে থাকা অবস্থায় দোষ হবে। যখন তোমাদের কেউ নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা তা না আদায় করে ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে মনে পরার সাথে সাথে নামায আদায় করে নেবে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৯৮), মুসলিম, অনুরূপ।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, আবূ মারইয়াম, ইমরান ইবনু হুসাইন, জুবাইর ইবনু মুতইম, আবূ জুহাইফা, 'আমর ইবনু উমায়্যা ও যি-মিখবার (রাঃ) (তাঁকে যিমিখমারও বলা হয়ে থাকে। আর তিনি হলেন, নাজ্জাশীর ভাতিজা) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ কাতাদার হাদীসটি হাসান সহীহ। যদি কোন ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে যায় অথবা ঘুমে অচেতন থাকে, অতঃপর এমন সময় তার নামাযের কথা মনে হয় অথবা ঘুম ভাংগে যখন নামাযের ওয়াক্ত চলে গেছে, অথবা সূর্য উঠছে কিংবা ডুবছে– এরূপ অবস্থায় সে নামায আদায় করবে কি-না সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আহমাদ, ইসহাক, শাফিঈ এবং মালিক (রহঃ) বলেছেন, এরূপ ক্ষেত্রে সে নামায আদায় করে নেবে, চাই সেটা সূর্যোদয় অথবা ডুবে যাওয়ার সময়ই হোক না কেন। অপর দলের মতে, সূর্যোদয় ও অস্ত যাওয়ার সময় নামায আদায় করবে না, উদয় বা অস্ত শেষ হলেই নামায আদায় করবে।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেছে

١٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٩٦› ق.**

১৭৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায আদায়ের কথা ভুলে গেছে সে যেন (নামাযের কথা) মনে হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায় করে নেয়। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৯৬), বুখারী ও মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে সামুরা (রাঃ) ও আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে, আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি নামাযের কথা ভুলে গেছে, মনে হওয়ার সাথে সাথে সে তা আদায় করে নেবে, চাই নামাযের ওয়াক্ত থাক বা না থাক"। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। আবূ বাকরাহ (রাঃ) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, "একবার তিনি ঘুমের ঘোরে আসরের নামাযের ওয়াক্ত কাটিয়ে দিলেন, এমনকি সূর্য ডুবার সময় তিনি জেগে উঠলেন। অতঃপর সূর্যাস্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নামায আদায় করলেন না।" কুফার আলিমগণ (আবূ হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) এই মত গ্রহণ করেছেন। (তিরমিযী বলেন) কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা 'আলী (রাঃ)-এর মত গ্রহণ করেছেন।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ تَفُوْتُهُ الصَّلَوَاتُ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ যার একাধারে কয়েক ওয়াক্তের নামায ছুটে গেছে সে কোন ওয়াক্ত হতে শুরু করবে

١٧٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ : إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ. **حسن : «الإرواء» (٢٥٧/١).**

১৭৯। আবূ উবাইদা ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (লড়াইয়ে বিব্রত করে) চার ওয়াক্ত নামায হতে নিবৃত্ত রাখে। পরিশেষে আল্লাহর ইচ্ছায় যখন কিছু রাত চলে গেল তখন তিনি বিলালকে আযান দেওয়ার নির্দেশ

দিলেন। তিনি আযান দিলেন এবং ইক্বামাত বললেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুহরের নামায আদায় করালেন। অতঃপর বিলাল ইক্বামাত দিলে তিনি আসরের নামায আদায় করালেন। অতঃপর বিলাল ইক্বামাত দিলে তিনি মাগরিবের নামায আদায় করালেন। অতঃপর বিলাল ইক্বামাত দিলে তিনি 'ইশার নামায আদায় করালেন।

–হাসান, ইরওয়া– (১/২৫৭)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ ও জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর হাদীসের সনদের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু আবূ উবাইদা সরাসরি আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট কিছু শুনেননি। এ হাদীসের ভিত্তিতে এক দল বিদ্বান বলেছেন, একসাথে কয়েক ওয়াক্তের নামায ছুটে গেলে তার কাযা করার সময় প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য পৃথকভাবে ইক্বামাত দিবে, তবে ইক্বামাত না দিলেও চলে। ইমাম শাফিঈ এ মত গ্রহণ করেছেন।

١٨٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ، حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «وَاللّٰهِ إِنْ صَلَّيْتُهَا»، قَالَ : فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ. صحيح: ق.

১৮০। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, খন্দকের যুদ্ধের দিন 'উমার (রাঃ) কুরাইশ কাফিরদের গালি দিতে দিতে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সূর্য ডুবে গেল অথচ আমি আসরের নামায আদায় করার সুযোগ পেলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমিও তা আদায় করার সুযোগ পাইনি। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমরা বুতহান নামক উপত্যকায় গিয়ে নামলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূ করলেন, আমরাও ওযূ করলাম। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায় করলেন, এরপর মাগরিবের নামায আদায় করলেন। –সহীহ্– **বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى أَنَّهَا الْعَصْرُ، وَقَدْ قِيْلَ : إِنَّهَا الظُّهْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ মধ্যবর্তী নামায আসরের নামায। তা যুহরের নামায বলেও কথিত আছে

١٨١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو النَّضْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «صَلاَةُ الْوُسْطٰى : صَلاَةُ الْعَصْرِ». **صحيح : «المشكاة» ‹٦٣٤› م.**

১৮১। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হচ্ছে আসরের নামায। –সহীহ্। **মিশকাত– (৬৩৪), মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

١٨٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «صَلاَةُ الْوُسْطٰى : صَلاَةُ الْعَصْرِ». **صحيح بما قبله : المصدر نفسه.**

১৮২। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মধ্যবর্তী নামায হল আসরের নামায। –**সহীহ্। মিশকাত– (৬৩৪),** মুসলিম।

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না কুরাইশ ইবনু আনাস হতে, তিনি হাবীব ইবনু আনাস হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হাবীব) বলেন, মুহাম্মাদ

ইবনু সীরীন আমাকে বললেন ঃ তুমি হাসানকে জিজ্ঞেস কর তিনি 'আক্বীক্বাহ্ সংক্রান্ত হাদীসটি কার নিকট হতে শুনেছেন? ফলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, আমি তা সামুরাহ্ ইবনু জুনদাবের নিকট শুনেছি।

আবূ ঈসা বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল 'আলী ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনুল মাদীনী হতে তিনি কুরাইশ ইবনু আনাস এই সানাদে এ হাদীসটি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেন ঃ 'আলী (ইবনুল মাদীনী) বলেছেন, সামুরাহ্র নিকট হতে হাসানের হাদীস শ্রবণের বিষয়টি সঠিক। উপরে বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি এর প্রমাণ পেশ করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, ইবনু মাসঊদ, যাইদ ইবনু সাবিত, আইশা, হাফসা, আবূ হুরাইরা ও আবূ হাশিম ইবনু উতবা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ মুহাম্মাদ (বুখারী) বলেছেন, আলী ইবনু আবদুল্লাহ বলেছেন, সামুরার সূত্রে আল-হাসান হতে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ। তিনি (হাসান) তাঁর নিকটে এ হাদীস শুনেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন– সামুরার হাদীসটি হাসান।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈ 'আসরের নামাযকেই মধ্যবর্তী নামায বলেছেন। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) যুহরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায বলেছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) ও ইবনু 'উমার (রাঃ) ফযরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায বলেছেন। –সহীহ্। বুখারী, দেখুন– (১৪৭৮)।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ 'আসর ও ফযরের নামাযের পর অন্য কোন নামায আদায় করা মাকরূহ

১৮৩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ– وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ–، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ.

حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاَةِ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٥٠› ق.

১৮৩। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবীর নিকট হতে এ হাদীস শুনেছি যাদের মধ্যে 'উমার (রাঃ)-ও ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন আমার নিকট বেশি প্রিয়। (তাঁরা বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত এবং 'আসরের নামাযের পর সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৫০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, ইবনু মাসঊদ, 'উকবা ইবনু 'আমির, আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার, সামুরা ইবনু জুনদুব, সালামা ইবনুল আকওয়া, যাইদ ইবনু সাবিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, মু'আয ইবনু আফরাআ, সুনাবিহী, 'আয়িশাহ্, কা'ব ইবনু মুররা, আবূ উমামা, 'আমর ইবনু 'আবাসা, ইয়া'লা ইবনু উমাইয়া এবং মু'আবিয়া (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত এই হাদীসটি হাসান সহীহ। সুনাবিহী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে সরাসরি কোন হাদীস শুনেননি।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ ফকীহ্ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীগণ ফযর নামাযের পর হতে সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন নামায আদায় করা মাকরূহ বলেছেন, কিন্তু ছুটে যাওয়া (ফওত হওয়া ফরয) নামায ফযর ও আসরের পর আদায় করা যাবে। 'আলী ইবনুল মাদীনী– ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদের সূত্রে, তিনি শু'বার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি (শু'বা) বলেছেন, কাতাদা আবুল 'আলীয়ার নিকট হতে তিনটি কথা ছাড়া আর কিছুই শুনেননি।

এক. 'উমার (রাঃ)-এর হাদীস– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং ফযরের নামাযের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

দুই. ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীস– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "কারো পক্ষে এটা শোভা পায় না যে, সে দাবি করবে, আমি ইউনুস (আঃ) ইবনু মাত্তার চেয়ে উত্তম"।

তিন. আলী (রাঃ)-এর হাদীস– 'বিচারক তিন রকমের হয়ে থাকে।'

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের পূর্বে নফল নামায আদায় করা

١٨٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، لِمَنْ شَاءَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٦٢› ق.**

১৮৫। আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক দুই আযানের মাঝখানে নামায আছে, যে চায় তা আদায় করতে পারে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৬২), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। মাগরিবের নামাযের পূর্বে (অতিরিক্ত) নামায আদায় সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। তাদের কতেকের মত হল, মাগরিবের (আযানের পর এবং ইক্বামাতের) পূর্বে কোন নামায না আদায় করাই শ্রেয়। অপর দিকে একাধিক সাহাবা মাগরিবের আযান ও ইক্বামাতের মাঝখানে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, কেউ যদি এ দুই রাক'আত নামায আদায় করে তবে সে ভালোই করে এ দু'রাক'আত আদায় করে নেয়াটা মুস্তাহাব।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত নামায পেয়েছে

١٨٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الْأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٩٩و٦٧٠› ق.**

১৮৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফযরের এক রাক'আত (ফরয নামায) পেল সে ফযরের নামায পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেল সেও আসরের নামায পেল।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৭০, ৬৯৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক ও আমাদের সাথীরা এ হাদীসকে তাদের দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে হাদীসে অর্পিত এ সুবিধা শুধু তারাই পাবে যাদের অজুহাত রয়েছে। যেমন কেউ ঘুমিয়ে ছিল এবং এমন সময় জেগেছে যখন সূর্য উঠা বা ডুবার উপক্রম হয়েছে, অথবা নামাযের কথা ভুলে গেছে এবং ঐ সময়ে মনে পড়েছে।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ মুক্বীম অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে আদায় করা

١٨٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَمَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ. قَالَ : فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ بِذٰلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. **صحيح : «الإرواء» (١/٥٧٩)، «صحيح أبي داود» (١٠٩٦) م.**

১৮৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় অথবা বৃষ্টিজনিত কারণ ছাড়াই মাদীনাতে যুহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগরিব ও 'ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। সা'ঈদ ইবনু যুবাইর বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, এরূপ করার পেছনে তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি বললেন, উম্মাতের অসুবিধা হ্রাস করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

–সহীহ্। ইরওয়া– (১/৫৭৯), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১০৯৬), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি তাঁর নিকট হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। জাবির ইবনু যাইদ, সা'ঈদ ইবনু যুবাইর এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু শাকীকও এ হাদীসটি তাঁর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু 'আব্বাসের সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ভিন্নরূপও বর্ণিত হয়েছে।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بَدْءِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ আযানের প্রবর্তন

١٨٩. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ الْأُمَوِيُّ : حَدَّثَنَا أَبِي : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : لَمَّا أَصْبَحْنَا، أَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ : «إِنَّ هٰذِهِ لَرُؤْيَا حَقٌّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدٰى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيْلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذٰلِكَ»، قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ، خَرَجَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَجُرُّ إِزَارَهُ، وَهُوَ يَقُوْلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ قَالَ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، فَذٰلِكَ أَثْبَتُ». **حسن : «ابن ماجه» (٧٠٦).**

১৮৯। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (যাইদ) বলেন, যখন সকাল হল, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তাঁকে (আমার) স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ "এটা নিশ্চয়ই বাস্তব (সত্য) স্বপ্ন। তুমি বিলালের সাথে যাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে উঁচু এবং লম্বা। তাকে বলে দাও যা তোমাকে বলা হয়েছে এবং এগুলো দিয়ে সে আযান দেবে।" যাইদ (রাঃ) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন নামাযের জন্য বিলালের আযান শুনতে পেলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি নিজের চাদর টানতে টানতে এবং এই বলতে বলতে আসলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহযোগে পাঠিয়েছেন! বিলাল যেমন বলেছে আমি তেমনই স্বপ্নে দেখেছি।' রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এটা আরো প্রবল হল। –হাসান। ইবনু মাজাহ– (৭০৬)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। অপর এক সূত্রে এ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা হয়েছে এবং তাতে আযানের শব্দ দুই দুই বার এবং ইকামাতের শব্দ এক একবার উল্লেখ রয়েছে। এই হাদীসটি ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু ‘আবদি রাব (রাঃ) হতে আর কোন সহীহ হাদীস বর্ণনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

আব্বাদ ইবনু তামীমের চাচা আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু আসিম হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ، فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ يُنَادِيْ بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِيْ ذٰلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوْا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِيْ بِالصَّلَاةِ! قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ». **صحيح : ق.**

১৯০। ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুসলমানরা যখন হিজরাত করে মাদীনায় আসলেন, তখন তারা আন্দাজ করে নামাযের জন্য একটা সময় ঠিক করে নিতেন এবং সে অনুসারে সমবেত হতেন। নামাযের জন্য কেউ আহ্বান করত না। একদিন তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন, খৃষ্টানদের মত একটি ঘন্টা বাজানো হোক। আবার কতেকে বললেন, ইয়াহূদীদের

মত শিংগা বাজানো হোক। রাবী বলেন, 'উমার (রাঃ) বললেন, নামাযের জন্য ডাকতে তোমরা কি একজন লোক পাঠাতে পার না?

রাবী বলেন, অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে বিলাল! ওঠো এবং নামাযের জন্য আহ্বান কর।

–সহীহ্– বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। ইবনু উমার হতে গারীব।

٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّرْجِيعِ فِي الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ॥ আযানে তারজী করা

١٩١. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ، وَجَدِّي- جَمِيْعًا-، عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَقْعَدَهُ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا. قَالَ إِبْرَاهِيْمُ : مِثْلَ أَذَانِنَا. قَالَ بِشْرٌ : فَقُلْتُ لَهُ : أَعِدْ عَلَيَّ، فَوَصَفَ الأَذَانَ بِالتَّرْجِيْعِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٠٨›.**

১৯১। আবূ মাহযুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের নিকট বসিয়ে আযানের প্রতিটি হরফ এক এক করে শিখিয়েছেন। (অধস্তন রাবী) ইবরাহীম বলেন, আমাদের আযানের মত। বিশর বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আমার সামনে পুনঃপাঠ করুন। তিনি তারজী সহকারে তা বললেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭০৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ মাহযুরা (রাঃ)-এর আযান সম্পর্কিত হাদীসটি সহীহ। এ হাদীসটি তাঁর নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। মক্কার পবিত্র ভূমিতে এ নিয়মেই আযান দেওয়া হয়। ইমাম শাফিঈ এ মতের সমর্থক।

١٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا عَفَّانُ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِالْوَاحِدِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عِشْرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةُ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً. **حسن صحيح : «ابن ماجه» <٧٠٩>.**

১৯২। আবূ মাহযুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁকে ঊনিশ বাক্যে আযান এবং সতের বাক্যে ইক্বামাত শিক্ষা দিয়েছেন। **–হাসান সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭০৯)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। আবূ মাহযুরা এর নাম সামুরা ইবনু মি'য়ার। কিছু মনীষী আযানের ব্যাপারে এ মত গ্রহণ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, আবূ মাহযুরা (রাঃ) ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতেন।

٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ॥ ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলা সম্পর্কে

١٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. **صحيح: «ابن ماجه» <٧٢٩، ٧٣٠>.**

১৯৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ)-কে আযানের শব্দগুলো দুইবার এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো এক একবার বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭২৯-৭৩০)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতক সাহাবা, তাবিঈন, ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের সমর্থক (ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলতে হবে)।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِدْخَالِ الْإِصْبَعِ فِي الْأُذُنِ عِنْدَ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ আযান দেওয়ার সময় কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢোকানো

١٩٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ، وَيُتْبِعُ فَاهُ هَا هُنَا، وَهَا هُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِيْ أُذُنَيْهِ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ- أُرَاهُ قَالَ- مِنْ أَدَمٍ، فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ، فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلّٰى إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلٰى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ : نُرَاهُ حِبَرَةً. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧١١›.**

১৯৭। আওন ইবনু আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবূ জুহাইফা) বলেন, আমি বিলাল (রাঃ)-কে আযান দিতে দেখলাম এবং তাঁকে এদিক সেদিক ঘুরতে ও মুখ ঘুরাতে দেখলাম। তাঁর (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রঙ্গীন তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। (রাবী বলেন) আমার ধারণা, তিনি (আবূ জুহাইফা) বলেছেন, এটা চামড়ার তাঁবু ছিল। বিলাল (রাঃ) ছোট একটা বর্শা নিয়ে সামনে আসলেন এবং তা বাতহার শিলাময় যমিনে গেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা সামনে রেখে নামায আদায় করলেন। তাঁর সামনে দিয়ে

কুকুর এবং গাধা চলে যেত। তাঁর গায়ে লাল চাদর ছিল। আমি যেন তাঁর পায়ের গোছার উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি। সুফিয়ান বলেন, আমার মনে হয় এটা ইয়ামানের তৈরী চাদর ছিল। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭১১)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জুহাইফার হাদীসটি হাসান সহীহ। মনীষীগণ আযানের সময় মুয়াযযিনের কানে আঙ্গুল দেওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম আওযাঈ ইক্বামাতের সময়ও কানে আঙ্গুল দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। আবূ জুহাইফা (রাঃ)-এর নাম ওয়াহ্ব ইবনু আব্দুল্লাহ আস্-সুয়াঈ।

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ أَحَقُّ بِالْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ ইমামই ইকামাত দেবার বেশি হকদার

٢٠٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُمْهِلُ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ، أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ. **حسن : «صحيح أبي داود» ‹٥٤٨› م.**

১৯৩। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন (তাঁর জন্য) প্রতীক্ষা করতে থাকতেন এবং ইক্বামাত দিতেন না। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (তাঁর ঘর হতে) বেরিয়ে আসতে দেখতেন তখনই নামাযের জন্য ইক্বামাত দিতেন। **–হাসান। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৫৪৮), মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জাবির ইবনু সামুরার এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এই সনদ ব্যতীত সিমাক হতে ইসরাঈলের কোন হাদীস জানা নেই। বিভিন্ন বিদ্বান এরূপই বলেছেন যে, মুয়াযযিন আযানের অধিকারী এবং ইমাম ইক্বামাতের অধিকারী (অর্থাৎ আযান মুয়াযযিনের ইচ্ছায় এবং ইমামের ইচ্ছায় ইক্বামাত দেয়া হবে)।

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ রাত থাকতে (ফযরের) আযান দেওয়া সম্পর্কে

٢٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». **صحيح : «الإرواء» ‹٢١٩› ق.**

১৯৪। সালিম (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা ইবনু উম্মু মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহার কর।
–সহীহ্। ইরওয়া– (২১৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, আইশা, উনাইসা, আনাস, আবূ যার ও সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসটি হাসান সহীহ।

রাত থাকতে আযান দেওয়ার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলেছেন, মুয়াযযিন রাতে সুব্হি সাদিকের আগে আযান দিলে তা জায়িয এবং এটা পুনর্বার দেওয়ার দরকার নেই। ইমাম মালিক, শাফিঈ, ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাকের এটাই মত। অন্য দল বলেছেন, রাত থাকতে আযান দিলে পুনরায় আযান দিতে হবে। সুফিয়ান সাওরী এই মত প্রকাশ করেছেন। হাম্মাদ আইউবের সূত্রে, তিনি নাফির সূত্রে, তিনি ইবনু উমারের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন ঃ "একদা বিলাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (তিনি বললেন) লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে।"

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) ও অন্যরা নাফির মাধ্যমে ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর নিকট হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীসটি বর্ণনা

করেছেন সেটাই সহীহ। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়। অতএব তোমরা (আবদুল্লাহ) ইবনু উম্মি মাকতূমের আযান না শুনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।"

আবদুল আযীয ইবনু আবূ রাওয়াদ নাফি'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ "উমার (রাঃ)-এর মুয়াযযিন রাত থাকতেই আযান দিলেন। 'উমার (রাঃ) তাকে আবার আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।"

এই বর্ণনাটিও সহীহ নয় কেননা নাফি' এবং উমারের মাঝখানের একজন রাবী ছুটে গেছে। সম্ভবতঃ হাম্মাদ ইবনু সালামা এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমারের বর্ণনাটিই সহীহ। একাধিক রাবী নাফির সূত্রে ইবনু উমারের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যুহরী সালিমের সূত্রে, তিনি ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়।"

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাম্মাদ হতে বর্ণিত হাদীসটি যদি সহীহ হয় তাহলে এই হাদীসের কোন অর্থ হয় না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়।" বিলাল (রাঃ) যখনি ফযর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁকে আবার আযান দেয়ার নির্দেশ দিতেন তাহলে তিনি কখনো এ কথা বলতেন না যে, "বিলাল রাত থাকতে আযান দেয়।" আলী ইবনুল মাদানী বলেন, হাম্মাদ ইবনু সালামা হতে, তিনি আইউব হতে, তিনি নাফি' হতে, তিনি ইবনু উমার হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে– বর্ণনাকৃত হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। হাম্মাদ ইবনু সালামা তা বর্ণনা করতে গিয়ে গোলমাল করেছেন।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ আযান হওয়ার পর মাসজিদ হতে চলে যাওয়া মাকরূহ

٢٠٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ : خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيهِ بِالْعَصْرِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَمَّا هٰذَا، فَقَدْ عَصٰى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. **حسن صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٣٣› م.**

২০৪। আবূ শা'সা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আসরের নামাযের আযান হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি মাসজিদ হতে বেরিয়ে চলে গেল। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করল।

–হাসান সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৩৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে উসমান (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসও রয়েছে। আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের মতে আযান হয়ে যাওয়ার পর কোন ব্যক্তির মাসজিদ হতে বেরিয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। হ্যাঁ, যদি ওযূ না থাকে কিংবা খুব দরকারী কাজ থাকে তবে ভিন্ন কথা। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, মুয়াযযিনের ইক্বামাতের আগ পর্যন্ত বের হওয়া জায়িয। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমাদের মতে, যার প্রয়োজন রয়েছে শুধু সে বের হতে পারে। আবূ শা'সার নাম সুলাইম ইবনু আসওয়াদ। আর তিনি আশ'আস ইবনু আবী শা'সার পিতা। এই হাদীস আশ'আস ও তার পিতা আবূ শা'সা হতে বর্ণনা করেছেন।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَذَانِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ সফরে থাকাকালে আযান দেওয়া

٢٠٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ : قَدِمْتُ عَلٰى

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِيْ، فَقَالَ لَنَا : «إِذَا سَافَرْتُمَا، فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٧٩› ق.**

২০৫। মালিক ইবনু হুওয়াইরিস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এবং আমার এক চাচাত ভাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসলাম। তিনি আমাদের বললেন ঃ "যখন তোমরা উভয়ে সফর করবে তখন আযান দেবে, ইক্বামাত বলবে, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে তোমাদের ইমামতি করবে"।

সহীহ। ইবনু মাজাহ- (৯৭৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। বেশিরভাগ 'আলিম এ হাদীস অনুযায়ী সফর অবস্থায় আযান দেওয়ার কথা বলেছেন এবং এটা পছন্দনীয় মনে করেছেন। কিছু সংখ্যক 'আলিম বলেছেন, শুধু ইক্বামাতই যথেষ্ট। আযান তো সে ব্যক্তিই দেবে যে মানুষকে সমবেত করতে চায়। প্রথম মতটিই বেশি সহীহ। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ মতেরই প্রবক্তা।

٤١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمَنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১ ॥ ইমাম যিম্মাদার এবং মুয়াযযিন আমানাতদার

٢٠٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللّٰهُمَّ! أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ».

صحيح : «المشكاة» ‹٦٦٣›، «الإرواء» ‹٢١٧›، «صحيح أبي داود» ‹٥٣٠›.

২০৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম হলো (নামাযের) যামিন এবং মুয়াযযিন হল আমানাতদার। হে আল্লাহ্! ইমামকে সৎপথ দেখাও এবং মুয়াযযিনকে মাফ কর।

সহীহ্। মিশকাত- (৬৬৩), ইরওয়া- (২১৭), সহীহ্ আবূ দাঊদ- (৫৩০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ সাহল ইবনু সা'দ ও 'উকবা ইবনু 'আমির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরার হাদীসটি আ'মাশের সূত্রে একাধিক রাবী বর্ণনা করেছেন। এটা আবূ সালিহ হতে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ আমি আবূ যুর'আকে বলতে শুনেছি, আবূ হুরাইরার নিকট হতে বর্ণিত হাদীসটি বেশি সহীহ। কিন্তু ইমাম বুখারী 'আয়িশাহ্ নিকট হতে বর্ণিত হাদীসটিকে বেশি সহীহ বলেছেন। কিন্তু 'আলী ইবনুল মাদীনী এর কোনটিকেই শক্তিশালী মনে করেন না।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ আযান শুনে যা বলতে হবে

٢٠٨. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ». **صحيح: «ابن ماجه» ‹٧٢٠› ق.**

২০৮। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তাই বল।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭২০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ রাফি', আবূ হুরাইরা, উম্মু হাবীবা, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, 'আবদুল্লাহ ইবনু রাবী'আহ্, 'আয়িশাহ্, মু'আয ইবনু আনাস ও মু'আবিয়া (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ সা'ঈদের হাদীসটি হাসান সহীহ। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে মালিকের বর্ণনাটিই বেশি সহীহ।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الأَذَانِ أَجْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ

٢٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ- وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ-، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ : إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، أَنِ : «اتَّخِذ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلى أَذَانِهِ أَجْرًا».

صحيح : «ابن ماجه» ‹٧١٤›.

২০৯। ‘উসমান ইবনু আবুল ‘আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট হতে সর্বশেষ যে ওয়াদা নিয়েছিলেন তা ছিল ঃ আমি এমন একজন মুয়াযযিন রাখব যে আযানের বিনিময়ে মাহিনা নেবে না।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭১৪)।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘উসমানের হাদীসটি হাসান সহীহ্। বিশেষজ্ঞ ‘আলিমগণ আযান দিয়ে মাহিনা গ্রহণ করা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা এটাই পছন্দ করেছেন যে, মুয়াযযিন আযানের বিনিময়ে নেকীর প্রত্যাশী হবেন।

٤٤) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ মুয়াযযিনের আযান শুনে যে দু‘আ পাঠ করতে হবে

٢١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحَكِيْمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً، وَبِالإِسْلَامِ، دِيْنًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». صحيح: «ابن ماجه» ‹٧٢١›م.

২১০। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াককাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলবে, "ওয়া আনা আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান ওয়া বিল-ইসলামি দীনান ওয়া বি-মুহাম্মাদিন রাসূলান" আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭২১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান, সহীহ গারীব। উপরিউক্ত সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

٤٥) بَابٌ مِنْهُ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫ ॥ পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের পরিপূরক

٢١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٢٢› خ.**

২১১। জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে, "হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নৈকট্য ও

মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে তোমার ওয়াদাকৃত প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও” তার জন্য কিয়ামাতের দিন আমার শাফাআত ওয়াজিব হবে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭২২), বুখারী।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ এবং (মুনকাদিরের বর্ণনায়) গারীব। মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদিরের নিকট হতে শুয়াইব ইবনু আবী হামযাহ ব্যাতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবূ হামযাহ এর নাম দীনার।

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَنَّ الدُّعَاءَ لاَيُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ، وَالْإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬ ॥ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু‘আ ব্যর্থ হবে না

٢١٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُوْ أَحْمَدَ، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اَلدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ». **صحيح : «المشكاة» ‹٦٧١›، «الإرواء» ‹٢٤٤›، «صحيح أبي داود» ‹٥٣٤›.**

২১২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু‘আ ফেরত দেয়া হয় না। **–সহীহ্, মিশকাত– (৬৭১), ইরওয়া– (২৪৪), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৫৩৪)।**

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইবনু ইসহাকও তাঁর সনদ পরম্পরায় আনাস (রাঃ) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤٧) بَابُ مَا جَاءَ كَمْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭ ॥ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন

٢١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النِّيسَابُورِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ : نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ.

صحيح : ق.

২১৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মিরাজের রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্তে সীমাবদ্ধ করা হয়। অতঃপর ঘোষণা করা হল, হে মুহাম্মাদ! আমার নিকট কথার কোন অদল বদল নাই। তোমার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সাওয়াব রয়েছে।

–সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে উবাদা ইবনু সামিত, তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ, আবূ কাতাদা, আবূ যার, মালিক ইবনু সাসাআ এবং আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮ ॥ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ফাযীলাত

٢١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

قَالَ : «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ». صحيح : «التعليق الرغيب» ‹١/١٣٧›.

২১৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং জুমু'আর নামায হতে পরবর্তী জুমু'আর নামাযে তার মাঝখানে সংঘটিত (ছোটখাট) গুনাহসমূহের কাফফারা (ক্ষতিপূরণ) হয়ে যায়; তবে শর্ত হল কাবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে হবে। **–সহীহ্। তা'লীকুর রাগীব– (১/১৩৭)।**

এ অনুচ্ছেদে জাবির, আনাস ও হানযালা আল-উসায়দী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ জামা'আতে নামায আদায়ের ফাযীলাত

٢١٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَىٰ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٨٩› ق.**

২১৫। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির একাকি আদায়কৃত নামাযের উপর জামা'আতে আদায়কৃত নামাযের সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা রয়েছে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৮৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, উবাই ইবনু কা'ব, মুআয ইবনু জাবাল, আবূ সাঈদ, আবূ হুরাইরা ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ।

একইভাবে নাফি হতে ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে একই অর্থের অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আছে ঃ "জামা'আতের নামায একাকি নামাযের তুলনায় সাতাশ গুণ বেশি মর্যাদা রাখে।"

এ সম্পর্কিত অন্যান্য সব বর্ণনায়ই পঁচিশ গুণের কথা উল্লেখ রয়েছে, শুধু ইবনু উমারের বর্ণনায় সাতাশ গুণের কথা উল্লেখ আছে।

٢١٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِينَ جُزْءًا». صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٨٦، ٧٨٧› ق.

২১৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতের নামায তার একাকি নামাযের তুলনায় পঁচিশ গুণ (সাওয়াব) বৃদ্ধি পায়।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৮৬, ৭৮৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٥٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫০ ॥ আযান শুনে যে ব্যক্তি তাতে সাড়া না দেয় (জামা'আতে উপস্থিত না হয়)

٢١٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامُ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ». صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٩١› ق.

২১৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার যুবকদের কাঠের স্তূপ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেই, অতঃপর নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং ইক্বামাত বলা হবে (নামায শুরু হয়ে যাবে), অতঃপর যেসব লোক নামাযে উপস্থিত হয়নি তাদের (ঘরে) আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেই।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৯১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, আবূ দারদা, ইবনু ‘আব্বাস, মু‘আয ইবনু আনাস ও জাবির (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস রয়েছে।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্।

নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বহু সংখ্যক সাহাবী হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনার পরও জামা‘আতে উপস্থিত হয়নি তার কোন নামায নেই। কিছু বিশেষজ্ঞ ‘আলিম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা‘আতের গুরুত্ব বুঝাতে এবং জামা‘আতে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করার জন্য এরূপ বলেছেন। কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া কারো পক্ষে জামা‘আতে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি নাই।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫১ ॥ যে ব্যক্তি একাকী নামায আদায়ের পর আবার জামা‘আত পেল

٢١٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ : حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِيْ مَسْجِدِ

الْخَيْفِ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانحَرَفَ، إِذَا هُوَبِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ. لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ، فَقَالَ : «عَلَيَّ بِهِمَا»، فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ : «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟!»، فَقَالَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا، قَالَ : «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».

صحيح : «المشكاة» (١١٥٢)، «صحيح أبي داود» (٥٩٠).

২১৯। জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (ইয়াযীদ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বিদায় হাজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি তাঁর সাথে (মিনায় অবস্থিত) মাসজিদে খাইফে ফযরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষ করে তিনি মোড় ফিরলেন। তিনি লোকদের এক প্রান্তে দুই ব্যক্তিকে দেখলেন, তারা তাঁর সাথে নামায আদায় করেনি। তিনি বললেন ঃ এদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তাদেরকে নিয়ে আসা হল, (কিন্তু ভয়ে) তাদের ঘাড়ের রগ কাঁপছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ আমার সাথে নামায আদায় করতে তোমাদের উভয়কে কিসে বাধা দিল? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বাড়িতে নামায আদায় করে এসেছি। তিনি বললেন ঃ এরূপ আর করবে না। তোমরা বাড়িতে নামায আদায়ের পর যদি মাসজিদে এসে জামা'আত হতে দেখ, তাহলে তাদের সাথে আবার নামায আদায় করবে। এটা তোমাদের উভয়ের জন্য নফল হবে।

–সহীহ্। মিশকাত– (১১৫২), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৫৯০)।

এ অনুচ্ছেদে মিহজান ও ইয়াযীদ ইবনু 'আমির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইয়াযিদ ইবনু আসওয়াদের হাদীসটি হাসান সহীহ। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, কোন ব্যক্তি একাকি নামায আদায়ের পর আবার জামা'আত পেলে পুনরায়

নামায আদায় করে নেবে। যদি সে মাগরিবের নামায একাকি আদায়ের পর জামা'আত পায় তাহলে জামা'আতের সাথে তিন রাক'আত পড়ার পর সে আরো এক রাক'আত মিলিয়ে আদায় করবে। সে পূর্বে একাকী যে নামায আদায় করল সেটা তাদের মতে ফরয হিসেবে গণ্য হবে।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ ৫২ ॥ মাসজিদে এক জামা'আত হয়ে যাবার পর আবার জামা'আত করা

٢٢٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِي الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : «أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هٰذَا؟»، فَقَامَ رَجُلٌ، فَصَلَّى مَعَهُ. **صحيح : «المشكاة» <١١٤٦>، «الإرواء» <٥٣٥>، «الروض النضير» <٩٧٩>.**

২২০। আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এমন সময় (মাসজিদে) আসল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করে নিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করতে চায়? এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তার সাথে নামায আদায় করল।

—সহীহ্। মিশকাত— (১১৪৬), ইরওয়া— (৫৩৫), রাওযুন নাযীর— (৯৭৯)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ উমামা, আবূ মূসা ও হাকাম ইবনু 'উমাইর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ সা'ঈদ বর্ণিত হাদীসটি হাসান। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক **বিশেষজ্ঞ** সাহাবা এবং তাবিঈদের মতে ঃ মাসজিদে জামা'আত হওয়ার **পর কিছু** লোক একত্র হয়ে আবার জামা'আত করে নামায আদায় করে নিলে এতে কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও এমন কথা বলেছেন। **অপর** একদল বিদ্বান বলেছেন, প্রথম জামা'আত হওয়ার পরে

আসা লোকেরা একাকি নামায আদায় করবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, মালিক ও শাফিঈ একাকি নামায আদায় করা পছন্দ করেছেন। সুলাইমান আন-নাজী বাসরীকে সুলাইমান ইবনু আস্ওয়াদও বলা হয়। আবুল মুতাওয়াক্কিলের নাম আলী ইবনু দাউদ।

٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৩ ॥ ফযর ও 'ইশার নামায জামা'আতে আদায়ের ফাযীলাত

٢٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٥٥٥› م.**

২২১। উসমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তার জন্য অর্ধরাত (নফল) নামায আদায়ের সাওয়াব রয়েছে। যে ব্যক্তি 'ইশা ও ফযরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে তার জন্য সারারাত (নফল) নামায আদায়ের সমপরিমাণ সাওয়াব রয়েছে।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৫৫৫), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, আবূ হুরাইরা, আনাস, 'উমারাহ ইবনু রুআইবা, জুনদাব, উবাই ইবনু কা'ব, আবূ মূসা ও বুরাইদা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উসমান হতে বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ্। আব্দুর রহমানের সূত্রে হাদীসটি উসমান হতে মাওকুফভাবেও বর্ণিত হয়েছে। আবার বিভিন্ন সূত্রে উসমান হতে মারফূরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ : أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِيْ ذِمَّتِهِ». **صحيح : «التعليق الرغيب» ‹١/١٤١ و ١٦٣› م.**

২২২। জুনদাব ইবনু সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ফযরের নামায আদায় করল সে আল্লাহর হিফাজাতে চলে গেল। অতএব তোমরা আল্লাহ তা'আলার হিফাজাতকে চূর্ণ কর না, তুচ্ছ মনে কর না।

সহীহ্। তালীকুর রাগীব– (১/১৪১, ১৬৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٢٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ الْكَحَّالِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَوْسٍ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٨١-٧٧٩›**

২২৩। বুরাইদা আল-আসলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যারা অন্ধকার পার হয়ে মাসজিদে যায় তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুখবর দাও।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৭৯-৭৮১)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি এই সনদে মারফূ গারীব। সহীহ্ সনদে হাদীসটি মাওকুফ।

٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফাযীলাত

٢٢٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». **صحيح : «ابن ماجه» (١٠٠٠، ١٠٠١).**

২২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষ লোকদের জন্য প্রথম কাতার হচ্ছে সবচেয়ে ভাল এবং খুবই খারাপ হচ্ছে সবার পেছনের কাতার। স্ত্রীলোকদের জন্য সবার পেছনের কাতার সবচেয়ে ভাল এবং খুবই খারাপ হচ্ছে প্রথম কাতার। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০০০-১০০১)।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, ইবনু 'আব্বাস, আবূ সা'ঈদ, উবাই, 'আয়িশাহ্, ইরবায ইবনু সারিয়াহ ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ।

বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কাতারের লোকদের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

٢٢٥. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْ أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ».

صحيح : «ابن ماجه» (٩٩٨) ق.

২২৫। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা যদি জানতে পারত আযান দেওয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর মধ্যে কত সাওয়াব রয়েছে, তাহলে তাদের এতো ভীড় হত যে, শেষ পর্যন্ত লটারি করে ঠিক করতে হত (কে আযান দেবে এবং কে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে)। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৯৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইসহাক ইবনু মূসা আনসারী, তিনি মা'ন হতে, তিনি মালিক হতে, তিনি সুমাই হতে তিনি আবূ সালিহ্ হতে তিনি আবূ হুরাইরা হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে।

٢٢٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ......... نَحْوَهُ.

২২৬। এ হাদীসটি কুতাইবা মালিকের সূত্রে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِقَامَةِ الصُّفُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ কাতার সমান্তরাল করা সম্পর্কে

٢٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا، فَرَأَى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ، عَنِ الْقَوْمِ فَقَالَ : «لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٩٤› ق.**

২২৭। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সমান করে দিতেন। একদিন তিনি (ঘর হতে) বের হয়ে এসে দেখলেন, এক ব্যক্তির বুক কাতারের বাইরে এগিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা তোমাদের সারিগুলো সোজা করে দাঁড়াবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মুখমণ্ডলে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৯৪), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু সামুরা, বারাআ, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ, **আনাস,** আবূ হুরাইরা ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও বর্ণনাকৃত হাদীস রয়েছে। **আবূ 'ঈসা বলেন ঃ** নু'মান ইবনু বাশীরের হাদীসটি হাসান সহীহ।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ কাতার ঠিক করা নামায পরিপূর্ণ করার অন্তর্ভুক্ত।

উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি কাতার ঠিক করার জন্য একজন লোক নিযুক্ত করতেন। যে পর্যন্তনা তাঁকে জানানো না হত যে, কাতার সোজা হয়েছে সে পর্যন্ত তিনি তাকবির (তাহরীমা) বলতেন না। উসমান এবং আলী (রাঃ) এদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন এবং তারা বলতেন, তোমরা সোজা হও। আলী (রাঃ) তো নাম ধরেই বলতেন, অমুক একটু আগাও, অমুক একটু পিছাও।”

٥٦) بَابُ مَا جَاءَ لِيَلِيَنِّيْ مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ঃ তোমাদের মধ্যকার বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীরা আমার নিকটে দাঁড়াবে

٢٢٨. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، «لِيَلِيَنِّيْ مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهٰى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، وَلاَ تَخْتَلِفُوْا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٦٧٩› م.**

২২৮। আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও বুদ্ধিমান তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়; অতঃপর যারা (উভয় গুণে) এদের নিকটবর্তী; অতঃপর যারা এদের নিকটবর্তী। আঁকাবাঁকা (কাতারে) দাঁড়িও না, তাতে তোমাদের অন্তরসমূহ আলাদা হয়ে যাবে। সাবধান! মাসজিদকে বাজারে পরিণত কর না (হৈ চৈ করে)।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৬৭৯), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে উবাই ইবনু কা’ব, আবূ মাসঊদ, আবূ সা’ঈদ, বারাআ ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসঊদের হাদীসটি হাসান সহীহ গারীব।

বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের নিজের নিকট দাঁড়ানোকে পছন্দ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিকট হতে তারা (নামাযের নিয়ম কানুন সঠিকভাবে) শিখে নেবে।

খালিদ আল-হায্যা তিনি হলেন, খালিদ ইবনু মিহরান, উপনাম আবুল মানাযিল। তিরমিযী বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে বলতে শুনেছি, বলা হয়ে থাকে যে, খালিদ আল-হায্যা কখনো জুতা পরিধান করেননি। হায্যা'র নিকট বসতেন বলে তাকে হায্যা বলা হয়। আবূ মা'শার-এর নাম যিয়াদ ইবনু কুলাইব।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৭ ॥ খাম্বাসমূহের (খুঁটির) মাঝখানে কাতার করা মাকরূহ

٢٢٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ، قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيْرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ، فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : كُنَّا نَتَّقِيْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. **صحيح : «ابن ماجه» (١٠٠٢).**

২২৯। আবদুল হামীদ ইবনু মাহমূদ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা জনৈক আমীরের পেছনে নামায আদায় করলাম। লোকের এত ভীড় হল যে, আমরা বাধ্য হয়ে দুই খুঁটির মাঝখানে নামাযে দাঁড়ালাম। যখন নামায শেষ করলাম, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে (এভাবে দাঁড়ানো) এড়িয়ে যেতাম। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০০২)।**

এ অনুচ্ছেদে কুররা ইবনু ইয়াস আল-মুযানী (রাঃ) হতেও বর্ণিত হাদীস আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনাকৃত হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে, দুই খুঁটির মাঝখানে নামাযের কাতার করা মাকরূহ। কিছু বিশেষজ্ঞ 'আলিম এর অনুমতি দিয়েছেন।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা

٢٣٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ، قَالَ : أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ بِيَدِيْ، وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَقَامَ بِيْ عَلَى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ- مِنْ بَنِيْ أَسَدٍ- فَقَالَ زِيَادُ : حَدَّثَنِيْ هٰذَا الشَّيْخُ : أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ- وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ- فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُعِيْدَ الصَّلاَةَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٠٤›.**

২৩০। হিলাল ইবনু ইয়াসাফ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যিয়াদ ইবনু আবুল যা'দ আমার হাত ধরলেন। এ সময়ে আমরা রাক্কা নামক জায়গায় ছিলাম। তিনি আমাকে এক মুরুব্বির নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন আসাদ গোত্রের ওয়াবিসা ইবনু মা'বাদ (রাঃ)। যিয়াদ বললেন, আমাকে এই মুরুব্বি বলেছেন, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল। মুরুব্বি লোকটি শুনছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার নামায আদায়ের নির্দেশ দিলেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০০৪)।**

এ অনুচ্ছেদে 'আলী ইবনু শাইবান ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ঈসা বলেন ঃ ওয়াবিসার হাদীসটি হাসান। কিছু বিশেষজ্ঞ আলিম কাতারের পেছনে একাকি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, কেউ এভাবে নামায আদায় করলে তাকে আবার নামায আদায় করতে হবে। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন। অপর দল বলেছেন, নামায হয়ে যাবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ এমত গ্রহণ করেছেন। কূফাবাসীদের একদল ওয়াবিসার হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, সারির পেছনে একাকি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তা আবার আদায় করতে হবে। এদের মধ্যে রয়েছেন হাম্মাদ, ইবনু আবূ লাইলা ও ওয়াকী'।

হিলাল ইবনু ইয়াসাফের নিকট হতে প্রাপ্ত হুসাইনের হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবুল আহওয়াস যিয়াদ ইবনু আবুল যাদ হতে, তিনি ওয়াবিসা হতে বর্ণনা করেছেন। হুসাইনের হাদীস হতে জানা যায়, হিলাল ওয়াবিসার সাক্ষাত পেয়েছেন। এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। কিছু লোক বলেছেন, হিলালের নিকট হতে 'আমর ইবনু মুররা হতে বর্ণিত হাদীসটি বেশি সহীহ। আবার কিছু লোক বলেছেন, হিলালের নিকট হতে হুসাইনের বর্ণিত হাদীসটি অধিক সহীহ্। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ শেষের বর্ণনাটিই বেশি সহীহ। কেননা এই বর্ণনাটি হিলাল ছাড়াও অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٢٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ : أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. **صحيح : انظر الذي قبله.**

২৩১। ওয়াবিসা ইবনু মা'বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলো। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার নামায আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

–সহীহ্। দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি জারূদকে বলতে শুনেছি, তিনি ওয়াকীকে বলতে শুনেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করলে তাকে আবার ঐ নামায আদায় কঁরতে হবে।

٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ رَجُلٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ দুই ব্যক্তির একসাথে নামায আদায় করা

٢٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْعَطَّارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ كُرَيْبٍ– مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ–، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِيْ مِنْ وَرَائِيْ، فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٦٢٣ و ١٢٣٧› ق.**

২৩২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করলাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথার পেছনের চুল ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন।–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৬২৩, ১২৩৩), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের মতে, ইমামের সাথে মাত্র একজন মুক্তাদী হলে সে তার (ইমামের) ডান পাশে দাঁড়াবে।

٦١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ ইমামের সাথে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয় ধরনের মুক্তাদী থাকলে

٢٣٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ : «قُوْمُوْا، فَلْنُصَلِّ بِكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ، مِنْ طُوْلِ مَالُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

صحيح : ق.

২৩৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাঁর নানী মুলাইকা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলেন। তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। তিনি তা খেলেন, অতঃপর বললেন ঃ উঠো, তোমাদের সাথে নামায আদায় করব। আনাস (রাঃ) বলেন, নামায আদায়ের জন্য আমি একটি কালো পুরানো চাটাই নিলাম। এটাকে পরিষ্কার ও নরম করার জন্য পানি ছিটিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উপর দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম (ছেলে)-ও তার উপর তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। বুড়ো নানী আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে এভাবে দুই রাক'আত নামায আদায় করার পর চলে গেলেন। **–সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ। বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি ইমাম ছাড়া মুক্তাদীর সংখ্যা পুরুষ স্ত্রী মিলিয়ে দু'জন হয় তবে পুরুষ লোকটি ইমামের ডান পাশে এবং স্ত্রীলোকটি তাদের পেছনে দাঁড়াবে। কিছু 'আলিম এ হাদীসের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, কাতারের পেছনে একাকি দাঁড়িয়ে কোন ব্যক্তি নামায আদায় করলে তার নামায জায়িয হবে। কেননা আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে একা দাঁড়িয়েছিলেন। যেসব বালক তার সাথে দাঁড়িয়েছিল তাদের উপর তো নামায ফরযই হয়নি। (তিরমিযী বলেন,) কিন্তু এ দলীল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। কেনান আনাসের সাথে বাচ্চাদের দাঁড় করানো এটাই প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালকদের জন্যও নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। অন্যথায় তিনি আনাসকে তাঁর ডান পাশেই দাঁড় করাতেন। মূসা ইবনু আনাস হতে আনাসের সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আনাস) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করলেন। তিনি তাকে নিজের ডান পাশে দাঁড় করালেন। এ হাদীস দ্বারা এটাও প্রমাণ হয় যে, তাদের ঘরে বারকাত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল আদায় করেছিলেন।

٦٢) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ কে ইমাম হওয়ার যোগ্য

٢٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً. فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِيْ سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسُ عَلَىٰ تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». قَالَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ : «أَقْدَمُهُمْ سِنًّا». **صحيح: «ابن ماجه» (٩٨٠) م.**

২৩৫। আওস ইবনু যাম'আজ (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরা'আন বেশি ভাল পড়তে জানে সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুর'আন পাঠে সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি বেশি হাদীস (সুন্নাহ) জানে। যদি সুন্নাহর বেলায়ও সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি প্রথম হিজরাত করেছে। যদি এ ব্যাপারেও সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি বয়সে বড়। কোন ব্যক্তি যেন অন্যের অধিকার ও প্রভাবিত এলাকায় তার সম্মতি ছাড়া ইমামতি না করে এবং তার অনুমতি ছাড়া তার বাড়িতে তার নির্দিষ্ট আসনে না বসে। মাহমূদ বলেন, ইবনু নুমাইর তাঁর হাদীসে (আকসারুহুম সিন্নান-এর স্থলে) 'আকদামুহুম সিন্নান' বর্ণনা করেছেন (যে ব্যক্তি বয়জ্যেষ্ঠ)।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৮০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ, আনাস ইবনু মালিক, মালিক ইবনু হুয়াইরিস ও 'আমর ইবনু সালামাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ মাসঊদের হাদীসটি হাসান সহীহ।

এ হাদীসের আলোকে বিদ্বানগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসে রাসূলে বেশি জ্ঞানী, সে-ই লোকদের ইমামতি করার বেশি হকদার। তাঁরা আরো বলেছেন, বাড়ির মালিক ইমামতি করার ব্যাপারে বেশি হকদার। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বাড়ির মালিকের সম্মতি বলে যে কেউ ইমামতি করতে পারে। কিন্তু অনেকে এটা পছন্দ করেননি। তাঁরা বলেছেন, বাড়ির মালিকের ইমামতি করাটাই সুন্নাত। ইমাম আহমাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ "অন্যের অধিকার ও প্রভাবিত এলাকায় কেউ যেন ইমামতি না করে এবং তার সম্মানের আসনে তার সম্মতি ছাড়া না বসে" –এখানে বসার সম্মতি দিলে তার মধ্যে ইমামতি করার আজ্ঞাও নিহিত রয়েছে। অনুমতি সাপেক্ষে ইমামতি করতেও দোষ নেই।

٦٣) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ ইমাম নামায সংক্ষিপ্ত করবে

٢٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٥٩› ق.**

২৩৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ লোকদের ইমামতি করলে সে যেন (নামায) সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে ছোট বালক, দুর্বল

ও অসুস্থ লোক থাকতে পারে। যখন সে একাকি নামায আদায় করে, বয়োবৃদ্ধ তখন নিজ ইচ্ছামত (দীর্ঘ করে) আদায় করতে পারে।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৭৫৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আদী ইবনু হাতিম, আনাস, জাবির ইবনু সামুরা, মালিক ইবনু 'আবদুল্লাহ, আবূ ওয়াকিদ, 'উসমান ইবনু আবুল আস, আবূ মাসঊদ, জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। দুর্বল, বৃদ্ধ ও রুগ্নদের কষ্ট হওয়ার আশংকায় বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন, ইমাম যেন নামায লম্বা না করে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবুয্ যান্নাদের নাম আব্দুল্লাহ ইবনু যাকওয়ান। আল-আ'রাজ হলেন, 'আব্দুর রহমান ইবনু হুরমুজ আল-মাদীনী তার উপনাম আবূ দাঊদ।

٢٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِيْ تَمَامٍ. **صحيح** : ق.

২৩৭। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব লোকের চেয়ে অধিক সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ নামায আদায়কারী ছিলেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ। –সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।

আবূ আউয়ানাহ'র নাম ওয়ায্যাহ্। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি কুতাইবাকে জিজ্ঞেস করলাম, আবূ আউয়ানাহ'র নাম কি? তিনি বললেন, ওয়ায্যাহ্। জিজ্ঞেস করলাম, কার ছেলে? তিনি বললেন, জানি না। তিনি বাসরার এক মহিলার দাস ছিলেন।

٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَحْرِيْمِ الصَّلَاةِ، وَتَحْلِيْلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ নামায শুরু এবং শেষ করার বাক্য

٢٣٨. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضِيْلِ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ طَرِيْفِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ : «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِـ {الْحَمْدُ} وَسُوْرَةٍ، فِيْ فَرِيْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٢٧٥-٢٧٦›.**

২৩৮। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের চাবি হল পবিত্রতা; তার তাহরীম হল শুরুতে 'আল্লাহু আকবার' বলা; তার তাহলীল হল (শেষে) সালাম বলা। যে ব্যক্তি আলহামদু লিল্লাহ (সূরা ফাতিহা) ও অন্য সূরা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি, চাই তা ফরয নামায হোক বা সুন্নাত নামায। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ–(২৭৫-২৭৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। সনদের বিচারে 'আলী (রাঃ)-এর হাদীস আবূ সা'ঈদের হাদীসের তুলনায় বেশি শক্তিশালী ও সহীহ যা তাহারাত অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাবিঈগণ এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করতে হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন যে আল্লাহু আক্‌বার বলা ছাড়া কেউ নামাযের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। আবদুর রহমান ইবনু মাহদী বলেছেন, কোন লোক যদি আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বই নামের যে কোন সত্তরটি নাম

নিয়ে নামায শুরু করে কিন্তু 'আল্লাহু আকবার' না বলে, তাহলে তার নামায হবে না। আর সালাম ফিরানোর আগ মুহূর্তে যদি কারো ওযূ ছুটে যায়, তাহলে আমি তাকে হুকুম করব, সে যেন আবার ওযূ করে নিজ স্থানে এসে সালাম ফিরায়। এ হাদীসের জাহিরী আপাতদৃষ্ট অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে। আবূ নাদরাহ'র নাম আল-মুনযির ইবনু মালিক ইবনু কুতায়াহ্।

٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَشْرِ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করা এবং ছড়িয়ে দেয়া

٢٤٠. قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا. **صحيح : «صفة الصلاة» ‹٦٧›، «التعليق على ابن خزيمة» ‹٤٥٩›، «صحيح أبي داود» ‹٧٣٥›.**

২৪০। সাঈদ ইবনু সামআন (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন নিজের উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে উপরে তুলতেন।

–সহীহ্। সিফাতুস্ সালাত– (৬৭), তা'লীক আ'লা ইবনু খুযাইমাহ– (৪৫৯), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৭৩৫)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুর রহমান বলেছেন, এই হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনুল ইয়ামানের হাদীস হতে অধিক সহীহ্।

٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ তাকবীরে উলার ফাযীলাত

٢٤١. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِيْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِيْ جَمَاعَةٍ، يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلٰى، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». **حسن : «التعليق الرغيب» ‹١٥١/١›، «الصحيحة» ‹٢٦٥٢›.**

২৪১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ অর্জনের উদ্দেশ্যে একাধারে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার (প্রথম তাকবীর) সাথে জামা'আতে নামায আদায় করতে পারলে তাকে দুটি নাজাতের ছাড়পত্র দেওয়া হয় ঃ জাহান্নাম হতে নাজাত এবং মুনাফিকী হতে মুক্তি। –হাসান। **তা'লীকুর রাগীব– (১/১৫১), সহীহাহ্– (২৬৫২)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি আনাসের নিকট হতে একাধিক সূত্রে মাওকূফ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা নয়, আনাসের কথা হিসাবে)। হাবীব ইবনু আবী সাবিত ব্যাতীত অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি মারফূরূপে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বরং হাদীসটি হাবীব ইবনু আবী হাবীব আল-বাজালীর সূত্রে আনাস হতে মাওকূফ রূপে বর্ণিত হয়েছে। অপর একটি সূত্রে দেখা যায়, আনাস (রাঃ) 'উমার (রাঃ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি অসংরক্ষিত এবং মুরসাল। কেননা এই সনদের রাবী 'উমারাহ ইবনু গাযিয়্যাহ আনাসের সাক্ষাত পাননি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বলেন, হাবীব ইবনু আবী হাবীবের উপনাম আবূ কাশূসা বা আবূ 'উমাইরাহ।

٦٧) بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ নামায শুরু করে যা পাঠ করতে হয়

٢٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا جعفرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ، كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُوْلُ : «سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ! وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالٰى جَدُّكَ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ»، ثُمَّ يَقُوْلُ : «اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا»، ثُمَّ يَقُوْلُ : «أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٠٤›.**

২৪২। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামায আদায় করতে উঠে প্রথমে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুমা....... ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।' অর্থাৎ "হে আল্লাহ! তুমি মহাপবিত্র, তোমার জন্যই প্রশংসা, তোমার নাম বারকাতপূর্ণ, তোমার মর্যাদা সর্বোচ্চ এবং তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই।" অতঃপর তিনি বলতেন ঃ 'আল্লাহু আকবার কাবীরা', অতঃপর বলতেন ঃ 'আউযু বিল্লাহিস........ওয়া নাফাসিহি'। অর্থাৎ "অভিশপ্ত শাইত্বান এবং তার কুমন্ত্রণা, ঝাড়ফুঁক ও যাদুমন্ত্র হতে আমি সর্বশ্রোতা ও সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় চাই"।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮০৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, 'আয়িশাহ্, জাবির, জুবাইর ইবনু মুত'ইম ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ সা'ঈদের হাদীসটি অধিক মাশহুর।

একদল বিদ্বান এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। কিন্তু বেশিরভাগ বিদ্বান বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সুবহানাকা....... ইলাহা গাইরুকা' পর্যন্ত পড়তেন। উমার ইবনুল খাত্তাব ও ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে এরূপই বর্ণিত আছে। বেশিরভাগ তাবিঈ ও অন্যান্যরা এই হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। (তিরমিযী বলেন,) আবূ সা'ঈদের হাদীসটি সমালোচিত হয়েছে। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ এ হাদীসের এক রাবী 'আলী ইবনু 'আলীর সমালোচনা করেছেন (দুর্বল বলেছেন)। ইমাম আহ্মাদ বলেছেন, এ হাদীসটি সহীহ্ নয়।

٢٤٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ : «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٠٦›.**

২৪৩। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন তখন বলতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা"।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮০৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি আমরা উল্লেখিত সনদ পরম্পরায়ই জেনেছি। এ হাদীসের এক রাবী হারিসা ইবনু আবূ রিজালের স্মরণশক্তির সমালোচনা করা হয়েছে। আবূ রিজালের নাম মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুর রহমান আল-মাদীনী।

٧٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي اِفْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِـ {الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ সূরা ফাতিহার মাধ্যমে নামাযের কিরা'আত শুরু করা

٢٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ : {الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ}. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨١٣› م.**

২৪৬। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার, উমার ও উসমান (রাঃ) 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' দিয়ে নামাযের কিরা'আত শুরু করতেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮১৩), মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, তাবিঈন ও তাবা তাবিঈন এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা 'আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা) দিয়েই নামাযের কিরা'আত শুরু করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, এ হাদীসের তাৎপর্য হল, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাকার, উমার ও উসমান (রাঃ) অন্য সূরা পাঠের পূর্বে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন না। ইমাম শাফিঈর মত হল, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' দিয়েই কিরা'আত শুরু করতে হবে এবং যখন সূরা ফাতিহা উচ্চস্বরে পাঠ করা হবে তখন "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"ও উচ্চস্বরে পাঠ করতে হবে।

٧١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ ফাতিহাতুল কিতাব ছাড়া নামায হয় না

٢٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَنِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ :

«لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٣٧› ق.**

২৪৭। উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৩৭), বুখারী ও মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, 'আয়িশাহ্, আনাস, আবূ কাতাদা ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, 'উবাদার হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করেছেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব, 'আলী ইবনু আবী তালিব, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, 'ইমরান ইবনু হুসাইন ও অপরাপর সাহাবী (রাঃ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা পাঠ করা না হলে নামায হবে না। 'আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ) বলেন ঃ "যে নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা হয়নি ঐ নামায অসম্পূর্ণ" ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ মত গ্রহণ করেছেন।

٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ 'আমীন' বলা সম্পর্কে

٢٤٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ : {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ}، فَقَالَ : «آمِيْنَ»، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

صحيح: «ابن ماجه» ‹٨٥٥›.

২৪৮। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে "গাইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম অলায্-যাল্লীন' পাঠ করতে এবং 'আমীন' বলতে শুনেছি। আমীন বলতে গিয়ে তিনি নিজের কণ্ঠস্বর দীর্ঘ ও উচ্চ করলেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৫৫)।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ওয়াইল ইবনু হুজরের হাদীসটি হাসান। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবা, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীগণ 'আমীন' স্বশব্দে বলার পক্ষে মত দিয়েছেন এবং নিঃশব্দে বলতে নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। শুবা এ হাদীসটি সালামা ইবনু কুহাইলের সূত্রে তিনি হুজরের সূত্রে, তিনি 'আলকামার সূত্রে, তিনি তাঁর পিতা ওয়াইলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায-যাল্লীন' পাঠ করলেন, অতঃপর নীচু স্বরে 'আমীন' বললেন।" **–শাজ। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৮৬৩)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) বলতে শুনেছি, এ বিষয়ে শু'বার হাদীসের তুলনায় সুফিয়ানের হাদীস বেশি সহীহ। কেননা শু'বা এ হাদীসের কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন।

যেমন তিনি বলেছেন عَنْ حُجْرِ اَبِى الْعَنْبَسِ অথচ হবে حُجْرِبْنِ الْعَنْبَسِ। দ্বিতীয়তঃ তিনি 'আলক্বামার নাম বাড়িয়ে বলেছেন, অথচ তিনি হাদীসের রাবী নন।

এখানে সনদ হবে حُجْرُبْنُ الْعَنْبَسِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ তৃতীয়তঃ তিনি বর্ণনা করেছেন وَخَفَضَ بِهَاصَوْتَهٗ অথচ হবে مَدَّبِهَا صَوْتَهٗ

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি আবূ যুরআকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শু'বার হাদীসের চেয়ে সুফিয়ানের হাদীসটি বেশি সহীহ।

٢٤٩. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،

عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ......... نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ. **صحيح : انظر الذي قبله.**

২৪৯। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবনু আবান, তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু নুমাইর হতে, তিনি 'আলা ইবনু সালিহ আল-আসাদী হতে তিনি সালামাহ ইবনু কুহাইল হতে তিনি হুজর ইবনু আনবাস হতে, তিনি ওয়াইল ইবনু হুজর হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সালামা ইবনু কুহাইলের সূত্রে সুফিয়ানের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। –সহীহ্। দেখুন পূর্বের– (২৪৮ নং) হাদীস।

٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّأْمِينِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ আমীন বলার ফাযীলাত

٢٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٥١› ق.

২৫০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তোমরাও তখন আমীন বলবে। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সাথে সাথে হবে তার পূর্বেকার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৫১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ।

٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ নামাযের মধ্যে ডান হাত বাঁ হাতের উপর রাখা

٢٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ. **حسن صحيح : «ابن ماجه» (٨٠٩).**

২৫২। কাবীসা ইবনু হুলব (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (হুলব) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন এবং (দাঁড়ানো অবস্থায়) নিজের ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত ধরতেন। **–হাসান, ইবনু মাজাহ– (৮০৯)।**

এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনু হুজর, গুতাইফ ইবনু হারিস, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু মাসঊদ ও সাহল ইবনু সাদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হুলব এর হাদীসটি হাসান। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, তাবিঈন ও তাবা-তাবিঈন এ হাদীসের ভিত্তিতে মত দিয়েছেন যে, নামাযের মধ্যে ডান হাত বাঁ হাতের উপর রাখতে হবে। কারো কারো মতে হাত নাভির উপরে বাঁধতে হবে; আবার কারো কারো মতে নাভির নীচে বাঁধতে হবে। তাঁরা এরূপও বলেছে যে, নাভির উপরে-নীচে যে কোন স্থানে হাত বাঁধার অবকাশ আছে। হুলব এর নাম ইয়াযিদ ইবনু কুনাফা আত্-তাঈ।

নাভীর নীচে হাত বাঁধা কোন কোন বিদ্বানগণের অভিমত মাত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সহীহ্ হাদীস নয়– অনুবাদক।

٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ، وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ রুকূ–সাজদাহ্‌র সময়ে তাকবীর বলা

٢٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

مَسْعُوْدٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ. صحيح : «الإرواء» <٣٣٠>.

২৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (নামাযরত অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকবার উঠা, নীচু হওয়া, দাঁড়ানো ও বসার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। আবূ বাকার এবং 'উমার (রাঃ)-ও এরূপ আমল করতেন।

–সহীহ্। ইরওয়া– (৩৩০)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, আনাস, ইবনু 'উমার, আবূ মালিক আশআরী, আবূ মূসা, 'ইমরান ইবনু হুসাইন, ওয়াইল ইবনু হুজর এবং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদের হাদীসটি হাসান সহীহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা যেমন আবূ বাক্‌র, উমার, উসমান ও আলী (রাঃ), তাঁদের পরবর্তীগণ এবং সমস্ত ফিক্‌হবিদ ও বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

٧٧) بَابُ مِنْهُ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ একই বিষয় সম্পর্কিত

٢٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُنِيْرٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِيْ. صحيح : «الإرواء» <٣٣١> ق.

২৫৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযে) নীচের দিকে যেতে তাকবীর বলতেন।

–সহীহ্। ইরওয়া– (৩৩১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। সাহাবয়ি কিরাম ও তাবিঈনেরও এই মত রুকূ-সাজদাহ্য় যাওয়ার সময় ঝুকে পড়ে 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

٧٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ রুকূর সময় উভয় হাত উত্তোলন করা (রফউল ইয়াদাইন)

٢٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ أَبِيْ عُمَرَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيْ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ فِيْ حَدِيْثِهِ : وَكَانَ لاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٥٨› ق.**

২৫৫। সালিম (রাহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি দেখেছি, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করতেন, তখন নিজের কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন এবং যখন রুকূতে যেতেন এবং রুকূ হতে উঠতেন (তখনও এরূপ করতেন)। ইবনু আবূ উমার তাঁর বর্ণিত হাদীসে আরো বলেছেন, 'কিন্তু তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুই সাজদাহ্র মাঝখানে হাত তুলতেন না। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৫৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের বর্ণিত হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٥٦. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ...... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ أَبِيْ عُمَرَ. **صحيح : انظر ما قبله.**

২৫৬। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ফাযল ইবনু সাবাহ বাগদাদী তিনি সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ হতে তিনি যুহরী হতে এই সনদ পরম্পরায় ইবনু আবী উমারের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। –সহীহ্। দেখুন পূর্বের হাদীস

এ অনুচ্ছেদে 'উমার, 'আলী, ওয়াইল ইবনু হুজর, মালিক ইবনু হুয়াইরিস, আনাস, আবূ হুরাইরা, আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সাহল ইবনু সাদ, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, আবূ কাতাদা, আবূ মূসা আশ'আরী, জাবির ও উমাইর লাইসী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা যেমন, ইবনু 'উমার, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, আবূ হুরাইরা, আনাস, ইবনু 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) ও আরো অনেকে; তাবিঈদের মধ্যে হাসান বাসরী, 'আতা, তাউস, মুজাহিদ, নাফি', সালিম ইবনু আবদুল্লাহ, সা'ঈদ ইবনু যুবাইর প্রমুখ রুকূতে যাওয়া এবং রুকূ হতে উঠার সময় 'রফউল ইয়াদাইন' করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক মা'মার, আওযায়ী ইবনু 'উয়াইনাহ ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহঃ) এই মত গ্রহণ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেন, হাত উত্তোলন সম্পর্কিত হাদীস সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) যে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একবার রফউল ইয়াদাইন করেছেন, অতঃপর আর কখনো করেননি এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় এবং প্রতিষ্ঠিতও নয়। আমাকে এ কথা আহমাদ ইবনু আবদাহ্ বলেছেন, তিনি ওয়াহ্ব ইবনু যামআর সূত্রে, তিনি সুফিয়ান ইবনু আবদুল মালিকের সূত্রে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাকের সূত্রে পেয়েছেন।

জারূদ ইবনু মু'আয বলেন ঃ সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা, 'উমার ইবনু হারুন, নায্র ইবনু শুমাইল প্রমুখ ইমামগণ নামায শুরু করতে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ হতে উঠার সময় রফউল ইয়াদাইন করতেন।

٧٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবার ব্যতীত নামাযে আর কোথাও রফউল ইয়াদাইন করেননি

٢٥٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ : أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ؟! فَصَلَّى، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ أَوَّلِ مَــرَّةٍ. **صحيح : «صفة الصلاة» -الأصل-، «المشكاة» ‹٨٠٩›.**

২৫৭। 'আলকামা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নিয়মে) নামায আদায় করে দেখাব না? তিনি ('আবদুল্লাহ) নামায আদায় করলেন, কিন্তু প্রথম বার (তাকবীরে তাহরীমার সময়) ছাড়া আর কোথাও রফউল ইয়াদাইন করেননি। **–সহীহ্। সিফাতুস সালাত, মূল- মিশকাত– (৮০৯)।**

এ অনুচ্ছেদে বারা ইবনু আযিব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসঊদের হাদীসটি হাসান। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা ও তাবিঈন এ হাদীসের অনুকূলে মত দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ এই মত গ্রহণ করেছেন।

٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮০ ॥ রুকূতে দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখা

٢٥٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ : قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : إِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ، فَخُذُوْا بِالرُّكَبِ. **صحيح الإسناد.**

২৫৮। আবূ 'আবদুর রাহমান আস-সুলামী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আমাদের বললেন, রুকূতে হাঁটুতে হাত রাখা তোমাদের জন্য সুন্নাত। অতএব তোমরা হাঁটুতে হাত রাখ। **–সনদ সহীহ্।**

এ অনুচ্ছেদে সা'দ, আনাস, আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সাহল ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ও আবূ মাসঊদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ। সাহাবা, তাবিঈন ও তাবি তাবিঈনের মধ্যে রুকূর সময় হাঁটুতে হাত রাখার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে যা বর্ণিত হয়েছে (রুকূর সময় দুই হাত একত্রে মিলিয়ে দুই উরুর মাঝখানে রাখা) তার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, তাঁর বর্ণনাটি মানসুখ (বাতিল) হয়ে গেছে।

٢٥٩. قَالَ سَعَدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ : كُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِكَ، فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ الأَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ. **صحيح** : «ابن ماجه» <٨٧٣> ق.

২৫৯। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াককাস (রাঃ) বলেন, আমরা প্রথমে এরূপ করতাম (দুই হাত একসাথে মিলিয়ে দুই রানের মাঝখানে রাখতাম)। কিন্তু পরে আমাদেরকে এমনটি করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং রুকূর সময় হাঁটুর উপর হাত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৭৩), বুখারী ও মুসলিম।

মুস'আব ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে তাঁর পিতা সা'দের সূত্রেও উপরে উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুমাইদ সায়িদী'র নাম আব্দুর রহমান ইবনু সা'দ ইবনুল মুনযির, আবূ উসাইদের নাম মালিক ইবনু রাবিয়্যাহ, আবূ হুসাইনের নাম উসমান ইবনু 'আসিম, আবূ 'আব্দুর রহমান সুলামীর নাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু হাবীব। আবূ ইয়া'ফূর-এর নাম 'আব্দুর রহমান ইবনু উবাইদ। আবূ ইয়া'কূব আবদী'র নাম ওয়াকিদ্ব। আর ইনিই **'আব্দুল্লাহ** ইবনু আবী আউফা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরা উভয়েই **কুফাবাসী।**

٨١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ রুকূ অবস্থায় উভয় হাত পেটের পার্শ্বদেশ হতে পৃথক রাখা

٢٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ- بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : اِجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَتَّرَ يَدَيْهِ، فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٢٣›، «مشكاة المصابيح» ‹٨٠١›، «صفة الصلاة» ‹١١٠›.**

২৬০। ‘আব্বাস ইবনু সাহল হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আবূ হুমাইদ, আবূ সা‘ঈদ, সাহল ইবনু সা‘দ এবং মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) একত্র হলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে একে অপরের সংগে আলাপ করছিলেন। আবূ হুমাইদ (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের নিয়ম সম্পর্কে আমি তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূর সময় দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখলেন। তিনি হাত দু’টোকে টানা তীরের মত (সোজা) রাখলেন এবং পার্শ্বদেশ হতে পৃথক (ফাঁক) করে রাখলেন। –সহীহ্। **সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭২৩), মিশকাত– (৮০১), সিফাতুস সালাত– (১১০)।**

এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আবূ হুমাইদ-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। বিশেষজ্ঞগণ রুকূ সাজদাহ্‌র সময় উভয় হাত পার্শ্বদেশ (পেট) হতে পৃথক রাখার নিয়মই অবলম্বন করেছেন।

٨٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ রুকূ–সাজদাহ্‌র তাসবীহ

٢٦٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ»، وَفِيْ سُجُوْدِهِ «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى»، وَمَا أَتٰى عَلٰى آيَةِ رَحْمَةٍ، إِلَّا وَقَفَ وَسَأَلَ، وَمَا أَتٰى عَلٰى آيَةِ عَذَابٍ، إِلَّا وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. **صحيح : «المشكاة» ‹٨٨١›.**

২৬২। হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করছেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকূতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' এবং সাজদাহ্য় 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলতেন। যখনই কোন রাহমাত সম্পর্কিত আয়াতে আসতেন, তখনই তিনি সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ রেখে 'রাহমাত' চাইতেন। যখনই তিনি কোন শাস্তি সম্পর্কিত আয়াতে আসতেন, তখন সামনে অগ্রসর হওয়া বন্ধ রেখে শাস্তি হতে আশ্রয় চাইতেন। –হীহ্। **মিশকাত– (৮৮১)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

٢٦٣. قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ....... نَحْوَهُ. **صحيح انظر ما قبله.**

২৬৩। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার 'আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী হতে, তিনি শু'বা হতে স্বীয় সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। –সহীহ্। **দেখুন পূর্বের হাদীস।**

হুযাইফা হতে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি রাত্রে নামায আদায় করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

٨٣) بَابُ مَا جَاءَ النَّهْيُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوْعِ، وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৩ ॥ রুকূ–সাজদাহ্তে কুর'আন পাঠ নিষেধ

٢٦٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِي الرُّكُوْعِ. **صحيح : م.**

২৬৪। 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন ঃ কাচ্ছি নামক রেশমী কাপড় ও কড়া লাল রং-এর কাপড় পরতে, সোনার আংটি পরতে এবং রুকূর মধ্যে কুর'আনের আয়াত পাঠ করতে। **সহীহ্। মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাদের পরবর্তী বিদ্বানগণ রুকূ ও সাজদাহ্র মধ্যে কুর'আনের আয়াত পাঠ করা মাকরূহ বলেছেন।

٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهٗ فِي الرُّكُوْعِ، وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৪ ॥ যে ব্যক্তি রুকূ ও সাজদাহ্তে পিঠ সোজা করে না

٢٦٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ، لَا يُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ– يَعْنِيْ: صُلْبَهٗ– فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ». **صحيح: «ابن ماجه» ‹٨٧٠›.**

২৬৫। আবূ মাসউদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রুকূ ও সাজদাহ্তে পিঠ স্থিরভাবে সোজা করে না তার নামায সহীহ হয় না। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৭০)।

এ অনুচ্ছেদে আলী ইবনু শাইবান, আনাস, আবূ হুরাইরা ও রিফা'আহ আয-যুরাকী হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ মাসউদের এ হাদীসটি হাসান সহীহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের মত অনুসারে রুকূ এবং সাজদাহ্য় পিঠ স্থিরভাবে সোজা করতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেন, যে ব্যক্তি রুকূ-সাজদাহ্য় পিঠ স্থিরভাবে সোজা না করবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের তাৎপর্য অনুযায়ী তার নামায বিফল হয়ে যাবে।

আবূ মা'মার এর নাম 'আব্দুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ, আবূ মাসউদ আনসারী এর নাম উকবা ইবনু 'আমর।

٨٥) بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় যা বলতে হবে

٢٦٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ : حَدَّثَنِي عَمِّيْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، قَالَ: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا! وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٣٨› م.

২৬৬। 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ হতে মাথা উঠানোর সময় বলতেন ঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরযি ওয়া মিলআ মা বাইনাহুমা ওয়া মিলআ মাশি'তা মিন শাই-ইম বাদু"।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৩৮), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু উমার, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু আবূ আওফা, আবূ জুহাইফা ও আবূ সাঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

একদল মনীষী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ এই মত গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, ফরয ও অন্যান্য সব নামাযেই এই দু'আ পাঠ করতে হবে। কোন কোন কুফাবাসী (ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর মতানুসারীগণ) বলেছেন, এই দু'আ ফরয নামাযে পাঠ করবে না, নাফল ও অন্যান্য নামাযে পাঠ করবে।

٨٦) بَابٌ مِنْهُ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৫ ॥ একই বিষয়

٢٦٧. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا قَالَ الإِمَامُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٩٤› ق.**

২৬৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইমাম যখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে, তোমরা তখন 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বল।। কেননা যার কথা **ফিরিশতাদের কথার সাথে মিলে যাবে তার অতীতের গুনাহ্ মাফ করে দেওয়া হবে। –সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৯৪), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমাম রুকূ হতে উঠতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ বলবে এবং তার পেছনের লোকেরা 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে। ইমাম আহমাদ এই মত দিয়েছেন। ইবনু সীরীন ও অপরাপর মনীষীগণ বলেছেন, ইমামের মত মুক্তাদীরাও 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বলবে। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক এই মত প্রকাশ করেছেন।

٨٨) بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮৮ ॥ একই বিষয়বস্তু

٢٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، فَيَبْرُكُ فِي صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ!». قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي الزِّنَادِ، إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ. **صحيح : «المشكاة» ‹٨٩٩›، «الإرواء» ‹٧٨/٢›، «صفة الصلاة»، «صحيح أبي داود» ‹٧٨٩› لفظه أتم.**

২৬৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার নামাযে কি উটের মত ভর দিয়ে বসবে?

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। কেননা এ হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র আবুয যিনাদের সূত্রেই জেনেছি। **সহীহ্। মিশকাত– (৮৯৯), ইরওয়া– (২/৭৮), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৮৯)।**

'আবদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ আল–মাকবুরী তাঁর পিতার সূত্রে আবূ হুরাইরার নিকট হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-কাত্তান ও অন্যরা 'আবদুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ আল-মাকবুরীকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন।

٨٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُوْدِ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَالْأَنْفِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৮৯ ॥ নাক ও কপাল দিয়ে সাজদাহ্ করা

٢٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ، أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٢٣›، «المشكاة» ‹٨٠١›، «صفة الصلاة» ‹١٢٣›.**

২৭০। আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাজদাহ্ করতেন তখন নিজের নাক ও কপাল যমিনের সাথে লাগিয়ে রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর হতে আলাদা রাখতেন এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর রাখতেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭২৩), মিশকাত– (৮০১), সিফাতুস সালাত– (১২৩)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস, ওয়াইল ইবনু হুজর ও আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুমাইদের হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আলিমগণের মতে, নাক ও কপাল দিয়ে সাজদাহ্

করতে হবে। যদি শুধু কপাল দিয়ে সাজদাহ্ করা হয় এবং নাক মাটিতে না ঠেকান হয় তবে এক দল আলিমের মতে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য দলের মতে নাক ও কপাল মাটিতে না ঠেকালে নামায সম্পূর্ণ হবে না।

٩٠) بَابُ مَا جَاءَ أَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯০ ॥ সাজদাহ্‌র সময় মুখমণ্ডল কোন্ জায়গায় রাখতে হবে।

٢٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ : قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفَّيْهِ. **صحيح : م ‹٢/١٣› البراء.**

২৭১। আবূ ইসহাক (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদাহ্‌তে মুখমণ্ডল কোন জায়গায় রাখতেন? তিনি বললেন, দুই হাতের তালুর মাঝ বরাবর রাখতেন।

–সহীহ্। মুসলিম– (২/১৩)।

এ অনুচ্ছেদে ওয়াইল ইবনু হুজর ও আবূ হুমাইদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বারাআ-এর হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। কোন কোন বিদ্বান এ হাদীস অনুযায়ী সাজদাহ্‌তে উভয় হাত কান বরাবর রাখার নিয়ম অবলম্বন করেছেন।

٩١) بَابُ مَا جَاءَ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯১ ॥ সাত অঙ্গের সমন্বয়ে সাজদাহ্ করা

٢٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا سَجَدَ

الْعَبْدُ، سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٨٥› م.**

২৭২। 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বান্দা যখন সাজদাহ্ করে তখন তার সাথে তার (শরীরের) সাতটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাজদাহ্ করে অর্থাৎ মুখমণ্ডল, উভয় হাতের তালু, দুই হাঁটু ও দুই পা। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৮৫), মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরাইরা, জাবির ও আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী 'আমল করেন।

٢٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلَا ثِيَابَهُ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٨٤› ق.**

২৭৩। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদিষ্ট হয়েছেন সাত অঙ্গের সমন্বয়ে সাজদাহ্ করতে এবং (নামাযের মধ্যে) চুল ও কাপড় না গোছাতে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৮৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান– সহীহ।

٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّجَافِي فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯২ ॥ সাজদাহ্তে হাত বাহু হতে ফাঁক করে রাখা

٢٧٤. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَقْرَمِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ، فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، قَالَ : فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ- أَيْ : بَيَاضِهِ-.

صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٨١›

২৭৪। উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আকরাম আল-খুযাঈ (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (আবদুল্লাহ্) বলেন, আমি আমার পিতার সাথে নামিরার সমতল ভূমিতে অবস্থান করছিলাম। ইতিমধ্যে একদল সাওয়ারী (আমাদের) পার হয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। রাবী বলেন, যখন তিনি সাজদাহ্য় যেতেন তখন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখে নিতাম। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৮১)।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস, ইবনু বুহাইনা, জাবির, আহমাদ ইবনু জায, মাইমূনা, আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, আবূ মাসঊদ, সাহল ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা, বারাআ ইবনু আযিব, 'আদী ইবনু 'আমীরা ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আহমার ইবনু জায নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবদুল্লাহ ইবনু আকরামের হাদীসটি হাসান। দাঊদ ইবনু কাইসের মাধ্যমেই আমরা এ হাদীসটি জেনেছি। 'আবদুল্লাহ ইবনু আকরাম (রাঃ)-এর নিকট হতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটিই শুধু আমরা জানি। তিনি একটিমাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

'আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন (সাজদাহ্তে হাত এমনভাবে ছড়িয়ে রাখতে হবে যেন বগল ফাঁক থাকে)।

'আবদুল্লাহ ইবনু আরকাম আয-যুহরী সাহাবী ছিলেন এবং তিনি **আবূ বাকার** সিদ্দীক (রাঃ)-এর কাতিব (সচিব) ছিলেন। আর আবদুল্লাহ **ইবনু আকরাম** আল-খুযাঈ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি **ওয়াসাল্লাম হতে শুধু** এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٩٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الاِعْتِدَالِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৩ ॥ সঠিকভাবে সাজদাহ্ করা

٢٧٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٩١›.**

২৭৫। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সাজদাহ্ করে তখন সে যেন সঠিকভাবে সাজদাহ্ করে এবং কুকুরের মত যমিনে যেন হাত বিছিয়ে না দেয়। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৯১)।**

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুর রহমান ইবনু শিবল, বারাআ, আনাস, আবূ হুমাইদ ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ জাবিরের হাদীসটি হাসান সহীহ। 'আলিমগণ সঠিকভাবে সাজদাহ্ করার (এবং দুই সাজদাহ্র মাঝখানে বিরতি দেয়ার) প্রতি জোর দিয়েছেন এবং হিংস্র জন্তুর মত হাত মাটিতে বিছিয়ে দেয়াকে মাকরূহ বলেছেন।

٢٧٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسُطَنَّ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلاَةِ بَسْطَ الْكَلْبِ».

صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٩٢› ق.

২৭৬। কাতাদা (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সঠিকভাবে সাজদাহ্ কর। তোমাদের কেউ যেন নামাযের মধ্যে কুকুরের মত যমিনে হাত বিছিয়ে না দেয়।
–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৯২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান সহীহ।

٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৪ ॥ সাজদাহ্র সময় যমিনে হাত রাখা এবং পায়ের পাতা খাড়া করে রাখা

٢٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ، وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ. **حسن : «صفة الصلاة» ‹١٢٦›.**

২৭৭। 'আমির ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত (তালু) মাটিতে রাখতে এবং পা খাড়া রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

–হাসান। সিফাতুস সালাত– (১২৬)।

٢٧٨. قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَقَالَ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ....... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ : عَنْ أَبِيْهِ. **حسن بما قبله.**

২৭৮। অপর এক বর্ণনায় আছে 'আমির ইবনু সা'দ এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। (হাসান) পূর্বের হাদীসের কারণে। এ বর্ণনা সূত্রটি ওহাইবের বর্ণনার চেয়ে বেশি সহীহ। মনীষীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা পছন্দ করেছেন।

٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِقَامَةِ الصُّلْبِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৫ ॥ রুকূ ও সাজদাহ্ হতে মাথা তুলে পিঠ সোজা রাখা

٢٧٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْمَرْوَزِيّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ

لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ : قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٩٨› ق.**

২৭৯। বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের নিয়ম ছিল ঃ যখন তিনি রুকূ করতেন, যখন রুকূ হতে মাথা তুলতেন, যখন সাজদাহ্ করতেন এবং সাজদাহ্ হতে মাথা তুলতেন তখন এ কাজগুলোর মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় সমানই হত।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৯৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٢٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ..... نَحْوَهُ.

২৮০। মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার তিনি মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফর হতে, তিনি শু'বা হতে তিনি হাকাম হতে, তিনি স্বীয় সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বারাআ'র হাদীসটি হাসান সহীহ্।

বিশেষজ্ঞ আলিমগণ উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন।

٩٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ أَنْ يُبَادِرَ الْإِمَامُ بِالرُّكُوْعِ، وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৬ ॥ ইমামের সাথে সাথে রুকূ–সাজদাহ্য় যাওয়া ভাল নয়

٢٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ : حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ–

وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ- قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتّٰى يَسْجُدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَنَسْجُدُ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٦٣١-٦٣٣› ق.**

২৮১। আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাদেরকে বারাআ (রাঃ) বলেছেন আর তিনি মিথ্যাবাদী নন। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতাম, তখন তিনি রুকূ হতে মাথা তুলার পর সাজদাহ্য় যাওয়ার আগে আমাদের কেউই নিজ নিজ পিঠ (সাজদাহ্র জন্য) ঝুঁকিয়ে দিত না। তিনি সাজদাহ্য় যাওয়ার পর আমরা সাজদাহ্য় যেতাম।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৬৩১-৬৩৩), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস, মুআবিয়া, ইবনু মাসআদা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বারাআ'র হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলিমগণ বলেছেন, মুক্তাদীগণ ইমামের প্রতিটি কাজে তাকে অনুসরণ করবে এবং ইমাম রুকূতে যাওয়ার পর তারা রুকূতে যাবে, তার মাথা তুলার পর তারা মাথা তুলবে। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতের অমিল আছে বলে আমাদের জানা নেই।

٩٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৮ ॥ ইক্ব'আর অনুমতি

٢٨٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ : قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ : هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا : إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؟! قَالَ : بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٩١› م.**

২৮৩। তাউস (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে ইক্ব'আ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, এটা সুন্নাত। আমরা বললাম, এতে আমরা পায়ে ব্যথা পাই। তিনি আবার বললেন, এটা তোমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৯১), মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। কিছু জ্ঞানী সাহাবা (রাঃ) এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা ইক্ব'আয় (দুই পায়ের পাতা খাড়া রেখে তার উপর নিতম্ব রেখে বসাতে) কোন সমস্যা দেখেন না। মক্কার কোন কোন ফিক্হবিদেরও এই মত। কিন্তু বেশিরভাগ বিদ্বান দুই সাজদাহ্‌র মাঝখানে এভাবে বসা মাকরূহ মনে করেন।

٩٩) بَابُ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯৯ ॥ দুই সাজদাহ্‌র মাঝে বিরতির সময় যা পাঠ করতে হবে

٢٨٤. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِيْ، وَاجْبُرْنِيْ، وَاهْدِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٩٨›.**

২৮৪। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সাজদাহ্‌র মাঝখানে বলতেন, 'আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী।

সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৯৮)।

٢٨٥. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْحُلْوَانِيُّ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ........ نَحْوَهُ.

২৮৫। হাসান ইবনু আলী আল-খাল্লাল আল-হুলওয়ানী, তিনি ইয়াযিদ ইবনু হারুন হতে, তিনি যাইদ ইবনু হুবাব হতে, তিনি আবুল 'আলা কামিল হতে স্বীয় সনদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। 'আলী (রাঃ) হতে একই রকম হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীসের সমর্থক। তাঁরা ফরয, নফল সব নামাযে এ দু'আ পাঠ করা জায়িয বলেছেন। কেউ কেউ এ হাদীসটি আবুল 'আলা কামিল হতে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

(١٠١) بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ النُّهُوْضُ مِنَ السُّجُوْدِ؟
অনুচ্ছেদ ঃ ১০১ ॥ সাজদাহ্ হতে উঠার নিয়ম

٢٨٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ، فَكَانَ إِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

صحيح : «الإرواء» ‹٢/ ٨٢-٨٣›، «صفة الصلاة» ‹١٣٦› خ.

২৮৭। মালিক ইবনু হুয়াইরিস আল-লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেছেন। তিনি যখন নামাযের বেজোর রাকআতে থাকতেন তখন (সাজদাহ্ হতে উঠে) সোজা হয়ে না বসা পর্যন্ত (পরবর্তী রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন না।

–সহীহ্। ইরওয়া– (২/৮২-৮৩), সিফাতুস সালাত– (১৩৬), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ মালিক ইবনু হুযাইরিসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। কোন কোন বিদ্বান এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম ইসহাক (রহঃ) ও আমাদের কিছু সঙ্গীরা এই মত গ্রহণ করেছেন। মালিকের উপনাম আবূ সুলাইমান।

١٠٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৩ ॥ তাশাহহুদ পাঠ করা

٢٨٩. حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَنْ نَقُوْلَ : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ، عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

صحيح : «الإرواء» ‹٣٣٦›، وانظر «ابن ماجه» ‹٨٩٩›.

২৮৯। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দুই রাক'আত নামায আদায়ের পর বসে যা পাঠ করতে হবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা শিক্ষা দিয়েছেন। তা হল ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...... 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। অর্থাৎ– "সমস্ত সম্মান, ইবাদাত, আরাধনা এবং পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহর রাহমাত এবং প্রাচুর্যও। আমাদের উপর এবং আল্লাহর পুণ্যশীল বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"

–সহীহ্। ইরওয়া– (৩৩৬), দেখুন ইবনু মাজাহ– (৮৯৯)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, জাবির, আবূ মূসা ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসঊদের হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাশাহ্হুদ সম্পর্কিত এ হাদীসটি বেশি সহীহ্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবা এবং তাদের পরবর্তীগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ইসহাক এরকম অভিমত দিয়েছেন।

আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মূসার সূত্রে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি খুসাইফ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– "আমি স্বপ্নে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকেরা তাশাহহুদের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে গেছে।' তিনি বললেন, 'তুমি ইবনু মাসঊদ বর্ণিত তাশাহ্হুদকে আঁকড়ে ধর'।"

١٠٤) بَابُ مِنْهُ- أَيْضًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪ ॥ একই বিষয় সম্পর্কিত

٢٩٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، فكَانَ يَقُوْلُ : «التَّحِيَّاتُ، الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ». **صحيح : «ابن ماجه»** ‹٩٠٠› م.

২৯০। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআন শিক্ষা দিতেন ঠিক অনুরূপভাবে 'তাশাহ্হুদ' শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলতেন ঃ "আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুস সালাওয়াতুত তাইয়্যিবাতু লিল্লাহি ...... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। –**সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯০০), মুসলিম।**

অর্থাৎ, "সমস্ত বারকাতময় সম্মান, ইবাদাত এবং পবিত্রতা আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি শান্তি এবং আল্লাহর রাহমাত ও প্রাচুর্য বর্ষিত হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাদের উপরও শান্তি আসুক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা

ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহ তা'আলার রাসূল।"

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। জাবির (রাঃ)-এর নিকট হতেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ বর্ণনাটি সংরক্ষিত নয়। ইমাম শাফিঈ এ হাদীসে উল্লেখিত তাশাহ্হুদ গ্রহণ করেছেন।

١٠٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُخْفِي التَّشَهُّدَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৫ ॥ নীরবে তাশাহ্হুদ পাঠ করবে

٢٩١. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدُ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٩٠٦›، «صفة الصلاة» ‹١٤٢›.**

২৯১। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নিঃশব্দে তাশাহ্হুদ পাঠ করাই সুন্নাত।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৯০৬), সিফাতুস সালাত– (১৪২)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসউদের এ হাদীসটি হাসান গারীব। 'আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন।

١٠٦) بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِي التَّشَهُّدِ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৬ ॥ তাশাহ্হুদের সময় বসার নিয়ম

٢٩٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيْسَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ : قَدِمْتُ

الْمَدِيْنَةَ، قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَلَمَّا جَلَسَ- يَعْنِي: لِلتَّشَهُّدِ، اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى- يَعْنِي- عَلٰى فَخْذِهِ الْيُسْرٰى، وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى. صحيح: «صحيح أبي داود» ‹٧١٦›.

২৯২। ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, **আমি** মাদীনায় আসলাম। আমি (মনে মনে) বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু** 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায় করা দেখব। তিনি যখন তাশাহ্হুদ পাঠ করতে বসলেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিলেন, বাম হাত **বাম** উরুর উপর রাখলেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখলেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৭১৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। বেশিরভাগ বিদ্বান এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও কুফাবাসীগণও (আবূ হানীফা ও তাঁর অনুসারীগণ) এ মতই ব্যক্ত করেছেন।

١٠٧) بَابٌ مِنْهُ- أَيْضًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৭ ॥ তাশাহ্হুদ সম্পর্কেই

٢٩٣. حَدَّثَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ : حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، **قال** : اِجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوْا صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَلَسَ- يَعْنِي : لِلتَّشَهُّدِ-، فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى، وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى، **وَأَشَارَ** بِأُصْبُعِهِ- يَعْنِي : السَّبَّابَةَ-. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٢٣›.**

২৯৩। 'আব্বাস ইবনু সাহল আস-সাইদী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সাহল ইবনু সা'দ ও মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা (রাঃ) একত্র হলেন তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের নিয়ম প্রসঙ্গে একে অপরে আলাপ করলেন। আবূ হুমাইদ (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অনেক ভাল জানি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশাহ্হুদ পাঠ করতে বসতেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন, ডান পায়ের (পাতার) মাথার দিকটা কিবলার দিকে রাখতেন, ডান হাতের তালু ডান হাঁটুর উপর, বাম হাতের তালু বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং তর্জনী (শাহাদত আংগুল) দিয়ে ইশারা করতেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭২৩)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। কোন কোন বিদ্বান এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীসের অনুগামী। তাঁরা বলেন, শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে। তাঁরা আবূ হুমাইদের হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, প্রথম বৈঠকে বাঁ পায়ের উপর বসতে হবে এবং ডান পা খাড়া রাখতে হবে।

١٠٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৮ ॥ তাশাহ্হুদ পাঠ করার সময় আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা

٢٩٤. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوْسَى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى، يَدْعُوْ بِهَا،

وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩١٣› م.**

২৯৪। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসতেন তখন ডান হাত (ডান) হাঁটুতে রাখতেন, (ডান হাতের) বৃদ্ধাঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী আঙ্গুল (তর্জনী) উত্তোলন করতেন এবং তা দিয়ে দু'আ করতেন এবং বাঁ হাত বাঁ হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯১৩), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর, নুমাইর আল-খুযাঈ, আবূ হুরাইরা, আবূ হুমাইদ ও ওয়াইল ইবনু হুজর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে, আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধু উল্লেখিত সনদেই এ হাদীসটি জেনেছি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী এবং তাবিঈগণ তাশাহ্হুদ পাঠের সময় ইশারা করা পছন্দ করেছেন। আমাদের সঙ্গীরা এ কথাই বলেছেন।

١٠٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيْمِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৯ ॥ নামাযের সালাম ফিরানো সম্পর্কে

٢٩٥. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَرَحْمَةُ اللهِ.

صحيح : «ابن ماجه» ‹٩١٤› م.

২৯৫। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ডান দিকে তারপর বাম দিকে এ বলে সালাম ফিরাতেন, আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯১৪), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস, ইবনু উমার, জাবির ইবনু সামুরা, বারাআ, আবূ সাঈদ, 'আম্মার, ওয়াইল ইবনু হুজর, 'আদী ইবনু উমাইরা ও জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসঊদের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবা এবং তাদের উত্তরসুরিগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন।

١١٠) بَابٌ مِنْهُ- أَيْضًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১১০ ॥ সালাম সম্পর্কেই

٢٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيْسِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، يَمِيلُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا. **صحيح : «ابن ماجه» (٩١٩).**

২৯৬। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এক সালামই ফিরাতেন, প্রথমে সামনের দিকে (শুরু করে) তারপর ডান দিকে কিছুটা মুখ ঘুরাতেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯১৯)।

এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমরা শুধু উল্লেখিত সূত্রেই 'আয়িশার হাদীসটি মারফূ হিসাবে পেয়েছি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) বলেন, সিরিয়াবাসীগণ মুহাম্মাদ ইবনু যুহাইরের সূত্রে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইরাকবাসীগণ তার নিকট হতে যে বর্ণনা গ্রহণ করেছে তা অধিক সহীহ্। মুহাম্মাদ বলেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, সিরিয়াবাসীগণ যে

যুহাইরের দেখা পেয়েছিলেন সম্ভবতঃ তিনি সেই যুহাইর নন যার বর্ণনা ইরাকবাসীগণ গ্রহণ করেছেন। সম্ভবতঃ ইনি অন্য এক ব্যক্তি।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কোন কোন 'আলিম হাদীসে উল্লেখিত নিয়মে নামাযে সালাম ফিরানোর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সবচাইতে সহীহ্ বর্ণনামতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার সালাম ফিরাতেন। বেশিরভাগ সাহাবা, তাবিঈন ও তাবউ' তাবিঈন এ মতই গ্রহণ করেছেন। একদল সাহাবা, তাবি'ঈন ও অন্যান্যরা ফরয নামাযে একবার সালাম ফিরানোর পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, দুটি পদ্ধতিরই অনুমতি আছে, ইচ্ছা করলে এক সালাম বা দুই সালামও ফিরাতে পারে।

١١٢) بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১২ ॥ সালাম ফিরানোর পর যা বলবে

٢٩٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ، لَا يَقْعُدُ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ : «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٢٤› م.**

২৯৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরানোর পর এই দু'আ পাঠের বেশি সময় বসতেন না– "আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু....... ওয়াল ইকরাম।" অর্থাৎ– "হে আল্লাহ! তুমিই শান্তিদাতা তোমার নিকট হতেই শান্তি আসে। হে সম্মান ও গৌরবের মালিক! তুমি প্রাচুর্যময় ও বারকাতময়"। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯২৪), মুসলিম।

٢٩٩. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ.... بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ : «تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ!». **صحيح : انظر ما قبله.**

২৯৯। আসিম আল-আহওয়াল হতে উপরের হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। শুধু 'যাল-জালালি' শব্দের পূর্বে 'ইয়া' (হে) শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে। –**সহীহ্। দেখুন পূর্বের হাদীস।**

এ অনুচ্ছেদে সাওবান, ইবনু উমার, ইবনু 'আব্বাস, আবূ সা'ঈদ, আবূ হুরাইরা ও মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্'র হাদীসটি হাসান সহীহ্। খালিদ আল-হায্যা 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে 'আব্দুল্লাহ ইবনু হারিসের সূত্রে 'আসিমের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি সালাম ফিরানোর পর এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শারীক নেই, (মহাবিশ্বের) রাজত্ব তাঁরই হাতে, তাঁর জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই হায়াত দেন, তিনিই মউত দেন, তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দান কর তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই; তুমি যার প্রতিবন্ধক হও তাকে কেউ দান করতে পারে না এবং কোন চেষ্টা-তদবিরকারীই তার চেষ্টার মাধ্যমে তোমার নিকট হতে মঙ্গল ছিনিয়ে নিতে সমর্থ নয়।"

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলতেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

“তারা যা বলে থাকে তা থেকে আপনার রব, যিনি মহা মহিমান্বিত সকল ক্ষমতার মালিক, মহান পবিত্র। সালাম বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি। সকল প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।”
(সূরা ঃ আস-সাফফাত– ১৮০)

٣٠٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ : حَدَّثَنِيْ شَدَّادُ أَبُو عَمَّارٍ : حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ ثَوْبَانُ- مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ-، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ : «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ. وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ!». صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٢٨› م.

৩০০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত করা গোলাম সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায হতে ফুরসত হতে চাইতেন তখন তিনবার মার্জনা প্রার্থনা করতেন; তারপর বলতেন, “হে আল্লাহ! তুমিই শান্তি আনায়নকারী। তোমার নিকট হতেই শান্তি আসে। হে পরাক্রম ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বারকাত ও প্রাচুর্যময়”।
–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯২৮), মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِنْصِرَافِ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১১৩ ॥ ডান অথবা বাম পাশে ফেরা

٣٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّنَا،

فَيَنْصَرِفُ عَلَىٰ جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا : عَلَىٰ يَمِيْنِهِ وَعَلَىٰ شِمَالِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، وَأَنَسٍ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ. **حسن صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٢٩›.**

৩০১। কাবিসা ইবনু হুলব (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (হুলব) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইমামতি করতেন। (সালাম ফিরানোর পর) তিনি ডান এবং বাম উভয় পাশেই ফিরে বসতেন।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, আনাস, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস উল্লেখিত আছে।
–হাসান সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯২৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হুলব-এর হাদীসটি হাসান। এ হাদীসের দ্বারা বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ডান, বাম যে কোন পাশে ইচ্ছা ফিরে বসা যেতে পারে। দুই পাশের যে কোন পাশে ঘুরে বসার বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ত্রুটিহীনভাবে প্রমাণিত। 'আলী (রাঃ) বলেন, যদি ডান পাশে ঘুরে বসার প্রয়োজন হয় তবে ডান পাশে ঘুরে বসবে; যদি বাম পাশে ঘুরে বসার প্রয়োজন হয় তবে সেদিকে ঘুরে বসবে।

١١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصْفِ الصَّلَاةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১১৪ ॥ নামায পড়ার নিয়ম

٣٠٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ ابْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا– قَالَ رِفَاعَةُ : وَنَحْنُ مَعَهُ–، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ، فَصَلَّى، فَأَخَفَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ

انْصَرَفَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ، فَصَلَّى»، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ فَارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَفَعَلَ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يَأْتِي النَّبِيَّ ﷺ، فَيُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَقُولُ النَّبِيُّ ﷺ «وَعَلَيْكَ، فَارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَخَافَ النَّاسُ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ، لَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ فِي آخِرِ ذٰلِكَ: فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ؟! فَقَالَ: «أَجَلْ، إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللّٰهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللّٰهَ، وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ، فَاطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ اعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ، فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ، فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ قُمْ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا، انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ». قَالَ: وَكَانَ هٰذَا أَهْوَنَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا، انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا. **صحيح: «المشكاة» ‹٨٠٤›، «صفة الصلاة» -الأصل-، «صحيح أبي داود» ‹٨٠٣-٨٠٧›، «الإرواء» ‹١/٣٢١-٣٢٢›.**

৩০২। রিফাআ ইবনু রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে অবস্থান করছিলেন। রিফাআ (রাঃ) বলেন, আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। এমন সময় বিদুইনের বেশে এক ব্যক্তি আসল। সে নামায আদায় করল, কিন্তু হালকাভাবে (তাড়াহুড়া করে, নামাযের রুকনসমূহ ঠিকভাবে আদায় না করে) নামায

শেষ করে সে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাকেও (সালাম), ফিরে গিয়ে আবার নামায আদায় কর, কেননা তুমি নামায পড়নি। সে ফিরে গিয়ে নামায আদায় করল, তারপর এসে তাঁকে সালাম করল। তিনি পুনরায় বললেন ঃ তোমাকেও (সালাম), ফিরে গিয়ে আবার নামায আদায় কর, কেননা তুমি নামায পড়নি। দুই অথবা তিনবার এরূপ হল। প্রত্যেকবার সে এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল। আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে থাকলেন ঃ তোমাকেও (সালাম), ফিরে গিয়ে আবার নামায আদায় কর, কেননা তুমি নামায আদায় করনি। ব্যাপারটা লোকদের (সাহাবাদের) নিকট ভয়ানক ও অস্বস্তিকর মনে হল যে, যে ব্যক্তি হালকাভাবে নামায আদায় করল তার নামাযই হল না। অবশেষে লোকটি বলল, আমাকে দেখিয়ে দিন, শিখিয়ে দিন, কেননা আমি তো একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নই, কখনও শুদ্ধ কাজ করি কখনও ত্রুটি করি। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, যখন তুমি নামায আদায় করতে দাঁড়াও, তখন তিনি (আল্লাহ) তোমাকে যেভাবে ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে ওযূ কর, তারপর তাশাহ্হুদ পাঠ কর (আযান দাও), তারপর ইকামাত বল। যদি তোমার কুরআন জানা থাকে তবে তা হতে পাঠ কর। অন্যথায়– 'আলহামদুলিল্লাহ' তাকবীর– 'আল্লাহু আকবার' তাহলীল– 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ কর, অতঃপর রুকূ কর, শান্তভাবে রুকূতে অবস্থান কর। তারপর রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়াও, তারপর সাজদাহ্য় যাও, ঠিকভাবে সাজদাহ্ কর, সাজদাহ্ হতে উঠে শান্তভাবে বস, তারপর উঠো। যদি তুমি এভাবে নামায আদায় কর তবে তোমার নামায পূর্ণ হল। যদি তুমি তাতে কোনরূপ ভুল কর তবে তোমার নামাযের মধ্যেই ভুল করলে। রাবী বলেন, পূর্বের কথার চেয়ে এই পরবর্তী কথাটা লোকদের (সাহাবাদের) নিকট সহজ লাগল। কেননা যে নামাযের মধ্যে কোনরূপ ভুল করল তার নামাযে ভুল হল কিন্তু পরিপূর্ণ নামায নষ্ট হল না।

–সহীহ্। মিশকাত– (৮০৪), সিফাতুস সালাত (মূল), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৮০৩-৮০৭), ইরওয়া– (১/৩২১-৩২২)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ রিফাআ ইবনু রাফি'র হাদীসটি হাসান। এ হাদীসটি রিফা'আ (রাঃ)-এর নিকট হতে অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَقَالَ : «ارْجِعْ، فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، فَرَجَعَ الرَّجُلُ، فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي؟! فَقَالَ : «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا».

صحيح : «ابن ماجه» (١٠٦٠) ق.

৩০৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে গেলেন। এ সময় একটি লোক এসে নামায আদায় করল। (নামায শেষ করে) সে এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বললেন ঃ তুমি আবার গিয়ে নামায আদায় করে এসো, তোমার নামায হয়নি। এভাবে সে তিনবার নামায আদায় করল। তারপর লোকটি তাঁকে

বলল, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন! আমি এর চেয়ে ভালভাবে নামায আদায় করতে পারছি না, আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি নামায আদায় করতে দাঁড়াও তখন তাকবীর (তাহরীমা) বল, তারপর কুরআনের যে জায়গা হতে পাঠ করতে সহজ হয় তা পাঠ কর; তারপর রুকূতে যাও এবং রুকূর মধ্যে স্থির থাক; তারপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াও; তারপর সাজদাহ্ কর এবং সাজদাহ্র মধ্যে স্থির থাক; তারপর মাথা তুলে আরামে বস। তোমার সমস্ত নামায এভাবে আদায় কর।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৬০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইবনু নুমাইর বর্ণনা করেছেন 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে, তিনি সা'ঈদ আল-মাক্বুরী হতে তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় সাঈদ তার পিতা থেকে কথাটি উল্লেখ নেই। উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদের বর্ণনাটি অধিক সহীহ্। সা'ঈদ মাক্বুরী আবূ হুরাইরার নিকট হাদীস শুনেছেন। আবার তার পিতার সূত্রে আবূ হুরাইরা হতেও বর্ণনা করেছেন। আবূ সা'ঈদ মাক্বুরী'র নাম কাইসান। উপনাম আবূ সা'ঈদ। কাইসান মুকাতাব দাস ছিলেন।

١١٥) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৫ ॥ একই বিষয়

٣٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ « سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ- يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالُوا : مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلاَ أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا! قَالَ : بَلَى، قَالُوا : فَاعْرِضْ، فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : «اَللّٰهُ أَكْبَرُ»، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُقْنِعْ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ : «اَللّٰهُ أَكْبَرُ»، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَخَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ : «اَللّٰهُ أَكْبَر»، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ، وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ، حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا صَنَعَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذٰلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِيْ تَنْقَضِيْ فِيْهَا صَلاَتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ. **صحيح : «ابن ماجه» (١٠٦١).**

৩০৪। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু আতা (রঃ) হতে আবূ হুমাইদ আস-সাইদী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (মুহাম্মাদ) বলেন, আমি তাঁকে (আবূ হুমাইদকে) দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে এ হাদীস বলতে শুনেছি। আবূ কাতাদা ইবনু রিব্'ঈ (রাঃ)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সামনে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। তাঁরা বললেন, তা কেমন করে? তুমি তো আমাদের আগে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করতে পারনি।

তাছাড়া তুমি তাঁর নিকট আমাদের চেয়ে বেশি যাতায়াত করতে না। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারা বললেন, ঠিক আছে বর্ণনা কর। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন (তাকবীরে তাহরীমা করার জন্য); যখন রুকূতে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন; তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকূতে যেতেন এবং শান্তভাবে রুকূতে থাকতেন, মাথা নীচের দিকেও ঝুঁকাতেন না এবং উপরের দিকেও উঠাতেন না, উভয় হাত উভয় হাঁটুতে রাখতেন; তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রুকূ হতে উঠতেন, রফউল ইয়াদাইন করতেন (উভয় হাত উপরের দিকে তুলতেন) এবং সোজা হয়ে দাঁড়াতেন, এমনকি প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে স্বাভাবিকভাবে এসে যেত। তারপর সাজদাহ্র জন্য যমিনের দিকে নীচু হতেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতেন; দুই বাহু দুই বগল হতে আলাদা রাখতেন; পায়ের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করে দিতেন; বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন; অতঃপর সোজা হয়ে বসতেন যাতে তাঁর প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে ঠিকভাবে বসে যেত; অতঃপর দ্বিতীয় সাজদাহ্য় যেতেন; 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদাহ্ হতে উঠে পা বিছিয়ে দিয়ে বসতেন (জলসায়ে ইস্তিরাহাত করতেন); এমনকি প্রতিটি হাড় নিজ নিজ স্থানে ঠিকভাবে বসে যেত; তারপর দাঁড়াতেন; তারপর দ্বিতীয় রাক'আতেও এরূপ করতেন। তারপর দুই রাক'আত আদায় করতে যখন দাঁড়াতেন, তখনও তাকবীর বলতেন এবং দুই হাত নামায শুরু করার সময়ের মত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। বাকী নামাযেও তিনি এরূপ করতেন; তারপর যখন শেষ সাজদাহ্য় পৌঁছতেন যেখানে তাঁর নামায শেষ হত তখন বাঁ পা বিছিয়ে দিতেন এবং পাছার উপর চেপে বসতেন; তারপর সালাম ফিরাতেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৬১)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। 'দুই সাজদাহ্র পর যখন দাঁড়াতেন' বাক্যাংশটুকুর অর্থ 'দুই রাক'আত শেষ করে যখন দাঁড়াতেন।'

٣٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْحُلْوَانِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ النَّبِيْلُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ

جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِيْ عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْهُمْ : أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ-....... فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ فِيهِ أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِالحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ هٰذَا الْحَرْفَ : قَالُوْا : صَدَقْتَ! هٰكَذَا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ. **صحيح : انظر ما قبله.**

৩০৫। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুমাইদ আস-সায়েদী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর সামনে বলতে শুনেছি, তাদের মধ্যে কাতাদা ইবনু রিবঈ (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী বর্ণনা ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদের হাদীসের অনুরূপ। তবে আবূ আসিম এ হাদীসে আবদুল হামীদ ইবনু জাফরের সূত্রে এ কথাটুকুও বর্ণনা করেছেন ঃ তাঁরা বললেন, তুমি সত্যিই বলেছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপভাবেই নামায আদায় করতেন।

–সহীহ্। দেখুন পূর্বের হাদীস।

١١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১১৬ ॥ ফযরের নামাযের কিরা'আত

٣٠٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ} فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلٰى. **صحيح: «ابن ماجه» (٨١٦).**

৩০৬। কুতবা ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফযরের প্রথম রাকআতে 'ওয়ান-নাখলা বাসিকাতিন' (সূরা কাফ) পাঠ করতে শুনেছি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮১৬)।

এ অনুচ্ছেদে 'আমর ইবনু হুরাইস, জাবির ইবনু সামুরা, 'আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব, আবূ বারযা ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কুতবা ইবনু মালিকের হাদীসটি হাসান সহীহ্। অপর এক বর্ণনায় আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালের নামাযে সূরা ওয়াকিয়া পাঠ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি ফযরের নামাযে ষাট হতে একশো আয়াত পাঠ করতেন। আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি "ইযাশ শামসু কুব্বিরাত" সূরা পাঠ করেছেন। বর্ণিত আছে যে, 'উমার (রাঃ) আবূ মূসা (রাঃ)-কে লিখে পাঠালেন, তুমি ফযর নামাযে লম্বা সূরা (তিওয়ালে মুফাসসাল) পাঠ কর। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আলিমগণ এর উপরই আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ একই রকম অভিমত দিয়েছেন।

١١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৭ ॥ যুহর ও আসরের নামাযের কিরা'আত

٣٠٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ {السَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ}، وَشِبْهِهِمَا. **حسن صحيح : «صفة الصلاة» ‹٩٤›، «صحيح أبي داود» ‹٧٦٧›.**

৩০৭। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহর এবং আসরের নামাযে সূরা "ওয়াস সামায়ি যাতিল বুরূজ', 'ওয়াস সামায়ি ওয়াত তারিক্ব' এ ধরনের (আকার বিশিষ্ট) সূরা পাঠ করতেন।

–হাসান সহীহ্। সিফাতুস সালাত– (৯৪), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৬৭)।

এ অনুচ্ছেদে খাব্বাব, আবূ সা'ঈদ, আবূ কাতাদা, যাইদ ইবনু সাবিত ও বারাআ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ

জাবির ইবনু সামুরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে 'তানযীলুস সাজদা'র মত লম্বা সূরা পাঠ করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি যুহরের প্রথম রাকআতে তিরিশ আয়াত পরিমাণ এবং দ্বিতীয় রাকআতে পনের আয়াত পরিমাণ কিরা'আত পাঠ করতেন। 'উমার (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে, তিনি আবূ মূসা (রাঃ)-কে লিখে পাঠান ঃ যুহরের নামাযে মধ্যম (আওসাতে মুফাসসাল) ধরনের সূরা পাঠ কর। কিছু বিদ্বান 'আসরের নামাযে মাগরিবের নামাযের মত সূরা অর্থাৎ কিসারি মুফাসসাল ধরনের সূরা পাঠ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। ইবরাহীম নাখঈ বলেছেন, আসরের নামাযের কিরা'আত মাগরিবের নামাযের কিরা'আতের সমান হবে। তিনি আরো বলেছেন, যুহরের নামাযের কিরা'আত আসরের কিরা'আতের চার গুণ লম্বা হবে।

١١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১৮ ॥ মাগরিবের নামাযের কিরা'আত

٣٠٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَتْ : خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ بِـ {الْمُرْسَلَاتِ}، قَالَتْ : فَمَاصَلَّاهَا- بَعْدُ- حَتَّى لَقِيَ اللّٰهَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٣١› ق.**

৩০৮। উম্মুল ফযল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। অসুখের কারণে এ সময়ে তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন এবং তাতে সূরা "ওয়াল মুরসালাত" পাঠ করলেন। তারপর তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর কখনও এ সূরা পাঠ করেননি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৩১), বুখারী ও মুসলিম

এ অনুচ্ছেদে যুবাইর ইবনু মুতঈম, ইবনু 'উমার, আবূ আইউব ও যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উম্মুল ফযলের হাদীসটি হাসান সহীহ্। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের উভয় রাকআতে সূরা আল-আরাফ হতেও পাঠ করেছেন। আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পাঠ করেছেন। 'উমার (রাঃ) মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা (কিসারি মুফাস্সাল) পাঠ করার জন্য আবূ মূসা (রাঃ)-কে নির্দেশ পাঠান। আবূ বাক্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি মাগরিবের নামাযে ছোট আকারের সূরা পাঠ করতেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, বিশেষজ্ঞ 'আলিমগণ এরকমই 'আমল করেছেন। ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাক এরকমই বলেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেন, ইমাম মালিক মাগরিবের নামাযে সূরা তূর, মুরসালাত ইত্যাদির মত লম্বা সূরা পাঠ করা মাকরূহ জানতেন। শাফিঈ আরো বলেন, আমি মাগরিবের নামাযে এ ধরনের লম্বা সূরা পাঠ করা মাকরূহ মনে করি না, বরং মুস্তাহাব মনে করি।

١١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১১৯॥ 'ইশার নামাযের কিরা'আত

٣٠٩. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ. صحيح : «صفة الصلاة» ‹٩٧›

৩০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া যুহাহা' ও এ ধরনের সূরাগুলো পাঠ করতেন। –সহীহ্। সিফাতুস সালাত– (৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বুরাইদার হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইশার নামাযে 'ওয়াত-তীনি ওয়ায-যাইতূন' সূরা পাঠ করেছেন। উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ) 'ইশার নামাযে সূরা 'আল-মুনাফিকূন' ও অনুরূপ ধরনের আওসাতি মুফাস্‌সাল সূরা পাঠ করতেন। অন্যান্য সাহাবা ও তাবিঈদের প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তাঁরা কখনও উল্লেখিত পরিমাণের বেশিও পাঠ করেছেন আবার কখনও কম পাঠ করেছেন। তাদের মতে, সূরা পাঠের আকার-আয়তন ও পরিধি ব্যাপক। সূরা-কিরা'আত বড় বা ছোট করার সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ)-এর বর্ণনাটি সবচাইতে ভাল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইশার নামাযে 'ওয়াশ-শামসি ওয়া যুহাহা' ও 'ওয়াত-তীনি ওয়ায-যাইতূন সূরা' পাঠ করেছেন।

٣١٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِـ {التِّينِ وَالزَّيْتُونِ}. **صحيح: «ابن ماجه» ‹٨٣٤› ق.**

৩১০। বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইশার নামাযে 'ওয়াত-তীনি ওয়ায-যাইতূন' সূরা পাঠ করেছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৩৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২০ ॥ ইমামের পিছনে কিরা'আত পাঠ করা

٣١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ

قَالَ : «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ؟!»، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِيْ وَاللَّهِ! قَالَ : «فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». **ضعيف : «ضعيف أبي داود» ‹١٤٦›.**

৩১১। উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকালে (ফযরের) নামায আদায় করলেন। কিন্তু কিরা'আত পাঠ তাঁর নিকট একটু শক্ত ঠেকল। তিনি নামায শেষে বললেন, আমার মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরা'আত পাঠ কর। রাবী বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বললেন ঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া (ইমামের পিছনে) অন্য কোন কিরা'আত পাঠ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার নামায হয় না।

–যঈফ। যঈফ আবূ দাউদ– (১৪৬)

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٨٣٧› ق.**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, আনাস, আবূ কাতাদা ও আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

"এ হাদীসটি ইমাম যুহরী (রহঃ) মাহমূদ ইবনু রাবী হতে, তিনি 'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রাঃ)-এর সূত্রে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি।"

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– **(৮৩৭)**, বুখারী ও মুসলিম।

আমি বাধাগ্রস্ত হচ্ছি কেন? রাবী বলেন, লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এরূপ শুনল তখন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেহরী (সশব্দে) কিরা'আত পাঠ করা নামাযে তাঁর পিছনে কিরা'আত পাঠ করা হতে ক্ষান্ত থাকল।

–সহীহ্। সিফাতুস সালাত– (৭৯), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৮১)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, ইমরান ইবনু হুসাইন ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও হাদীস উল্লেখিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। ইবনু উকাইমা লাইসীর নাম 'উমারা, তাকে 'আমর ইবনু উকাইমাও বলা হয়ে থাকে।

ইমাম যুহরীর কিছু ছাত্র এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তা নিম্নোক্ত বাক্যে উল্লেখ করেছেন ঃ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ *

"যুহরী বলেছেন, লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এরূপ শুনল তখন হতে ইমামের পিছনে কিরা'আত পাঠ করা ছেড়ে দিল।"

যারা ইমামের পিছনে কিরা'আত পাঠ করার স্বপক্ষে, এ হাদীসের আলোকে তাদের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায় না। কেননা যে আবূ হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে উপরোল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনিই আবার তাঁর নিকট হতে এ হাদীসও বর্ণনা করেছেন ঃ

وَرَوٰى اَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهٗ قَالَ مَنْ صَلّٰى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ فَقَالَ لَهٗ حَامِلُ الْحَدِيْثِ اِنِّيْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ *

"যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।"

এ হাদীসের একজন বাহক তাঁকে (আবূ হুরাইরাকে) বললেন, আমি কখনও ইমামের সাথে নামায আদায় করে থাকি। তিনি বললেন, নিজের মনে মনে তা পাঠ করে নাও। (হাদীসের বাহক বলতে আবূ হুরাইরার কোন ছাত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে)।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮৩৮), মুসলিম।

وَرَوَي اَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اَمَرَنِى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ اُنَادِىَ اَنْ لاَّ صَلاَةَ اِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ *

আবূ 'উসমান আন্নাহদী আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে এও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এই আহ্বান জানাতে আদেশ দিলেন– "সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামায হয় না।"

হাদীস বিশারদগণ এই বিধান পছন্দ করেছেন ঃ ইমাম যখন সশব্দে কিরা'আত (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে, মুক্তাদীগণ তখন ফাতিহা পাঠ করবে না। বরং ইমাম যখন আয়াত পাঠ করে থামবে, সেই সুযোগে ফাঁকে ফাঁকে মুক্তাদীগণও ফাতিহা পাঠ করে নিবে।

ইমামের পিছনে কিরা'আত (সূরা ফাতিহা) পাঠ করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বেশিরভাগ সাহাবা, তাবিঈ ও তাঁদের পরবর্তীগণের মতে, মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে কিরা'আত (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে। ইমাম মালিক, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক একই রকম কথা বলেছেন। ইবনুল মুবারাক বলেন, আমি ইমামের পিছনে কিরা'আত (ফাতিহা) পাঠ করি এবং অন্যান্য লোকও পাঠ করে থাকে, কিন্তু কুফাবাসীদের একদল পাঠ করে না। আমি যদিও ইমামের পিছনে ফাতিহা পাঠ করে থাকি, তবুও যারা পাঠ করে না তাদের নামাযও আমি জায়িয মনে করি।

বিশেষভাবে একদল বিশেষজ্ঞ আলিম এ ব্যাপারে আপোষহীনতা মত অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন ব্যক্তি হয় একাকী না হয় জামাআতে নামায আদায় করুক না কেন, সে যদি সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তবে তার নামাযই হবে না। তাঁরা 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মত দিয়েছেন।

উবাদা ইবনুস সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের উপর আমল করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি।" ইমাম শাফিঈ, ইসহাক এবং অন্যান্যরাও এমন কথা বলেছেন।

আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী একাকি নামায আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সে যদি একাকি নামায আদায় করে এবং সূরা ফাতিহা পাঠ না করে তবে তার নামায হবে না। তিনি তাঁর এ দাবির সমর্থনে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। জাবির (রাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নামায আদায় করল এবং তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সে যেন নামাযই আদায় করল না, অবশ্য ইমামের পিছনে হলে অন্য কথা।"

ইমাম আহমাদ বলেন, জাবির (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তিনি তাঁর হাদীস "যে সূরা ফাতিহা পাঠ করেনি তার নামায হয়নি" –এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ হুকুম একাকী নামায পাঠকারীর বেলায় প্রযোজ্য। এতদসত্ত্বেও ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার নীতি অনুসরণ করেছেন এবং (বলেছেন) লোকেরা যেন ইমামের সাথে নামায আদায় করলেও সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছেড়ে না দেয়।

٣١٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وراء الإِمَامِ. **صحيح موقوف : «الإرواء» ‹٢٧٣/٢›.**

৩১৩। আবূ নু'আইম ওয়াহ্‌ব ইবনু কাইসান (রহঃ) হতে বর্ণিত **আছে,** তিনি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি **নামায** আদায় করল অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সে নামাযই আদায় করেনি। হ্যাঁ ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা, সেক্ষেত্রে ফাতিহা পাঠের দরকার নাই। –সহীহ্। **মাওকূফ ইরওয়া–** (২/২৩৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٢٢) بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২২ ॥ মাসজিদে প্রবেশের দু'আ

٣١٤. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ : «رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ، صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : «رَبِّ! اغْفِرْلِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ». **صحيح : دون جملة المغفرة، «تخريج فضل الصلاة على النبي ﷺ» ‹٨٢-٤٨›، «تخريج الكلم الطيب»، «تمام المنة» ‹٢٩٠›.**

৩১৪। ফাতিমা আল-কুবরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাসজিদে ঢুকতেন তখন

মুহাম্মাদের (স্বয়ং নিজের) প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন ঃ "রব্বিগফির লী যুনূবী ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবারাহমাতিকা।" যখন তিনি মাসজিদ হতে বের হতেন তখনও মুহাম্মাদের (নিজের) প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠ করতেন এবং বলতেন ঃ "রব্বিগফির লী যুনূবী ওয়াফতাহ্ লী আবওয়াবা ফাদলিকা।"

–রব্বিগ ফিরলী বাক্যবাদে সহীহ্। ফজলুস্ সালাত আলান্নাবী– (৭২-৭৩), তামাতুল মিন্নাহ– (২৯০)।

৩১৫. وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : فَلَقِيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَسَنِ بِمَكَّةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ؟ فَحَدَّثَنِي بِهِ، قَالَ : كَانَ إِذَا دَخَلَ، قَالَ : «رَبِّ! افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ، قَالَ : «رَبِّ! افْتَحْ لِي بَابَ فَضْلِكَ». **صحيح : وهو الذي قبله، ولفظه أصح.**

৩১৫। 'আলী ইবনু হুজর (রহঃ) বলেন, ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, আমি মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনু হাসানের সাথে দেখা করে তাঁকে এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমার নিকট হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করলেন– "যখন তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাসজিদে ঢুকতেন তখন বলতেন ঃ "রব্বিফ্তাহ্লী বাবা রাহমাতিকা" এবং যখন বের হতেন তখন বলতেন ঃ রব্বিফ্তাহ্লী বাবা ফায্লিকা।

–সহীহ্। পূর্বের হাদীসের শব্দগুলো অধিক সহীহ্।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ফাতিমা (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান। ফাতিমার হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। কেননা হুসাইন (রাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা তাঁর দাদী ফাতিমাতুল কুবরা (রাঃ)-এর দেখা পাননি। কেননা ফাতিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর মাত্র কয়েক মাস বেঁচে ছিলেন।

١٢٣) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৩ ॥ মাসজিদে ঢুকে দুই রাক'আত নামায আদায় করবে

٣١٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠١٣› ق.**

৩১৬। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন মাসজিদে আসে, তখন সে যেন বসার আগে দুই রাক'আত নামায আদায় করে নেয়।

—সহীহ্। ইবনু মাজাহ— (১০১৩), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে জাবির, আবূ উমামা, আবূ হুরাইরা, আবূ যার ও কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ কাতাদা'র হাদীসটি হাসান সহীহ্। মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান এবং আরো অনেকে 'আমির ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর হতে মালিক ইবনু আনাসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ স্বীয় সনদে জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এটি সুরক্ষিত নয়। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটিই সঠিক। আমাদের সংগীরা এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। কোন ব্যক্তির মাসজিদে ঢুকার পর বসার আগে দুই রাক'আত নামায আদায় করাকে তাঁরা মুস্তাহাব মনে করেন।

তিরমিযী বলেন ঃ ইসহাক ইবনু ইবরাহীম আমাকে তথ্য দিয়েছেন যে, আলী ইবনু মাদীনী বলেন, সুহাইল ইবনু আবী সালিহ-এর হাদীসটি ভুল।

١٢٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৪ ॥ কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সমগ্র পৃথিবীই নামায আদায়ের জায়গা

٣١٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٤٥›.**

৩১৭। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীই নামায আদায়ের উপযোগী।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৪৫)।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, আবূ হুরাইরা, জাবির, ইবনু 'আব্বাস, হুযাইফা, আনাস, আবূ উমামা ও আবূ যার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। তাঁরা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا *

"সারা পৃথিবীকে আমার জন্য মাসজিদ এবং পবিত্র হওয়ার মাধ্যম বানানো হয়েছে।"

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ সা'ঈদের হাদীসটি 'আবদুল আযীয ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে দুটি ধারায় বর্ণিত হয়েছে। একটি ধারায় আবূ সা'ঈদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, অপর ধারায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ হাদীসটিকে মুযতারিব (গোলমাল) বলা হয়েছে। সুফিয়ান সাওরী-'আমর ইবনু ইয়াহ্ইয়া হতে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রটিই বেশি সহীহ্ ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

١٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১২৫ ॥ মাসজিদ নির্মাণের ফাযীলাত

٣١٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٣٦› ق.**

৩১৮। 'উসমান ইবনু 'আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সুপ্রসন্নতা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মাসজিদ তৈরী করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৩৬), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'আলী, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, আনাস, ইবনু 'আব্বাস, 'আয়িশাহ্, উম্মু হাবীবা, আবূ যার, 'আমর ইবনু আবাসা, ওয়াসিলা ইবনুল আসকা', আবূ হুরাইরা ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'উসমানের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

মাহমূদ ইবনু লাবীদ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়েছেন এবং মাহমূদ ইবনু রাবী'ও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন। তাঁরা দু'জনই মাদীনার বালক ছিলেন।

١٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১২৭ ॥ মাসজিদে ঘুমানো

٣٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : **كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ** رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ شَبَابٌ. **صحيح : خ.**

৩২১। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন কালে মাসজিদে ঘুমাতাম। অথচ আমরা তখন যুবক ছিলাম। –সহীহ্। বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্। একদল বিদ্বান মাসজিদে ঘুমানোর পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "মাসজিদকে দিনের বা রাতের শোয়ার জায়গায় পরিণত কর না।" বিদ্বানদের একদল ইবনু 'আব্বাসের মতকেই গ্রহণ করেছেন।

١٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وإِنْشَادِ الضَّالَّةِ، وَالشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৮ ॥ মাসজিদের মধ্যে ক্রয়–বিক্রয়, হারানো জিনিস খোঁজা এবং কবিতা আবৃত্তি করা মাকরূহ

৩২২. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنِ الْبَيْعِ وَالاشْتِرَاءِ فِيهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. **حسن : «ابن ماجه» (٧٤٩).**

৩২২। 'আমর ইবনু শুআইব (রহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসজিদে কবিতা আবৃতি করতে, কেনা-বেচা করতে এবং জুমু'আর দিন জুমু'আর নামাযের আগে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন।

–হাসান। ইবনু মাজাহ– (৭৪৯)।

এ অনুচ্ছেদে বুরাইদা, জাবির ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস-এর হাদীসটি

হাসান। 'আমর ইবনু শু'আইব হলেন ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (রহঃ) বলেন, আমি দেখেছি, ইমাম আহমাদ, ইসহাক ও অন্যান্যরা নিজেদের মতের সপক্ষে 'আমর ইবনু শু'আইবের হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) আরও বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু শু'আইব (রহঃ) তাঁর দাদা 'আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ)-এর হাদীস শুনেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কিছু লোক 'আমর ইবনু শুআইবের হাদীসের সমালোচনা করেছেন এবং তাঁকে যঈফ বলেছেন। তাঁরা মনে করেন, 'আমর তাঁর দাদার লিখিত সহীফা (সংকলিত হাদীসগ্রন্থ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। মনে হয় তাঁরা একথাই বলতে চান যে, 'আমর ইবনু শুআইব তাঁর দাদার নিকট হতে এসব হাদীস শুনেননি। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ বলেছেন, আমাদের মতে 'আমর ইবনু শু'আইবের হাদীসটি দুর্বল।

একদল বিশেষজ্ঞ 'আলিম মাসজিদে কেনা-বেচা করা মাকরূহ বলেছেন। আহমাদ ও ইসহাক একইরকম মত পোষণ করেছেন। তাবিঈদের একদল বিদ্বান এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস হতে মাসজিদে কবিতা আবৃত্তি করার অনুমতির কথা জানা যায়।

١٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

অনুচ্ছেদ ঃ ১২৯ ॥ যে মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত

٣٢٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : امْتَرَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي خُدْرَةَ، وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي **أُسِّسَ عَلَى** التَّقْوَى، فَقَالَ الْخُدْرِيُّ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، **وَقَالَ الْآخَرُ** : **هُوَ**

مَسْجِدُ قُبَاءٍ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ : «هُوَ هَذَا- يَعْنِي : مَسْجِدَهُ-، وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيرٌ». **صحيح : م.**

৩২৩। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, খুদরা গোত্রের এক ব্যক্তি এবং 'আমর ইবনু আওফ গোত্রের এক ব্যক্তি 'তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত মাসজিদ' কোনটি-তা নিয়ে সন্দেহে পতিত হল। খুদরা গোত্রের লোকটি বলল, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাসজিদ (মাদীনার মাসজিদ)। অপর ব্যক্তি বলল, এটা কুবার মাসজিদ। বিষয়টি নিয়ে তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে আসল। তিনি বললেন ঃ এটা এই মাসজিদ অর্থাৎ মাসজিদে নাব্বী। এ মাসজিদে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। **—সহীহ্। মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

হাদীসের রাবী ওনাইস ইবনু আবী ইয়াহইয়া সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদকে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, তার মধ্যে কোন সমস্যা নেই। তার ভাই উনাইস ইবনু আবী ইয়াহইয়া তার চাইতে অধিক সুদৃঢ়।

١٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩০ ॥ কুবার মাসজিদে নামায আদায় করা

٣٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِالْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَبْرَدِ- مَوْلَى بَنِي خَطْمَةَ-، أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظَهِيرٍ الأَنْصَارِيَّ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ- يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٤١١›.**

৩২৪। উসাইদ ইবনু যুহাইর আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা ছিলেন। তিনি

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, কুবার মাসজিদে নামায আদায় করলে 'উমরা করার সমান নেকী পাওয়া যায়।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৪১১)।

এ অনুচ্ছেদে সাহল ইবনু হুনাইফ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উসাইদ-এর হাদীসটি হাসান গারীব। 'আবদুল হামীদ ইবনু জা'ফর হতে আবূ উসামা বর্ণিত এ হাদীসটি ব্যতীত উসাইদের আর কোন সহীহ্ হাদীস আমাদের জানা নেই। রাবী আবুল আবরাদের নাম যিয়াদ মাদীনী।

١٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩১ ॥ কোন্ মাসজিদ সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ

٣٢٥. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». **صحيح : «ابن ماجه» <١٤٠٤> ق.**

৩২৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার এই মাসজিদে এক রাক'আত নামায আদায় করা অন্য মাসজিদে এক হাজার রাক'আত নামায আদায় করা হতেও উত্তম, কিন্তু মাসজিদুল হারাম ব্যতীত।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৪০৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসের রাবী কুতাইবা তার সনদে **উবাইদুল্লাহ**'র উল্লেখ করেননি। বরং তার সনদ যাইদ ইবনু রাবাহ, তিনি **আবূ আব্দুল্লাহ** আল-আগার তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে। এ হাদীসটি হাসান

সহীহ্। এ হাদীসটি আবূ হুরাইরার নিকট হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'আব্দুল্লাহ্ আল-আগারের নাম সালমান। এ অনুচ্ছেদে আলী, মাইমূনা, আবূ সা'ঈদ, জুবাইর ইবনু মুত'ইম, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর, ইবনু 'উমার ও আবূ যার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٢٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِيْ هٰذَا، وَمَسْجِدِ الْأَقْصٰى». صحيح: «ابن ماجه» ‹١٤٠٩› ق.

৩২৬। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (সাওয়াবের আশায়) সফর করা যায় না। এ মাসজিদগুলো হল, মাসজিদুল হারাম, আমার এই মাসজিদ এবং মাসজিদুল আকসা। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৪০৯), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩২ ॥ মাসজিদে পায়ে হেঁটে যাতায়াত

٣٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ ابْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَلٰكِنِ ائْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُوْنَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٧٥› ق.**

৩২৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেলে তোমরা দৌড়ে বা তাড়াহুড়া করে এসো না, বরং ধীরেসুস্থে হেঁটে এসো। জামাআতে যতটুকু পাও আদায় করে নাও, যতটুকু ছুটে যায় তা সালামের পরে পুরা কর।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৭৫), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ কাতাদা, উবাই ইবনু কা'ব, আবূ সা'ঈদ, যাইদ ইবনু সাবিত, জাবির ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ মাসজিদে হেঁটে আসা সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। এক দলের মতে, তাকবীরে উলা (তাকবীরে তাহরীমা) ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে তাড়াতাড়ি আসবে। তাদের কারো কারো সম্পর্কে এ পর্যন্তও বর্ণিত আছে, তাঁরা দৌড়ে এসে নামায ধরতেন। অপর দল দৌড়ে আসাকে মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা ধীরেসুস্থে, শান্তভাবে আসাই পছন্দ করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক এই মতের প্রবক্তা। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, এ ব্যাপারে আবূ হুরাইরার হাদীস অনুযায়ী আমল করতে হবে। ইসহাক বলেছেন, তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে দ্রুত হেঁটে এসে জামাআত ধরাতে কোন অপরাধ নেই।

٣٢٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ..... نَحْوَ حَدِيْثِ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

৩২৮। আল-হাসান ইবনু আলী বর্ণনা করেন, তিনি আব্দুর রাজ্জাক হতে, তিনি মা'মার হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে, তিনি আবূ হুরাইরা হতে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে, আবূ সালামার সূত্রে বর্ণিত আবূ হুরাইরা'র মতোই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি ইয়াযিদ ইবনু যুরাই-এর হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ্।

٣٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ...... نَحْوَهُ.

৩২৯। ইবনু আবী উমার বর্ণনা করেছেন সুফইয়ান হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে তিনি আবূ হুরাইরা হতে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُعُوْدِ فِي الْمَسْجِدِ، وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৩ ॥ মাসজিদে বসা ও নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফাযিলাত

٣٣٠. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاةٍ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا، وَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ، مَا دَامَ فِي الْمَسْجِدِ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ : وَمَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! قَالَ : فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٩٩› ق.**

৩৩০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে পর্যন্ত মাসজিদে নামাযের প্রতীক্ষায় থাকে, সে যেন নামাযের মধ্যেই থাকে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ মাসজিদে থাকে ফেরেশতারা সে পর্যন্ত তার জন্য দু'আ করতে থাকে– "আল্লাহুম্মাগফিরহু আল্লাহুম্মারহামহু।" হাদাস (ওযূ ছুটে) না যাওয়া পর্যন্ত তার জন্য এ দু'আ চলতে থাকে। হাযরামাওতের এক ব্যক্তি বলল, হে আবূ হুরাইরা! হাদাস কাকে বলে? তিনি বললেন, নিঃশব্দে বা স্বশব্দে বায়ু বের হওয়া। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৯৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, আবূ সাঈদ, আনাস, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা'র হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৪ ॥ চাটাইর উপর নামায আদায় করা

٣٣١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. **حسن صحيح : «ابن ماجه» خ.**

৩৩১। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ের উপর নামায আদায় করতেন। –হাসান সহীহ্। ইবনু মাজাহ, বুখারী।

এ অনুচ্ছেদে উম্মু হাবীবা, ইবনু 'উমার, উম্মু সালামা, 'আয়িশাহ্, মাইমূনা ও উম্মু কুলসূম বিনতু আবূ সালামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। উম্মু কুলসুম নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মু-সালামাহ্ হতে হাদীস শুনেননি।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। কিছু আলিম এ হাদীসের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, চাটাইয়ের উপর নামায আদায় করা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেই প্রমাণিত। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'খুমরা অর্থ ছোট চাটাই অথবা মাদুর।

١٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৫ ॥ মাদুরের উপর নামায আদায় করা

٣٣٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ. **صحيح : «ابن ماجه» (١٠٢٩) ق.**

৩৩২। আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদুরের উপর নামায আদায় করেছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০২৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস ও মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ সা'ঈদের হাদীসটি হাসান। আলিমগণ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। অত্যন্ত অল্প সংখ্যক বিদ্বান মাটিতে নামায আদায় করা মুস্তাহাব মনে করেছেন। রাবী আবূ সুফ্ইয়ানের নাম তালহা ইবনু নাফি'।

١٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْبُسُطِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৬ ॥ বিছানার উপর নামায আদায় করা

٣٣٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَالِطُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ يَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ : «يَا أَبَا عُمَيْرُ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» قَالَ : وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. **صحيح : «ابن ماجه» (٣٧٢٠، ٣٧٤٠) ق.**

৩৩৩। আবূ তাইয়াহ্ আয্-যুবাঈ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কপট লোকাচার বাদ দিয়ে) স্বাভাবিকভাবে আমাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন ঃ হে আবূ উমাইর! কোথা তোমার নুগায়ির (লাল পাখি)। রাবী বলেন, আমাদের বিছানা পানি দিয়ে ধুয়ে দেয়া হল, তিনি তার উপর নামায আদায় করলেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৩৭২০, ৩৭৪০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাদের উত্তরসুরিগণ বিছানা ও কার্পেটের উপর নামায আদায় করা দোষণীয় মনে করেন না। আহমাদ এবং ইসহাকও এ কথা বলেছেন। আবূ তাইয়্যাহ'র নাম ইয়াযিদ ইবনু হুমাইদ।

١٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৮ ॥ নামাযীর সামনে অন্তরাল (সুতরা) রাখা

٣٣٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُبَالِيْ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ». **حسن صحيح : «ابن ماجه» (٩٤٠).**

৩৩৫। মূসা ইবনু তালহা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি (তালহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নিজের সামনে হাওদার খুঁটির মত কিছু রেখে দেয়, তারপর তার দিকে নামায আদায় করে তখন খুঁটির বাইরে দিয়ে কেউ চলাচল করলে কোন ভয় নেই।

–হাসান সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৪০)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, সাহল ইবনু আবূ হাসমা, ইবনু উমার, সাবরা ইবনু মাবাদ, আবূ জুহাইফা ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ তালহার হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমামের সুতরাই (অন্তরাল) মুক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

١٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩৯ ॥ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া মাকরূহ

٣٣٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ. أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلٰى أَبِيْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ : مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي

الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لاَ أَدْرِيْ، قَالَ : أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٤٥› ق.**

৩৩৬। বুসর ইবনু সা'ঈদ হতে বর্ণিত আছে, যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রঃ) আবূ জুহাইমের নিকট লোক পাঠালেন। উদ্দেশ্য ছিল, নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তিনি যা শুনেছেন তা জিজ্ঞেস করা। আবূ জুহাইম (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচলকারী যদি জানত তার কত বড় গুনাহ হয়, তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে চলাচল করা অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা নিজের জন্যে ভাল মনে করত। আবূ নায্‌র বলেন, তিনি (আবূ জুহাইম) কি চল্লিশ দিনের না চল্লিশ মাসের না চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন তা আমার মনে নেই। –সহীহ্। **ইবনু মাজাহ– (৯৪৫), বুখারী ও মুসলিম**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ আল-খুদরী, আবূ হুরাইরা, ইবনু উমার ও আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে–

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى أَخِيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ *

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন ঃ "তোমাদের কোন ব্যক্তির জন্য তার নামাযরত ভাইয়ের সামনে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে একশত বছর অপেক্ষা করা বেশি কল্যাণকর।"

বিদ্বানগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া মাকরূহ। তবে কেউ গেলে তাতে নামাযীর নামায নষ্ট হবে বলে তাঁরা মনে করেন না। আবূ নায্‌রের নাম সালিম। তিনি উমার ইবনু উবাইদুল্লাহ আল-মাদীনী'র আযাদকৃত গোলাম।

١٤٠) بَابُ مَا جَاءَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪০ ॥ নামাযীর সামনে দিয়ে কোন কিছু গেলে তাতে নামায নষ্ট হয় না

٣٣٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ الْفَضْلِ عَلٰى أَتَانٍ، فَجِئْنَا، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِه بِمِنٰى، قَالَ : فَنَزَلْنَا عَنْهَا، فَوَصَلْنَا الصَّفَّ، فَمَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ، فَلَمْ تَقْطَعْ صَلاَتَهُمْ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٤٧› ق.**

৩৩৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একটি গাধীর পিঠে ফযলের পিছনে সাওয়ার ছিলাম। আমরা মিনায় পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের নিয়ে নামাযরত অবস্থায় ছিলেন। আমরা গাধার পিঠ হতে নেমে (নামাযের) কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। গাধীটা কাতারের সামনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তাতে তাদের নামায নষ্ট হয়নি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৪৭), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, ফযল ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবা ও তাদের পরবর্তীদের মতে, কোন জিনিস নামায নষ্ট করতে পারে না। সুফিয়ান সাওরী এবং শাফিঈও একথা বলেছেন।

١٤١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِلاَّ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪১ ॥ কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক ছাড়া অন্য কিছু নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে নামায নষ্ট হয় না

٣٣٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَمَنْصُورُ ابْنُ زَاذَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ- أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ-، قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ». فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟! فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي! سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ : «اَلْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». **صحيح: «ابن ماجه» ‹٩٥٢›**

م.

৩৩৮। আবদুল্লাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ যার (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি নামায আদায় করে তখন তার সামনে হাওদার পিছনের কাঠের মত কিছু (অন্তরাল) না থাকলে কালো কুকুর, গাধা ও স্ত্রীলোক তার নামায নষ্ট করে দিবে। আমি আবূ যার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, কালো কুকুর এমন কি অপরাধ করল, অথচ লাল অথবা সাদা কুকুরও তো রয়েছে? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমিও তোমার মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ কালো কুকুর শাইতান সমতুল্য।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৫২), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ, হাকাম আল-গিফারী, আবূ হুরাইরা ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ

যার-এর হাদীসটি হাসান সহীহ্। কিছু সংখ্যক বিদ্বান এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, গাধা, স্ত্রীলোক ও কালো কুকুর নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম আহমাদ বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, কালো কুকুর নামায নষ্ট করে দেয়; কিন্তু গাধা এবং স্ত্রীলোকের ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। ইমাম ইসহাক বলেন, কালো কুকুর নামায নষ্ট করে দেয়। এ ছাড়া আর কোন কিছু নামায নষ্ট করতে পারে না।

١٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪২ ॥ এক কাপড়ে নামায আদায় করা

٣٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ مُشْتَمِلاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٤٩›** ق.

৩৩৯। 'উমার ইবনু আবূ সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মু সালামা (রাঃ)-এর ঘরে এক কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৪৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, জাবির, সালামা ইবনু আকওয়া', আনাস, আমর ইবনু আবূ উসাইদ, আবূ সা'ঈদ, কাইসান, ইবনু 'আব্বাস, 'আয়িশাহ্, উম্মু হানী, 'আম্মার ইবনু ইয়াসির, তলক ইবনু আলী ও উবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উমার ইবনু আবী সালামার হাদীসটি হাসান সহীহ্।

বেশিরভাগ সাহাবা ও তাবিঈন এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, একই কাপড়ে নামায আদায় করা হলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিছু আলিম বলেছেন, দুই কাপড়ে নামায আদায় করা উচিত।

١٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اِبْتِدَاءِ الْقِبْلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৩ ॥ কিবলা শুরু হওয়ার বর্ণনা

٣٤٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ- أَوْ سَبْعَةَ- عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللّٰهُ- تَعَالٰى- {قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، وَكَانَ يُحِبُّ ذٰلِكَ، فَصَلّٰى رَجُلٌ مَعَهُ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُمْ رُكُوْعٌ فِيْ صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، فَقَالَ : هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَأَنَّهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ : فَانْحَرَفُوْا وَهُمْ رُكُوْعٌ. **صحيح : «صفة الصلاة» ‹٥٦›، «الإرواء» ‹٢٩٠› ق.**

৩৪০। বারআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনায় আসার পর হতে ষোল অথবা সতের মাস বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্তরিক বাসনা ছিল কাবার দিকে ফিরে নামায আদায় করা। তারপর মহান আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন ঃ "তোমার বারবার আকাশের দিকে মুখ করে তাকানোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি । তোমার আকাংখিত কিবলার দিকে আমরা তোমার মুখ ফিরিয়ে দিচ্ছি। এখন হতে মাসজিদে হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরাও" (সূরা ঃ আল-বাকারা- ১৪৪)। তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন, আর তিনি এটাই চাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর সাথে 'আসরের নামায আদায়ের পর আনসার সম্প্রদায়ের একদল লোকের

নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে সামনে রেখে আসরের নামাযের রুকূর মধ্যে ছিলেন। লোকটি সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, তিনি এই মাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে এসেছেন। রাবী বলেন, তারা রুকূর অবস্থাই ঘুরে গেলেন।

–সহীহ্। সিফাতুস সালাত– (৫৬), ইরওয়া– (২৯০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, ইবনু 'আব্বাস, 'উমারা ইবনু আওস, আমর ইবনু 'আওফ ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٤١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانُوا رُكُوعًا فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ. **صحيح : «صفة الصلاة» ‹٥٧›، «الإرواء» ‹٢٩٠› ق.**

৩৪১। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তারা তখন ফযরের নামাযের রুকূতে ছিলেন।

–সহীহ্। সিফাতুস সালাত– (৫৭), ইরওয়া– (২৯০), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٤٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৪ ॥ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানে কিবলা

٣٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠١١›.**

৩৪২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দিকে কিবলা অবস্থিত। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০১১)।**

٣٤٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ...... مِثْلَهُ.

৩৪৩। ইয়াহইয়া ইবনু মূসা তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আবী মা'শার হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবূ মা'শারের স্মরণশক্তি সম্পর্কে ওজর তুলেছেন। আবূ মা'শারের নাম নাজীহ। মুহাম্মাদ বলেন, আমি তার নিকট হতে কিছু বর্ণনা করি না, অন্য লোকেরা তার নিকট হতে বর্ণনা করে থাকে। মুহাম্মাদ বলেন, আবূ মা'শারের বর্ণনার চেয়ে আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের বর্ণনাটি বেশি শক্তিশালী এবং সহীহ্।

٣٤٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». **صحيح : انظر ما قبله.**

৩৪৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে কিবলা অবস্থিত।

–সহীহ্। দেখুন পূর্বোক্ত হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। 'আব্দুল্লাহ ইবনু জাফর মাখরামী এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, তিনি মিসওয়ার ইবনু মাখরামার সন্তান। এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবা বর্ণনা করেছেন। উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইবনু আবূ তালিব ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন ঃ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا جَعَلْتَ الْمَغْرِبَ عَنْ يَمِيْنِكَ وَالْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ اِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ *

"যখন তুমি পশ্চিমকে ডান দিকে এবং পূর্বকে বাম দিকে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াও তখন এই উভয় দিকের মধ্যবর্তী দিকই কিবলার দিক।"

ইবনুল মুবারাক বলেন, পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দিকগুলো প্রাচ্যবাসীদের কিবলা। তিনি মরুবাসীদের জন্য বাঁ দিক কিবলা নির্দিষ্ট করেছেন।

١٤٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي الْغَيْمِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৫ ॥ যে ব্যক্তি বৃষ্টি-বাদলের কারণে কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে ফিরে নামায আদায় করে

٣٤٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ : حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيْدِ السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ الْقِبْلَةُ؟ فَصَلّٰى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلٰى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ؟ فَنَزَلَ {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ}. **حسن : «ابن ماجه» (١٠٢٠).**

৩৪৫। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির ইবনু রবী'আ (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি ('আমির) বলেন, আমরা এক অন্ধকার রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম। কিবলা যে কোন্ দিকে তা আমরা ঠিক করতে পারলাম না। আমাদের প্রত্যেকে যার যার সামনের দিকে ফিরে নামায আদায় করল। সকাল বেলা আমরা এ ঘটনা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। এ প্রসংগে এই আয়াত অবতীর্ণ হল– "পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহ তা'আলার। যে দিকে তুমি মুখ ফিরাবে, সেদিকেই আল্লাহ তা'আলার চেহারা বিরাজমান"– (সূরা ঃ আল-বাকারা– ১১৫)।

–হাসান। ইবনু মাজাহ– (১০২০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। এ হাদীসের রাবী আশ'আস ইবনু সা'ঈদ একজন দুর্বল রাবী। আমরা শুধু তাঁর মাধ্যমেই হাদীসটি জেনেছি।

বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, মেঘের কারণে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে নামায আদায় করা হল, তারপর নামায শেষে জানা গেল যে, কিবলার দিক ব্যতীত অন্য দিকে ফিরে নামায আদায় করা হয়েছে, এ অবস্থায় নামায নির্ভুল হবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাক এ মতের সমর্থক।

١٤٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৭ ॥ ছাগলের ঘরে ও উটশালায় নামায আদায় করা

٣٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «صَلُّوْا فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوْا فِيْ أَعْطَانِ الْإِبِلِ».

صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٦٨›.

৩৪৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ছাগলের ঘরে নামায আদায় করতে পার কিন্তু উটশালায় নামায আদায় করবে না।

সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৬৮)।

٣٤٩. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... بِمِثْلِهِ أَوْ بِنَحْوِهِ.

৩৪৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ...উপরের হাদীসের অনুরূপ।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু সামুরা, বারাআ, সাবরা ইবনু মাবাদ, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল, ইবনু 'উমার ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমাদের সঙ্গীরা এই হাদীস অনুসারে আমল করেন। আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেন।

আবূ হুরাইরা হতে আবূ সালিহ'র সূত্রে আবূ হাসীন কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি গারীব। এ হাদীসটি ইসরাঈল আবূ হাসীন হতে তিনি আবূ সালিহ হতে তিনি আবূ হুরাইরা হতে মাওকুফরূপে বর্ণনা করেছেন। আবূ হাসীনের নাম উসমান ইবনু 'আসিম।

٣٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ. **صحيح : ق.**

৩৫০। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীশালায় নামায আদায় করতেন।

–সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَاتَوَجَّهَتْ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৮ ॥ চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে থাকা কালে জন্তুটি যে দিকে মুখ করে আছে সেদিকে ফিরে নামায আদায় করা

٣٥١. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ

أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١١١٢› ق، دون السجود، وليس عند (خ) البعث في حاجة.**

৩৫১। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন এক কাজে পাঠালেন। আমি ফিরে এসে দেখি, তিনি তাঁর সাওয়ারীর উপর পূর্ব দিকে ফিরে নামায আদায় করছেন এবং সিজদাতে রুকূ অপেক্ষা বেশি নীচু হচ্ছেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১১২), বুখারী ও মুসলিম সিজদার কথা উল্লেখ না করে; বুখারী, কাজে পাঠানো শব্দ ব্যতীত।

এ অনুচ্ছেদে আনাস, ইবনু 'উমার, আবূ সা'ঈদ ও 'আমির ইবনু রাবী'আহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জাবিরের হাদীসটি হাসান সহীহ্। উল্লেখিত হাদীসটি জাবিরের নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সব বিশেষজ্ঞ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আমরা তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনরূপ অমিল খুঁজে পাইনি। জন্তুযান যানবাহন যেদিকে মুখ করে থাকে আরোহী সেদিকে ফিরেই নফল নামায আদায় করতে পারে, এ বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, চাই জন্তুযান যানবাহন কিবলার দিকে হোক বা অন্য দিকে।

١٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪৯ ॥ জন্তুযানের দিকে ফিরে নামায আদায় করা

٣٥٢. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيْرِهِ- أَوْ رَاحِلَتِهِ- وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ. **صحيح : «صفة الصلاة» ‹٥٥›، «صحيح أبي داود» ‹٦٩١، ١١٠٩› ق متفرقا.**

৩৫২। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট অথবা বাহনের দিকে (বাহন সামনে রেখে) নামায আদয় করেছেন। জন্তুযান যানবাহন তাঁকে নিয়ে যেদিকে চলত তিনি সেদিকে ফিরেই (ফরয ছাড়া অন্যান্য) নামায আদায় করতেন।

–সহীহ্। সিফাতুস সালাত– (৫৫), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৬৯১, ১১০৯), বুখারী ও মুসলিম, বিচ্ছিন্নভাবে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেছেন, উটকে অন্তরাল বানিয়ে (নামাযীর সামনে রেখে) নামায আদায় করতে কোন অপরাধ নেই।

١٥٠) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫০ ॥ রাতের খাবার উপস্থিত হওয়ার পর নামায শুরু হলে প্রথমে খাবার খেয়ে নাও

٣٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٣٣› ق.**

৩৫৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং নামাযের ইকামাতও দেওয়া হয় তখন আগে খাবার খেয়ে নাও।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৩৩), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, ইবনু 'উমার, সালামা ইবনুল আকওয়া ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবা যেমন, আবূ বাক্র, 'উমার ও ইবনু 'উমার (রাঃ) এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও

একই রকম মত দিয়েছেন। তারা উভয়ে বলেছেন ঃ যদি নামাযের জামাআতও হারাবার আশংকা থাকে তবুও আগে খাবার খেয়ে নিবে। ওয়াকী (রহঃ) এ হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন, যদি খাবার নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তবে প্রথমে খেয়ে নিবে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবা উল্লেখিত হাদীসের এই মর্ম গ্রহণ করেছেন যে, মন যদি কোন জিনিস নিয়ে চিন্তিত থাকে তবে তখন নামায আদায় করবে না। এই মতের অনুসরণ করাই উত্তম। খাবারের ব্যাপারটাও একই রকম, সুতরাং আহারই আগে খেয়ে নিবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, "মনের কোন চিন্তা বা ব্যস্ততা থাকলে আমরা নামাযে দাঁড়াই না।"

٣٥٤. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ». **صحيح : ق، وليس عند (م) قول نافع : «وتعشى........ إلخ».**

৩৫৪। ইবনু 'উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ "যখন রাতের খাবার উপস্থিত করা হয় এবং নামাযেরও ইকামাত দেওয়া হয় তখন প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।" –সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।

ইমামের কিরাআতের শব্দ শুনার পরও ইবনু 'উমার (রাঃ) "প্রথমে খাবার খেয়ে নিতেন"।

তিরমিযী বলেন ঃ আমাদের ইহাইহা বর্ণনা করেছেন হান্নাদ, তিনি 'আবদাহ হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ হতে, তিনি নাফি' হতে, তিনি ইবনু 'উমার হতে।

١٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النُّعَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫১ ॥ তন্দ্রা অবস্থায় নামায আদায় করা উচিৎ নয়

٣٥٥. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكِلَابِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ يَنْعَسُ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ». **صحيح : «ابن ماجه» (١٣٧٠) ق.**

৩৫৫। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযরত অবস্থায় তোমাদের কারো ঘুম আসলে সে যেন প্রথমে ঘুমিয়ে নেয়। তাতে তার ঘুমের আবেশ কেটে যাবে। কেননা সে যদি তন্দ্রা অবস্থায় নামায আদায় করে তবে এরূপ হওয়া মোটেই অসম্ভব নয় যে, সে গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিবে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩৭০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্'র হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ زَارَ قَوْمًا لَا يُصَلِّي بِهِمْ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫২ ॥ কোন সম্প্রদায়ের সাথে দেখা–সাক্ষাত করতে গিয়ে তাদের ইমাম হওয়া উচিৎ নয়

٣٥٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَهَنَّادٌ، قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ– رَجُلٍ مِنْهُمْ–، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا فِيْ مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَقُلْنَا لَهُ : تَقَدَّمْ، فَقَالَ : لِيَتَقَدَّمْ بَعْضُكُمْ، حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أَتَقَدَّمُ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «مَنْ زَارَ قَوْمًا، فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». **صحيح دون قصة مالك : «صحيح أبي داود» (٦٠٩).**

৩৫৬। আবূ আতীয়া (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বলল, মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রাঃ) আমাদের নামাযের জায়গায় (মাসজিদে) এসে আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন। একদিন নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। আমরা তাঁকে বললাম, সামনে যান (ইমামতি করুন)। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ সামনে যাক। আমি সামনে না যাওয়ার কারণ তোমাদের বলব। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি কোন কাওমের সাথে দেখা করতে গিয়ে সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং তাদের মধ্যেরই কেউ যেন ইমামতি করে।

সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৬০৯), মালিকের ঘটনা উল্লেখ ব্যতীত।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবা ও অন্যান্যরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, ইমামতি করার ব্যাপারে বাড়িওয়ালাই সাক্ষাতপ্রার্থীর চেয়ে বেশি হকদার। কিছু মনীষী বলেছেন, বাড়ির মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে মেহমানের ইমাম হওয়াতে কোন অপরাধ নেই। ইমাম ইসহাক কঠোরতার সাথে বলেছেন, বাড়িওয়ালা অনুমতি দিলেও মেহমানের ইমামতি করা উচিত নয়। ঠিক তেমনিভাবে মাসজিদেও ইমামতি করবে না, বরং তাদেরই কেউ ইমামতি করবে।

١٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৩ ॥ ইমামের কেবল নিজের জন্য দু'আ করা মাকরূহ

٣٥٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا ، فَيَخُصَّ

نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلاَ يَقُوْمُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ حَقِنٌ». **ضعيف، إلا جملة : «ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن»، فصحيحة «ضعيف أبي داود» ‹١١-١٢›.**

৩৫৭। সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বাড়ির মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষেই তার ঘরের মধ্যে তাকানো জায়িয নয়। যদি সে তাকায়, তবে সে যেন বিনা অনুমতিতেই তার ঘরে ঢুকলো। কোন ব্যক্তির পক্ষেই এটা শোভনীয় নয় যে, সে লোকদের ইমামতি করে এবং তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ করে। যদি সে এমনটি করে তবে সে যেন শঠতা (বিশ্বাসভংগ) করল। প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বেগ নিয়েও কেউ যেন নামাযে না দাঁড়ায়।

–প্রাকৃতিক প্রয়োজনের বেগ নিয়ে কেউ যেন নামাযে না দাঁড়ায়। হাদীসের এই অংশটুকু বাদে হাদীসটি যঈফ। যঈফ আবূ দাঊদ– (১১-১২)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সাওবানের হাদীসটি হাসান। উল্লেখিত হাদীসটি আলাদা আলাদাভাবে আবূ উমামা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ)-ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। তবে সাওবানের বর্ণনাসূত্রটি খুব বেশি মজবুত এবং বিখ্যাত।

١٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৪ ॥ লোকদের অসন্তোষ সত্ত্বেও তাদের ইমামতি করা

٣٥٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ، قَالَ : كَانَ يُقَالُ : أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اثْنَانِ : اِمْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ. **صحيح الإسناد.**

৩৫৯। আমর ইবনুল হারিস ইবনু মুস্তালিক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কথিত আছে, দুই ব্যক্তির উপর সবচেয়ে ভয়াবহ শাস্তি হবে ঃ যে নারী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করে এবং কোন গোত্রের ইমাম যাকে তারা অপছন্দ করে। –সনদ সহীহ্।

হান্নাদ বলেন, জারীর বলেন যে, মানসূর বলেছেন, আমরা ইমাম প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। আমাদেরকে বলা হল, এটা যালিম ইমাম সম্পর্কে বলা হয়েছে। যে ইমাম সুন্নাত (ইসলামী বিধান) কায়িম করে, তাকে অপছন্দকারী গুনাহগার বলে গণ্য হবে।

٣٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ : حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ : الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».

حسن : «المشكاة» (١١٢٢).

৩৬০। আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান ডিঙ্গায় না (ক্ববূল হয় না)। পলায়নকারী দাস যে পর্যন্ত তার মালিকের নিকটে ফিরে না আসে; যে মহিলা তার স্বামীর বিরাগ নিয়ে রাত কাটায় এবং যে ইমামকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পছন্দ করে না।

–হাসান। মিশকাত– (১১২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ সূত্রে হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ গালিবের নাম হাযাওয়ার।

١٥٥) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৫ ॥ ইমাম যখন বসে নামায আদায় করে তখন তোমরাও বসে নামায আদায় কর।

٣٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عن ابْن شِهَاب، عَنْ أَنَسِ بن مَالك، أَنَّهُ قَالَ : خَرَّ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَنْ فرَسٍ، فَجُحِشَ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا، فَصَلَّيْنا معهُ قُعُودًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فقَالَ : «إِنَّمَا الْإِمَامُ- أَوْ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ-، لِيُؤْتَمَّ بِه : فإذَا كَبَّرَ فكَبِّرُوا، وإِذَا ركع فَارْكَعُوا، وإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٣٨› ق.**

৩৬১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার পিঠ হতে পড়ে গিয়ে আহত হলেন। তিনি বসে বসে আমাদের নামায আদায় করালেন, আমরাও তাঁর সাথে বসে বসে নামায আদায় করলাম। নামায হতে ফিরে তিনি বললেন ঃ ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যাতে তার অনুসরণ করা হয়। যখন সে আল্লাহু আকবার বলবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে, যখন সে রুকূতে যাবে তোমরাও রুকূতে যাবে; যখন সে মাথা তুলবে তোমরাও মাথা তুলবে; যখন সে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে তোমরা তখন 'রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' বল; যখন তিনি সাজদাহ্তে যান তোমরাও সিজদায় যাও; যখন তিনি বসে নামায আদায় করেন তোমরাও সবাই বসে নামায আদায় কর।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৩৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, আবূ হুরাইরা, জাবির, ইবনু 'উমার ও মু'আবিয়া (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মধ্যে জাবির ইবনু

'আবদুল্লাহ, উসাইদ ইবনু হুযাইর, আবূ হুরাইরা (রাঃ) ও অন্যান্যরা রয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক একই রকম কথা বলেছেন। অপর একদল বিদ্বান বলেছেন, ইমাম বসে নামায আদায় করলেও মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। যদি তারা বসে নামায আদায় করে তবে তাদের নামায হবে না। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, মালিক ইবনু আনাস, ইবনুল মুবারাক ও শাফিঈ একথা বলেছেন।

١٥٦) باب منه
অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৬ ॥ একই বিষয় সম্পর্কে

٣٦٢. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاعِدًا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٣٢› ق.**

৩৬২। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রোগে অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন ঐ রোগে তিনি আবূ বাকার (রাঃ)-এর পিছনে বসে বসে নামায আদায় করেছেন। **—সহীহ্। ইবনু মাজাহ— (১২৩২), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্'র হাদীসটি হাসান, সহীহ্ গারীব।

وقد روى عن عائشة عن النبي ﷺ انه قال إذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا *

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ইমাম যখন বসে নামায আদায় করে, তখন তোমরাও বসে নামায আদায় কর।"

وروى عنها ان النبي ﷺ خرج فى مرضه وابو بكر يصلى بالناس فصلى الى جنب ابى بكر والناس يأتمون بابى بكر وابو بكر يأتم بالنبى ﷺ *

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত অবস্থায় মাসজিদে আসলেন। আবূ বাকার (রাঃ) তখন লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি আবূ বাক্‌রের পাশে বসে নামায আদায় করলেন। লোকেরা আবূ বাকারের অনুসরণে নামায আদায় করল" আর আবূ বাকার (রাঃ) রাসূলের অনুসরণ করলেন ঃ

وَرُوِى عنها انّ النّبيّ ﷺ صَلّى خلفَ ابِى بَكرٍ قَاعدًا *

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাক্‌রের পিছনে বসে বসে নামায আদায় করেছেন।

وَرُوِى عَنْ انس بْنِ مالكٍ انّ النّبِيّ ﷺ صَلّى خَلفَ ابِىْ بكرٍ وهُوَ قَاعدٌ *

একইভাবে আনাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকার (রাঃ)-এর পিছনে বসে বসে নামায আদায় করেছেন।

٣٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا، فِي ثَوْبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ.

صحيح : «التعليقات الحسان» <٣/٢٨٣/٢١٢٢>.

৩৬৩। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত অবস্থায় এক কাপড় পরে আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর পিছনে বসে বসে নামায আদায় করেছেন।

–সহীহ্। তা'লীকাত হাস্‌সান– (৩/২৮৩/২১২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। অনুরূপভাবে ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ূব বর্ণনা করেছেন হুমাইদ হতে, তিনি সাবিত হতে তিনি আনাস হতে। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি আনাস (রাঃ)-এর নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেসব বর্ণনায় সাবিতের নাম উল্লেখ করা হয়নি। যেসব বর্ণনাকারী সাবিতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, তাদের সূত্রটিই সবচাইতে সহীহ্।

١٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْهَضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ نَاسِيًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৭ ॥ ইমাম যদি দু'রাক'আত আদায় করে ভুলে দাঁড়িয়ে যায়

٣٦٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحَ بِهِ الْقَوْمُ، وَسَبَّحَ بِهِمْ، فَلَمَّا صَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ. **صحيح : «ابن ماجه» (١٢٠٨).**

৩৬৪। শাবী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) আমাদের নামায আদায় করালেন। তিনি দ্বিতীয় রাকআতে (ভুলে) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীগণ তাঁকে শুনিয়ে 'সুবহানাল্লাহ' বলল। তিনিও তাদের সাথে সুবহানাল্লাহ বললেন। নামায শেষ করে তিনি সালাম ফিরালেন তারপর তিনি বসা অবস্থায় সাহু (ভুলের) সাজদাহ্ করলেন। অতঃপর তাদেরকে বললেন, (নামাযে ভুল হওয়ায়) তিনি (মুগীরা) যেরূপ করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে ঠিক এরূপই করেছেন।–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– **(১২০৮)।**

এ অনুচ্ছেদে উক্ববাহ্ ইবনু আমির, সা'দ ও আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ মুগীরা (রাঃ)-এর হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণনা হয়েছে। কিছু বিশেষজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনু আবী লাইলার স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, ইবনু আবী লাইলার হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) বলেছেন, ইবনু আবী লাইলা একজন সত্যবাদী লোক। কিন্তু আমি তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করি না। কেননা তিনি সহীহ্ এবং যঈফ হাদীসের মধ্যে কোন ভেদাভেদ করেন না। এ ধরনের যে কোন ব্যক্তির নিকট হতে আমি হাদীস বর্ণনা করি না। সুফিয়ান সাওরীও তাঁর সনদ পরম্পরায় মুগীরার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু এ সূত্রের একজন রাবী জাবির আল-জুফীকে কিছু হাদীস বিশারদ জ'ঈফ বলেছেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ ও 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী তাকে বাদ দিয়েছেন।

আলিমগণ বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি (ভুলে) দ্বিতীয় রাকআতে না বসেই দাঁড়িয়ে যায় তবে সে বাকী নামায আদায় করতে থাকবে এবং পরে দুটো সাজদাহ্ করে নিবে। একদল বলেছেন, সালাম ফিরানোর আগে সাজদাহ্ করবে। অন্যদল বলেছেন, সালাম ফিরানোর পর সাজদাহ্ করবে। যারা সালাম ফিরানোর আগে সাজদাহ্ করার মত দিয়েছেন তাদের হাদীস বেশি সহীহ্। তাদের পক্ষের হাদীসটি যুহরী ও ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল-আনসারী-'আবদুর রহমানের সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٦٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ : صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ، أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَسَلَّمَ، وَقَالَ : هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. صحيح : انظر الذي قبله.

৩৬৫। যিয়াদ ইবনু ইলাক্বা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা মুগীরা ইবনু শু'বা (রাঃ) আমাদের নামায আদায় করালেন। তিনি দুই রাক'আত আদায় করে না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পিছনের লোকেরা তাঁকে শুনিয়ে 'সুবহানাল্লাহ' বলল। তিনি তাদেরকে ইশারায় বললেন, দাঁড়িয়ে যাও। নামায শেষ করে তিনি সালাম ফিরালেন, তারপর দুটি ভুলের সাজদাহ্ করলেন এবং আবার সালাম ফিরালেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করেছেন।

সহীহ্। দেখুন পূর্বের হাদীস।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আরো কয়েকটি সূত্রে এ হাদীসটি মুগীরা ইবনু শু'বা হতে বর্ণিত হয়েছে।

١٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫৯ ॥ নামাযের মধ্যে ইশারা করা

٣٦٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَابِلٍ- صَاحِبِ الْعَبَاءِ-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ : مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّيْ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً.

صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٨٥٨›.

৩৬৭। সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন নামাযে ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি ইশারায় আমার সালামের জবাব দিলেন। –সহীহ্। **সহীহ্ আবূ দাউদ– (৮৫৮)।**

ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, আমি এটাই জানি যে, তিনি (সুহাইব) বলেছেন, তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে বিলাল, আবূ হুরাইরা, আনাস ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আমরা এ হাদীসটি বুকাইরের সূত্রে লাইছ হতে জেনেছি।

٣٦٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : قُلْتُ لِبِلَالٍ : كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ، حِيْنَ كَانُوا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ : كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠١٧›.**

৩৬৮। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিলালকে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে থাকতেন তখন তাঁকে সাহাবাগণ সালাম দিলে তিনি কিভাবে জবাব দিতেন? তিনি বলেন, তিনি হাত দিয়ে ইশারা করতেন।

–সহীহ্। **ইবনু মাজাহ– (১০১৭)।**

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। যাইদ ইবনু আসলাম ইবনু উমার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "আমি বিলালকে প্রশ্ন করলাম, লোকেরা যখন আমর ইবনু আওফ গোত্রের মাসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করত তখন তিনি কিভাবে তাদের সালামের জবাব দিতেন? তিনি বললেন, তিনি ইশারায় জবাব দিতেন।"

এ দুটি হাদীসই আমার নিকট সহীহ্। কেননা সুহাইবের হাদীসের ঘটনা বিলালের হাদীসের ঘটনা হতে ভিন্ন। যদিও ইবনু 'উমার (রাঃ) উভয়ের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হতে পারে তিনি দু'জনের নিকটই শুনেছেন।

١٦٠) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬০ ॥ পুরুষদের সুবহানাল্লাহ বলা ও নারীদের হাততালি দেয়া

٣٦٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اَلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٣٤-١٠٣٦› ق.**

৩৬৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (ইমাম যখন নামাযে ভুল করে তাকে সতর্ক করার জন্য) পুরুষ মুক্তাদীগণ সুবহানাল্লাহ বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা 'হাততালি' দিবে।

সহীহ্। ইবনু মাজাহ- (১০৩৪-১০৩৬), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আলী, সাহল ইবনু সা'দ, জাবির, আবূ সা'ঈদ ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আলী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ভিতরে আসার সম্মতি চাইলে তিনি নামাযের মধ্যে থাকলে 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ)'র হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন।

١٦١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬১ ॥ নামাযের মধ্যে হাই তোলা মাকরূহ

٣٧٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «اَلتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُم، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». **صحيح : «الضعيفة» تحت رقم ‹٢٤٢٠› م.**

৩৭০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নামাযের মধ্যে হাই তোলা শাইতানের তরফ হতে হয়ে থাকে। তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তা ফিরাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। **–সহীহ্। য‘ঈফা– (২৪২০), মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী এবং ‘আদী ইবনু সাবিতের দাদা হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ)’র হাদীসটি হাসান সহীহ্। ‘আলিমদের একটি দল নামাযের মধ্যে হাই তোলা মাকরূহ মনে করেন। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আমি কাশি দিয়ে হাই তোলা নিবারণ করি।

١٦٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬২ ॥ বসে নামায আদায় করলে দাঁড়িয়ে আদায়ের অর্ধেক সাওয়াব পাওয়া যায়

٣٧١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ؟ فَقَالَ : «مَنْ صَلَّى قَائِمًا،

فَهُوَ أَفضَلُ، ومَنْ صَلَّى قاعِدًا، فَلَهُ نِصفُ أَجرِ القَائِم، وَمَنْ صَلَّى نائمًا، فَلَهُ نِصفُ أَجرِ القَاعد». **صحيح: «ابن ماجه» ‹١٢٣١› خ.**

৩৭১। 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন ব্যক্তির বসে বসে নামায আদায় করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (নফল) নামায আদায় করে সেটাই উত্তম। যে ব্যক্তি বসে নামায আদায় করে তার জন্য দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর অর্ধেক নেকী রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ঘুমে অসাড় অবস্থায় বা শুয়ে নামায আদায় করে তার জন্য বসে বসে নামায আদায়কারীর অর্ধেক নেকী রয়েছে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৩১), বুখারী।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, আনাস ও সাইব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'ইমরান ইবনু হুসাইনের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٧٢. وقَد رُوي هذا الحَدِيث، عَن إبراهِيمَ بن طهمان........ بهذا الإسناد، إلا أَنَّهُ يقُولُ : عَنْ عِمْرانَ بْن حصين قال : سأَلتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ عن صلاةِ المَرِيض؟ فَقَالَ : «صَلِّ قَائمًا، فإنْ لَمْ تستطعْ، فقاعِدًا، فإنْ لم تستطِعْ، فعلى جَنْب». حَدَّثنا بذلك هَنَّادٌ : حَدَّثنا وكيعٌ، عَن إبراهيم بن طهمان، عن حُسَين المعلم..... بهذا الحَديث. **صحيح : «الإرواء» ‹٢٩٩› خ.**

৩৭২। ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসুস্থ ব্যক্তির নামায আদায় করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর; যদি দাঁড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম না হও তবে বসে নামায আদায় কর; যদি বসে নামায আদায় করতে সক্ষম না হও তবে (শুয়ে) কাত হয়ে নামায আদায় কর। **–সহীহ্। ইরওয়া– (২৯৯), বুখারী।**

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ হুসাইন আল-মুয়াল্লিম হতে ইবরাহীম ইবনু তাহমানের বর্ণনার মতো অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবূ উসামা এবং আরো অনেকে হুসাইন আল-মুয়াল্লিম হতে ঈসা ইবনু ইউনুসের বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিছু বিদ্বানের মতে নফল নামাযের জন্য এ সম্মতি দেয়া হয়েছে।

হাসান (বাসরী) হতে বর্ণিত আছে, নফল নামায আদায়কারী ইচ্ছা করলে দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়েও নামায আদায় করতে পারে। সনদ সহীহ্।

যে অসুস্থ ব্যক্তি বসে নামায আদায় করতে অক্ষম সে ব্যক্তি কিভাবে নামায আদায় করবে এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মতের অমিল রয়েছে। একদল বিদ্বান বলেন, এমন ব্যক্তি ডানকাতে শুয়ে (কিবলার দিকে মুখ করে) নামায আদায় করবে। আরেক দল বিদ্বান বলেন, চিৎ হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে পা দিয়ে (মাথা সামান্য উঁচু করে) নামায আদায় করবে। ইমরান ইবনু হুসাইনের এ হাদীসের ব্যাখ্যায় সুফ্ইয়ান সাওরী বলেন ঃ সুস্থ্য ব্যক্তি যার কোন উযর নেই সে বসে নামায পড়লে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেক সাওয়াব পাবে যদি তা নফল নামায হয়। আর যে ব্যক্তির উযর বা আপত্তি আছে সে যদি বসে নামায পড়ে তবে সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার মতোই সাওয়াব পাবে। কোন কোন হাদীসে সুফইয়ান সাওরীর মতের সমর্থনে বর্ণনা রয়েছে।

١٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ جَالِسًا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৩ ॥ নফল নামায বসে আদায় করা

৩৭৩. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ- زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ

قَاعِدًا، وَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ وَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُوْنَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا. **صحيح : «صفة الصلاة» ‹٦٠› م.**

৩৭৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি-ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের এক বছর পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁকে বসে বসে নফল নামায আদায় করতে দেখিনি। তারপর তিনি বসে বসে নফল নামায আদায় করতেন এবং সূরাসমূহ শান্ত-স্থিরভাবে থেমে থেমে পাঠ করতেন। এতে তা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হত।

–সহীহ্। সিফাতুস সালাত– (৬০), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা এবং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাফসার হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এরূপও বর্ণিত হয়েছে ঃ "তিনি রাতের বেলা বসে নামায আদায় করতেন। কিরা'আতের তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং তা পড়ে রুকূ-সাজদাহ্ করতেন। দ্বিতীয় রাকআতেও তিনি এরূপ করতেন। আরো বর্ণিত আছে, তিনি বসে নামায আদায় করতেন যখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন, রুকূ-সাজদাহ্ও দাঁড়িয়ে করতেন। তিনি বসে কিরা'আত পাঠ করলে রুকূ-সাজদাহ্ও বসে করতেন।"

ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, উভয় হাদীস অনুযায়ী আমল করা যায়। অর্থাৎ দু'টো হাদীসই সহীহ্ এবং তদনুযায়ী আমল করার যোগ্য।

٣٧٤. حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُوْنُ ثَلَاثِيْنَ، أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٢٦› ق.**

৩৭৪। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে নামায আদায় করলে কিরা'আতও বসে পাঠ করতেন। তাঁর কিরা'আতের তিরিশ বা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তা পাঠ করতেন, তারপর রুকূ-সাজদাহ্ করতেন। দ্বিতীয় রাকআতেও তিনি অনুরূপ করতেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২২৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٧٥. حَدَّثَنَا أَحمد بنُ منيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبرنا خَالِدٌ– وَهُوَ الْحَذَّاءُ–، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ : سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ، قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي لَيلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرأَ وَهُوَ جَالِسٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٢٨› م.**

৩৭৫। আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক হতে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি তাঁকে ('আয়িশাহ্কে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নফল নামায আদায় করা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, তিনি কখনও দীর্ঘ রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতেন, আবার কখনও দীর্ঘ রাত ধরে বসে নামায আদায় করতেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করতেন, তখন রুকূ-সাজদাহ্ও দাঁড়ানো অবস্থায় করতেন। তিনি বসে কিরা'আত পাঠ করলে রুকূ-সাজদাহ্ও বসে করতেন।–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২২৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٤) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ».

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৪ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ আমি শিশুদের কান্না শুনলে নামায সংক্ষেপ করি

٣٧٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «وَاللّٰهِ إِنِّيْ لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأُخَفِّفُ، مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٨٩› ق.**

৩৭৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি নামাযের মধ্যে বাচ্চার কান্না শুনতে পেলে তার মায়ের ব্যাকুল হওয়ার সম্ভাবনায় আমি নামায সংক্ষেপ করি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৮৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ কাতাদা, আবূ সা'ঈদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٥) بَابُ مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৫ ॥ দোপাট্টা পরিধান ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কার নামায ক্ববূল হয় না

٣٧٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٦٥٥›.**

৩৭৭। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওড়না ব্যতিত প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের নামায ক্ববূল হয় না। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৬৫৫)।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাদীস বর্ণিত হায়িয শব্দের অর্থ বালেগ।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্'র হাদীসটি হাসান। বিদ্বানগণ এ হাদীসের আলোকে বলেছেন, কোন মহিলা বালেগ হওয়ার পর নামাযের সময় মাথার চুলের কিছু অংশ খোলা রাখলে তার নামায জায়িয হবে না। ইমাম শাফিঈ এমত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন, তার শরীরের কোন অংশ অনাবৃত থাকলে তার নামায হবে না, হ্যাঁ পায়ের পাতার পিঠ খোলা থাকলে নামায হবে।

١٦٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৬ ॥ নামাযের মধ্যে সাদল করা (কাঁধের উপর কাপড় লটকে রাখা) মাকরূহ

٣٧٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ. **حسن : «المشكاة» ‹٧٦٤›، «التعليق على ابن خزيمة» ‹٩١٨›، «صحيح أبي داود» ‹٦٥٠›.**

৩৭৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে সাদল করতে (কাপড় ঝুলিয়ে দিতে) নিষেধ করেছেন।

এ অনুচ্ছেদে আবূ জুহাইফা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাসান। মিশকাত– (৭৬৪), তা'লীক 'আলা ইবনু খুজাইমাহ– (৯১৮), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৬৫০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি আমরা 'আতার সূত্রে মারফূ হিসাবে জানতে পারিনি, তবে ইসল ইবনু সুফিয়ানের সূত্রে জেনেছি।

নামাযের মধ্যে বন্ধনহীনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া প্রসঙ্গে বিদ্বানদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের একদল এটাকে মাকরূহ বলেছেন।

তাঁরা আরো বলেছেন, ইহূদীরা এরূপ করে। অপর দল বলেছেন, এক কাপড়ে নামায আদায় করলে বন্ধনহীনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া মাকরূহ। জামার উপর কাপড়ে সাদল করা হলে কোন আপত্তি নেই। ইমাম আহমাদ এই মত দিয়েছেন। ইবনুল মুবারাক নামাযের মধ্যে সাদল করা মাকরূহ বলেছেন।

١٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৭ ॥ নামাযের মধ্যে পাথর-টুকরা অপসারণ করা মাকরূহ

٣٨٠. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ كَثِيْرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُعَيْقِيْبٍ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : «إِنْ كُنْتَ- لَا بُدَّ- فَاعِلًا، فَمَرَّةً وَاحِدَةً». **صحيح : «ابن ماجه» (١٠٢٦).**

৩৮০। মু'আইক্বীব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে কাঁকর সরানো প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ যদি তা সরানো খুবই দরকার হয় তবে একবার মাত্র সরাবে। -সহীহ্। ইবনু মাজাহ- (১০২৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৬৯ ॥ নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা নিষেধ

٣٨٣. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. **صحيح : «صفة الصلاة» ‹٦٩›، «صحيح أبي داود» ‹٨٧٣›، «الروض» ‹١١٥٢›، «الإرواء» ‹٣٧٤› ق.**

৩৮৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ব্যক্তিকে কোমরে হাত রেখে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

–সহীহ্। সিফাতুস সালাত– **(৬৯), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৮৭৩), রাওয– (১১৫২), ইরওয়া– (৩৭৪), বুখারী ও মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। একদল বিশেষজ্ঞ কোমরে হাত দিয়ে নামাযে দাঁড়ানো মাকরূহ বলেছেন। অপর একদল বিদ্বান কোমরে হাত রেখে হাঁটা মাকরূহ বলেছেন। নামাযের মধ্যে এক হাত অথবা দুই হাত কোমরে রাখাকে ইখতিসার বলে। বর্ণিত আছে, ইবলীস পথ চলার সময় কোমরে হাত রেখে চলে।

١٧٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلاَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৭০ ॥ চুল বেঁধে নামায আদায় করা মাকরূহ

٣٨٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا، فَقَالَ : أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ». **حسن : «صحيح أبي داود» ‹٦٥٣›.**

৩৮৪। আবূ রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি নামায আদায় করছিলেন। তাঁর চুল ঘাড়ের নিকট বাঁধা ছিল। তিনি (আবূ রাফি) তা খুলে দিলেন। এতে হাসান (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি (আবূ রাফি) বললেন, নামাযে মনোনিবেশ কর, রাগ কর না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এটা (নামাযে চুল বাঁধা) শাইতানের অংশ।

–হাসান। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৬৫৩)।

এ অনুচ্ছেদে উম্মু সালামা ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ রাফির হাদীসটি হাসান। বিদ্বানগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা ঘাড়ের নিকট চুল বেঁধে রেখে নামায আদায় করা মাকরূহ বলেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইমরান ইবনু মূসা মক্কাবাসী কুরাইশ, তিনি আইয়ূব ইবনু মূসার ভাই।

١٧٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّشْبِيكِ بَيْنَ الأَصَابِعِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭২ ॥ নামাযের মধ্যে উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢোকানো মাকরূহ

٣٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٦٧›.**

৩৮৬। কা'ব ইবনু উযরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ভালভাবে ওযূ করে নামায আদায়ের নিয়্যাতে মাসজিদের দিকে যেতে থাকে তখন সে যেন নিজের হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করায়। কেননা সে তখন নামাযের মধ্যেই আছে।–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৭৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কা'ব ইবনু উযরার হাদীসটি একাধিক সূত্রে ইবনু 'আজলান হতে লাইসের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। শারীক তাঁর সনদ পরস্পরায় এ হাদীসটি আবূ হুরাইরার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনাসূত্রটি সঠিকভাবে রক্ষিত হয়নি।

١٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৩ ॥ নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা (দাঁড়ানো)

٣٨٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : «طُولُ الْقُنُوتِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٤٢١›** م.

৩৮৭। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হল, কোন্ ধরনের নামায উত্তম? তিনি বললেন ঃ যে নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো হয়।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৪২১), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু হুবশী ও আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহর হাদীসটি হাসান সহীহ্। উল্লেখিত হাদীসটি জাবিরের নিকট হতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

١٧٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَثْرَةِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَفَضْلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৪ ॥ অধিক পরিমাণে রুকূ–সাজদাহ্ করার (নামায আদায় করা) ফাযিলাত

٣٨٨. حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ. قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ رَجَاءٌ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ ابْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ، قَالَ : لَقِيتُ ثَوْبَانَ– مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ–، فَقُلْتُ لَهُ : دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، وَيُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي مَلِيًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ : عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً».

صحيح : «ابن ماجه» ‹١٤٢٣› م.

৩৮৮। মা'দান ইবনু আবূ তালহা আল-ইয়ামারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের

আযাদকৃত দাস সাওবান (রাঃ)-এর সাথে দেখা করলাম। আমি তাঁকে বললাম, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিন যার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপকৃত করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমার প্রশ্নে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি অবশ্যই বেশি বেশি সাজদাহ্ করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য একটি সাজদাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা তার একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৪২৩), মুসলিম।

٣٨٩. قَالَ مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ : فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَسَأَلْتُهُ عَمَّا سَأَلْتُ عَنْهُ ثَوْبَانَ؟ فقال : عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «ما مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سجدَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا درجةً، وحطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً». **صحيح : انظر ما قبله.**

৩৮৯। মা'দান বলেন, অতঃপর আমি আবূ দারদা (রাঃ)-এর সাথে দেখা করে তাঁকেও সাওবানের নিকট যে প্রশ্ন করেছিলাম তাই করলাম। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই সাজদাহ্ করতে থাক। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি সাজদাহ্ করে, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। –সহীহ্। দেখুন পূর্বের হাদীস।

মা'দান ইবনু ইয়া'মারীকে ইবনু আবী তালহাও বলা হয়।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, আবূ উমামা ও আবূ ফাতিমা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ অধিক রুকূ সাজদাহ্ সম্পর্কিত সাওবান ও আবূ দারদা (রাঃ)-এর হাদীস দুটো হাসান সহীহ্। হাদীসে বর্ণিত বিষয়ে বিদ্বানগণের মতের অমিল রয়েছে।

একদল আলিম বলেছেন, নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা বেশি রুকূ সাজদাহ্ করা হতেও উত্তম। অপর দল বলেছেন, দীর্ঘ কিয়ামের তুলনায় বেশি রুকূ-সাজদাহ্ করা উত্তম। ইমাম আহমাদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দুটি হতে উভয় মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়, তাতে কোন সমাধান নাই। ইসহাক বলেন, দিনের বেলা বেশি রুকূ-সাজদাহ্ এবং রাতের বেলা দীর্ঘ কিয়াম করা উত্তম। হ্যাঁ যদি কোন ব্যক্তি রাতের কিয়ামের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে নেয় তবে বেশি রুকূ সাজদাহ্ করাই উত্তম। কেননা সে তার নির্দিষ্ট সময়ও পূর্ণ করবে আর বেশি রুকূ সাজদাহ্'রও সাওয়াব পাবে এবং কল্যাণের মধ্যে থাকবে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইমাম ইসহাকের এ মতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি রাতে দীর্ঘ কিয়াম করতেন এবং দিনে বেশি রুকূ-সাজদাহ্ করতেন (অনেক রাক'আত নামায আদায় করতেন)। তিনি দিনের নামাযে রাতের নামাযের মতো দীর্ঘ কিয়াম করতেন না।

١٧٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّةِ، وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৫ ॥ নামাযে থাকা অবস্থায় সাপ, বিছা হত্যা করা

٣٩٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ- وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ-، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ : الْحَيَّةُ، وَالْعَقْرَبُ. قال : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي رَافِعٍ. صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٤٥›.

৩৯০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকা অবস্থায়ও দুটি কালো প্রাণী অর্থাৎ সাপ এবং বিছা হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৪৫)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘আব্বাস ও আবূ রাফি (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবা ও অন্যান্যরা এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একইরকম কথা বলেছেন। কিছু বিদ্বান নামাযে থাকা অবস্থায় সাপ-বিছা মারা মাকরূহ বলেছেন। ইবরাহীম বলেছেন, নামাযের মধ্যে একটা ব্যস্ততা রয়েছে। (তিরমিযী বলেন) প্রথম কথাটাই বেশি সহীহ্।

أَبْوَابُ السَّهْوِ

١٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৬ ॥ সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহুসাজদাহ্ করা

٣٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ- حَلِيفِ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ فِيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَعَلَيْهِ جُلُوْسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوْسِ. **صحيح : «ابن ماجه»** ‹١٢٠٦-١٢٠٧› ق.

৩৯১। আবদুল্লাহ ইবনু বুহাইনা আল-আসাদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযে (দ্বিতীয় রাক‘আতে) বসার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষ করার পর সালাম ফিরানোর আগে তিনি বসা অবস্থায় তাকবীরসহকারে দুটি সাজদাহ্ করলেন। তাঁর সাথের লোকেরাও সাজদাহ্ করলো। ভুলে বর্জিত বসার পরিবর্তে এ সাজদাহ্।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২০৬, ১২০৭), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবনু সায়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তারা উভয়েই সালামের পূর্বে সাহু সাজদাহ্ করতেন। সনদ সহীহ্। সায়িব তিনি ইবনু 'উমাইর। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বুহাইনার হাদীসটি হাসান সহীহ্।

কিছু বিদ্বান এই হাদীসের উপর 'আমল করেন। ইমাম শাফিঈ এই মত পোষণ করেন। তার মতে সকল সাহু সাজদাহ্ই সালামের পূর্বে। তিনি আরো বলেন, এই হাদীস অন্যান্য হাদীসের নাসিখ। কেননা এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ 'আমল। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক বলেন, কোন ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় রাক'আতের পর দাঁড়িয়ে যায় তাহলে ইবনু বুহাইনার হাদীস অনুযায়ী সালামের পূর্বেই সাহু সাজদাহ্ করবে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক। তার মাতার নাম বুহাইনা। ইসহাক ইবনু মানসুর আলী ইবনু আব্দিল্লাহ আল-মাদানী হতে এরূপই বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সাহু সাজদাহ্ কখন করবে এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। কতক বিদ্বানের মতে সালামের পড়ে সাহু সাজদাহ্ করতে হবে। সুফ্ইয়ান সাওরী ও কুফাবাসীর মত এটাই। কতক বিদ্বানের মতে সালামের পূর্বেই সাহু সাজদাহ্ করবে। এটাই অধিকাংশ মদীনাবাসী ফুকাহদের অভিমত। যেমন– ইয়াহইয়া ইবনু সা'ঈদ, রাবীয়া এবং অন্যান্য ইমামগণ। শাফিঈরও মত এটাই। আবার কেউ কেউ বলেন, নামাযে যদি অতিরিক্ত করে ফেলে তাহলে সালামের পরে, আর যদি নামাযে স্বল্পতা থাকে তবে সালামের পূর্বে। মালিক ইবনু আনাসের মত এটাই। ইমাম আহমাদ বলেন, সাহু সাজদাহ্ সম্পর্কে হাদীসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নিয়ম বর্ণিত হয়েছে সে নিয়ম অনুযায়ীই আমল করতে হবে। যদি দুই রাক'আত শেষে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বুহাইনার হাদীস অনুযায়ী সালামের পূর্বে সাহু সাজদাহ্ করবে। আর যদি যুহরের নামায পাঁচ রাকআত পড়ে ফেলে তাহলে সালামের পরে সাহু সাজদাহ্ করবে। যদি যুহর বা আসরে দুই

রাকআতের পর সালাম ফিরায় তাহলে সালামের পরে সাহু সাজদাহ্ করবে। আর যে সমস্ত ভুলের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কোন বিবরণ নেই তাতে সালামের পূর্বেই সাহু সাজদাহ্ করবে। ইসহাকও আহমাদ অনুরূপ মত পোষণ করেন। তবে তিনি বলেন, যে সমস্ত ভুলের বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়নি তা যদি নামাযে অতিরিক্ত হয় তবে সালামের পরে সাহু সাজদাহ্ করবে, আর যদি নামাযে স্বল্পতা হয় তবে সালামের পূর্বেই সাহু সাজদাহ্ করবে।

١٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَالْكَلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৭ ॥ সালাম ও কথাবার্তা বলার পর সাহুসাজদাহ্ করা

٣٩٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ : أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟! فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٠٥، ١٢١١، ١٢١٢، ١٢١٨› ق.**

৩৯২। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পাঁচ রাক'আত আদায় করলেন। তাঁকে বলা হল, নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? ফলে সালাম ফিরানোর পর তিনি দুটি সাজদাহ্ করলেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২০৫, ১২১১, ১২১২, ১২১৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٩٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢١٢›.**

৩৯৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাবার্তা বলার পর সাহুসিজদা করেছেন।
–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২১২)

এ অনুচ্ছেদে মু'আবিয়া, 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٣٩٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢١٤› ق مطولا.**

৩৯৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলের সাজদাহ্ দুটো সালাম ফিরানোর পর করেছেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২১৪), বুকারী ও মুসলিমে বিস্তারিত।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসটি আইয়ূব এবং আরো অনেকে ইবনু সীরীন হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনু মাসঊদের হাদীসটিও হাসান সহীহ্।

একদল বিদ্বান এ হাদীসের উপর 'আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি ভুলে যুহরে পাঁচ রাক'আত নামায আদায় করে ফেলে তবে তার নামায জায়িয হবে, সে যদি চতুর্থ রাক'আতে নাও বসে থাকে, তবে দুটি ভুলের সাজদাহ্ করবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ কথা বলেছেন। সুফিয়ান সাওরী ও কিছু কুফাবাসী বলেছেন, যদি যুহরের নামায পাঁচ রাক'আত আদায় করা হয় এবং চতুর্থ রাক'আতে তাশাহ্হুদের পরিমাণ সময় না বসা হয়ে থাকে তবে এ নামায ফাসিদ বলে ধরা হবে।

١٧٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي، فَيَشُكُّ فِي الزِّيَادَةِ، وَالنُّقْصَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭৯ ॥ যে ব্যক্তি নামাযে কম অথবা বেশি আদায় করার সন্দেহে পরে যায়

٣٩٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضٍ- يَعْنِي :

ابْنُ هِلَالٍ-، قَالَ : قُلْتُ : لِأَبِي سَعِيدٍ : أَحدنَا يُصَلِّي، فَلا يَدْرِي كَيْفَ صَلَّى؟ فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٠٤› م نحوه أتم منه.**

৩৯৬। 'ইয়ায ইবনু হিলাল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ সা'ঈদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আমাদের কেউ নামায আদায় করল কিন্তু তার মনে নেই সে কত রাক'আত আদায় করল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করে, কিন্তু বলতে পারছে না সে কত রাক'আত আদায় করল, সে বসা অবস্থায়ই দুটি সাজদাহ্ করবে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২০৪), মুসলিম অনুরূপ আরো পূর্ণভাবে।

এ অনুচ্ছেদে 'উসমান, ইবনু মাসঊদ, 'আয়িশাহ্, আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ সা'ঈদের হাদীসটি হাসান। উল্লেখিত হাদীসটি আবূ সা'ঈদের নিকট হতে অপরাপর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ "যদি তোমাদের কেউ এক এবং দুই রাক'আতের মধ্যে দ্বিধায় পরে যায় (এক রাক'আত আদায় করেছে না দুই রাক'আত আদায় করেছে) তবে সে এক রাক'আতই হিসাবে ধরবে। যদি সে দুই এবং তিন রাক'আতের মধ্যে সন্দেহে পরে তবে দুই রাক'আতই হিসাবে ধরবে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে দুটি সাজদাহ্ করবে।"

আমাদের সঙ্গীরা এ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করেন। এক দল 'আলিম বলেছেন, কত রাক'আত আদায় করেছে তা ঠিক করতে পারছে না- এ ধরনের সন্দেহে পরলে আবার নামায আদায় করবে।

٣٩٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي

أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ، فَيُلَبِّسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٩٤٣-٩٤٥› ق.**

৩৯৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো নামাযের সময় শাইত্বান উপস্থিত হয়ে তার নামাযের মধ্যে গন্ডগোল সৃষ্টি করে। এমনকি সে (কোন কোন সময়) বলতে পারে না যে, সে কত রাক'আত আদায় করেছে। তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থায় পরলে সে যেন বসা অবস্থায়ই দুটি সাজদাহ্ করে।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৯৪৩-৯৪৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ عَثْمَةَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُوْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ، وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ : ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا، فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ : ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٠٩›.**

৩৯৮। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন তার নামাযে ভুল করে তারপর সে বলতে পারছে না সে কি এক রাক'আত আদায় করেছে না দুই রাক'আত আদায়

করেছে, এমতাবস্থায় সে এক রাক'আতের উপরই ভিত্তি করবে। সে কি দুই রাক'আত আদায় করেছে না তিন রাক'আত– তা ঠিক করতে না পারলে দুই রাক'আতকেই ভিত্তি ধরবে। সে তিন রাক'আত আদায় করেছে না চার রাক'আত– তা ঠিক করতে না পারলে তিন রাক'আতকেই ভিত্তি ধরবে এবং সালাম ফিরানোর আগে দুটি সাজদাহ্ করবে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২০৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব সহীহ্। 'আবদুর রহমান (রাঃ)-এর নিকট হতে অপরাপর সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যুহরী তার সনদ পরম্পরায় 'আব্দুর রহমান ইবনু 'আউফের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮০ ॥ যে ব্যক্তি যুহর বা 'আসরের দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরায়

٣٩٩. حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ- وَهُوَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ- ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢١٤› ق.**

৩৯৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক'আত নামায আদায় করে সালাম ফিরালেন। যুল-ইয়াদাইন (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! নামায কি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের) প্রশ্ন করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইন কি ঠিক বলছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন, বাকী দুই রাক'আত আদায় করালেন, তারপর সালাম ফিরালেন, তারপর তাকবীর বললেন, এবং আগের সাজদাহ্র সমান অথবা তার চেয়ে দীর্ঘ সময় সাজদাহ্য় থাকলেন, তারপর তাকবীর বলে মাথা তুললেন। তিনি আবার সাজদাহ্য় গিয়ে আগের সাজদাহ্র সমান বা তার চেয়ে বেশি সময় সাজদাহ্য় কাটালেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২১৪), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'ইমরান ইবনু হুসাইন, ইবনু 'উমার ও যুল-ইয়াদাইন (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসকে কেন্দ্র করে বিদ্বানদের মধ্যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। কুফাবাসীদের একদল বলেছেন, যদি ভুলে অথবা অজ্ঞতাবশত অথবা যে কোন প্রকারে নামাযের মধ্যে কথা বলা হয় তবে আবার নামায আদায় করতে হবে। কেননা এ হাদীসটি নামাযের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হওয়ার পূর্বেকার। ইমাম শাফিঈর মতে উল্লেখিত হাদীসটি সহীহ্। তিনি এ হাদীসের সমর্থক। তিনি বলেছেন, "রোযাদার যদি ভুলক্রমে পানাহার করে ফেলে তবে তাকে এ রোযা আর রাখতে হবে না (কাযা করতে হবে না)। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ রিযক দিয়েছেন' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটির তুলনায় পূর্বোল্লেখিত হাদীসটি বেশি সহীহ্। তিনি আরো বলেছেন, ফাকীহগণ আবূ হুরাইরার হাদীস অনুযায়ী রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা এবং ভুলে পানাহার করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

আবূ হুরাইরার হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ বলেন, নামায পূর্ণ হয়েছে এই মনে করে যদি ইমাম নামাযের মধ্যে কথা বলে এবং পরে

জানতে পারে যে, নামায এখনও বাকী রয়েছে–এ অবস্থায় সে বাকী নামায পূর্ণ করবে (কথা বলায় নামায বাতিল হয়নি)। নামায এখনো বাকী রয়েছে একথা জেনেও মুক্তাদী যদি কথা বলে তবে তাকে আবার নামায আদায় করতে হবে। তিনি এ যুক্তি প্রদান করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফরয নামাযে (ওহীর মাধ্যমে) কম বেশি করা হত। এজন্য যুল-ইয়াদাইনের বিশ্বাস ছিল হয়ত নামায পূর্ণ হয়েছে। তাই তিনি কথা বলেছেন, কিন্তু আজকাল এরূপ কথা চলবে না, কেননা এখন আর নামাযের কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এজন্য আজকাল আর যুল-ইয়াদাইনের মত (নামায কি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে?) প্রশ্ন করা চলবে না। ইমাম ইসহাকও এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদের সাথে একমত।

١٨١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮১ ॥ জুতা পরে নামায আদায় করা

٤٠٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ : نَعَمْ. **صحيح : «صفة الصلاة» الأصل- ق.**

৪০০। সা‘ঈদ ইবনু ইয়াযীদ আবূ মাসলামা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুতা পরে নামায আদায় করেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –সহীহ্। সিফাতুস সালাত মূল, বুখারী ও মুসলিম

এ অনুচ্ছেদে ‘আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ, ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ হাবীবা, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর, ‘আমর ইবনু হুরাইস, সাদ্দাদ ইবনু আওস, আওস আস-সাকাফী, আবূ হুরাইরা ও ‘আতা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আনাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলিমগণ এ হাদীসের সমর্থনে সমাধান গ্রহণ করেছেন (জুতা পরা অবস্থায় নামায আদায় করা বৈধ, যদি তাতে নাপাক না থাকে)।

١٨٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِيْ صَلاَةِ الْفَجْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮২ ॥ ফযরের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করা

٤٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِيْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ. **صحيح** : م.

৪০১। বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফযর ও মাগরিবের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন। –সহীহ্। মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, আনাস, আবূ হুরাইরা, ইবনু 'আব্বাস এবং খুফাফ ইবনু ঈমাআ ইবনু রাহাযাহ্ আলগিফারী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বারাআর হাদীসটি হাসান সহীহ্। বিশেষজ্ঞগণ ফযরের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ নিয়ে মতভেদ করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অন্যরা ফযরের নামাযে কুনূত পাঠের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইমাম মালিক ও শাফিঈ এ মত মেনে নিয়েছেন। আহমাদ ও ইসহাক বলেন, আমাদের মতে ফযরে কোন কুনূত পাঠ করবে না। হ্যাঁ যদি কোথাও মুসলমানদের উপর মুসিবত এসে যায় তবে ইমাম সাহেব মুসলিম বাহিনীর জন্য দু'আ করতে পারেন।

١٨٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْقُنُوْتِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৩ ॥ কুনূত ছেড়ে দেয়া

٤٠٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيْ : يَا أَبَةِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَأَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ هَا هُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ!

صحيح : «ابن ماجه» (١٢٤١).

৪০২। আবূ মালিক আল-আশজা'ঈ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বাজান! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্র, 'উমার ও 'উসমান (রাঃ)-এর পিছনে নামায আদায় করেছেন এবং এই কুফা শহরে প্রায় পাঁচ বছর যাবত 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ)-এর পিছনে নামায আদায় করেছেন। তাঁরা কি কুনূত পাঠ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, হে বৎস! এটা তো বিদ'আত। –**সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৪১)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। বেশিরভাগ বিদ্বান এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, ফযরের নামাযে কুনূত পাঠ করে নিলে সেটাই উত্তম এবং যদি পাঠ না করে তাও উত্তম। কিন্তু তিনি পাঠ না করাই অবলম্বন করেছেন। ইবনুল মুবারাকের মতেও ফযরে কোন কুনূত নেই। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের রাবী আবূ মালিক আল-আশজাঈর নাম সা'দ ইবনু তারিক ইবনু আশইয়াম।

٤٠٣. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ.... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ.

৪০৩। সালিহ ইবনু আব্দুল্লাহ আবূ 'আওয়ানার সূত্রে আবূ মালিক আল-আশজাঈ হতে উপরিউক্ত সনদে হাদীসটি ঐরূপ অর্থেই বর্ণনা করেছেন।

١٨٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ فِي الصَّلَاةِ
অনুচ্ছেদ ঃ১৮৪ ॥ নামাযের মধ্যে হাঁচি দেয়া প্রসঙ্গে

٤٠٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بن رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ عَمِّ أَبِيهِ مُعَاذِبْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا، مُبَارَكًا فِيهِ، مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَلَمَّا صَلَّى

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْصَرَفَ، فَقَالَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟»، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟»، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالِثَةَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟»، فَقَالَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ ابْنِ عَفْرَاءَ : أَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ : كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : قُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ! حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا، أَيُّهُمْ **يَصْعَدُ بِهَا». حسن : «صحيح أبي داود» ‹٧٤٧›، «المشكاة» ‹٩٩٢›.**

৪০৪। রিফা'আ ইবনু রাফি' (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি বের হল। আমি বললাম, "আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহে মুবারাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করে ফিরে বসলেন তখন প্রশ্ন করলেন ঃ নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? কেউ কোন সাড়া শব্দ করল না। তিনি দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলেন ঃ নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? এবারও কেউ কোন কথা বলল না। তিনি তৃতীয় বার প্রশ্ন করলেন ঃ নামাযের মধ্যে কে কথা বলেছে? (রাবী) রিফা'আহ্ ইবনু রাফি' ইবনু আফরাআ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কথা বলেছি। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কিভাবে বললে? রাবী বলেন, আমি বলেছি, "আল্লাহর জন্য অশেষ প্রশংসা, পবিত্রময় প্রশংসা, বারকাতময় প্রশংসা (এবং প্রশংসাকারীর জন্য) বারকাতময় প্রশংসা যা আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমি দেখছি তিরিশের বেশি ফিরিশতা তাড়াহুড়া করছে কে কার আগে এটা নিয়ে উপরে উঠবে।

–হাসান। সহীহ্ আবূ দাউদ– ৭৪৭, মিশকাত– (৯৯২)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ ও মুয়াবিয়া ইবনু হাকাম হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ যাইদ ইবনু আরকামের হাদীসটি হাসান সহীহ্। অধিকাংশ বিদ্বানের আমল-এর উপরই। তারা বলেন, কেউ যদি নামাযে স্বেচ্ছায় বা ভুলে কথা বলে তাহলে পুনরায় নামায পড়তে হবে। সুফইয়ান সাওরী, ইবনু মুবারক ও কুফাবাসীদের অভিমত এটাই। কারো মতে যদি স্বেচ্ছায় কথা বলে তাহলে পুনরায় নামায পড়তে হবে। আর যদি ভুলে বা অজ্ঞতাবশতঃ কথা বলে তাহলে পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফিঈ এ মতের সমর্থক।

١٨٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ التَّوْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৬ ॥ তাওবা করার সময় নামায আদায় করা

٤٠٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ : عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : إِنِّيْ كُنْتُ رَجُلاً، إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثًا نَفَعَنِي اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيْ بِهِ، وَإِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، اسْتَحْلَفْتُهُ، فَإِذَا حلف لِيْ صَدَّقْتُهُ، وَإِنَّه حَدَّثَنِي أَبُوْ بَكْرٍ- وَصَدَقَ أَبُوْ بَكْرٍ- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ يَقُوْلُ : «مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّيْ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ»، ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الآيَةَ {وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. **حسن : «ابن ماجه» (١٣٩٥).**

৪০৬। আসমা ইবনু হাকাম আল-ফাযারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি 'আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন এক

ব্যক্তি ছিলাম যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হাদীস শুনতাম, আল্লাহ্ তা'আলা যতটুকু চাইতেন আমি তা হতে ফায়দা উঠাতাম। যখন তাঁর কোন সাহাবী আমার নিকট হাদীস বলতেন আমি তাঁকে শপথ করাতাম। সে যখন শপথ করে বলত আমি তাকে বিশ্বাস করতাম। আবূ বাক্র (রাঃ) আমাকেও হাদীস বলেছেন, আর তিনি সত্যিই বলেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে কোন ব্যক্তি যদি গুনাহ্ করে ফেলে, তারপর উঠে পবিত্রতা অর্জন করে কিছু নামায আদায় করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাওবা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "যাদের অবস্থা এরূপ যে, তাদের দ্বারা যদি কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয় অথবা তারা কোন গুনাহ্ করে নিজেদের উপর যুলুম করে বসে, তবে সংগে সংগেই তারা আল্লাহ্ তা'আলার কথা মনে করে এবং তাদের গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া গুনাহ্ মাফ করতে পারে এমন কে আছে? এ লোকেরা জেনে বুঝে নিজেদের অন্যায় কাজ বারবার করে না"– (সূরা ঃ আলে ইমরান– ১৩৫)।

–হাসান, ইবনু মাজাহ– (১৩৯৫)।

উসমান ইবনু মুগীরার সূত্রেই আমরা হাদীসটি জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, আবূ দারদা, আনাস, আবূ উমামা, মুআয, ওয়াসিলা এবং আবুল ইয়াসার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আলীর হাদীসটি হাসান। আমরা হাদীসটি শুধুমাত্র 'উসমান ইবনু মুগীরার সূত্রেই জেনেছ। উল্লেখিত হাদীসটি শু'বা মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী ও মিসআর মাওকূফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। মিসআর অবশ্য মারফূ হিসাবেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আসমা ইবনুল হাকাম হতে এই হাদীসটি ছাড়া আমাদের অন্য কোন মারফূ হাদীস জানা নেই।

١٨٧) بَابُ مَا جَاءَ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৭ ॥ বালকদের কখন হতে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতে হবে

٤٠٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرٍ». قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو. **حسن صحيح : «المشكاة» ‹٥٧٢، ٥٧٣›، «صحيح أبي داود» ‹٢٤٧›، «الإرواء» ‹٢٤٧›، «التعليق على ابن خزيمة» ‹١٠٠٢›.**

৪০৭। সাবরা ইবনু মা'বাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত বছর বয়সে বালকদের নামায শিখাও এবং দশ বছরে পৌঁছলে নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য দৈহিক শাস্তি দাও।

এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। হাসান সহীহ্। মিশকাত– (৫৭২, ৫৭৩), সহীহ্ আবূ দাউদ– (২৪৭), ইরওয়া– (২৪৭), তা'লীক আলা ইবনু খুজাইমাহ– (১০০২)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সাবরা ইবনু মা'বাদের হাদীসটি হাসান সহীহ্। একদল বিদ্বান এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একথা বলেছেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন, কোন বালক দশ বছরের পর নামায না আদায় করলে এগুলোর কাযা তাকে অবশ্যই আদায় করতে হবে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সাবরা হলেন ইবনু মা'বাদ আল-জুহানী, এও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ইবনু 'আওসাজাহ।

١٨٩) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا كَانَ الْمَطَرُ، فَالصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮৯ ॥ বৃষ্টির সময় ঘরে নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

٤٠٩. حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ شَاءَ، فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ». **صحيح : «الإرواء» ‹٢/ ٣٤٠، ٣٤١›، «صحيح أبي داود» ‹٩٧٦›.**

৪০৯। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমাদেরকে বৃষ্টিতে পেল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যার ইচ্ছা নিজের হাওদার মধ্যে নামায আদায় করে নিতে পারে।

–সহীহ্। ইরওয়া– (২/৩৪০, ৩৪১), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৯৭৬)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, সামুরা, আবুল মালীহ নিজ পিতার সূত্রে ও 'আবদুর রহমান ইবনু সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জাবিরের হাদীসটি হাসান সহীহ্। বিদ্বানগণ বৃষ্টি ও কাদা মাটির কারণে জামা'আত ছেড়ে ঘরে নামায আদায়ের সম্মতি দিয়েছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক একই রকম কথা বলেছেন।

আবূ যুর'আহ্ বলেন, 'আফফান ইবনু মুসলিম (রহঃ) 'আমর ইবনু 'আলী (রহঃ)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ যুর'আ আরো বলেন, আমি বসরায় আলী ইবনুল মাদীনী, ইবনুশ শাযাকূনী ও 'আমর ইবনু 'আলী (রহঃ)-এর চেয়ে বড় হাফিজে হাদীস দেখিনি।

١٩٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِجْتِهَادِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯২ ॥ নামাযে কষ্ট স্বীকার করা

٤١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زِيَادِ ابْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَتَكَلَّفُ هٰذَا، وَقَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟! قَالَ : «أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٤١٩، ١٤٢٠› ق.**

৪১২। মুগীরা ইবনু শু‘বাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত সময় ধরে নামায আদায় করলেন যে, তাঁর পা দুটি ফুলে উঠল। তাঁকে বলা হল, আপনি এতো কষ্ট করছেন, অথচ আপনার পূর্বাপর সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে! তিনি বললেন ঃ আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৪১৯, ১৪২০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ মুগীরা ইবনু শু‘বার হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٩٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৩ ॥ কিয়ামাতের দিন বান্দার নিকট হতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে

٤١٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ ابْنِ قَبِيْصَةَ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَقُلْتُ : اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيْسًا صَالِحًا،

قَالَ : فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي جَلِيسًا صَالِحًا، فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ! فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ، صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ- عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا، هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ». **صحيح : «ابن ماجه» (١٤٢٥، ١٤٢٦).**

৪১৩। হুরাইস ইবনু ক্বাবীসা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি মাদীনায় আসলাম এবং বললাম, "হে আল্লাহ্! আমাকে একজন নেককার সহযোগী দান কর।" রাবী বলেন, আমি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর নিকট অবস্থান করলাম। আমি (তাঁকে) বললাম, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট একজন উত্তম সহযোগী চাইলাম। অতএব আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন এমন একটি হাদীস আমাকে বলুন। আশা করা যায় আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এর মাধ্যমে কল্যাণ দিবেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ক্বিয়ামাতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি (নিয়মিতভাবে) ঠিকমত নামায আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি নামায নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হবে। যদি ফরয নামাযের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ দেখ, বান্দার কোন নফল নামায আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফরযের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর সকল কাজের বিচার পালাক্রমে এভাবে করা হবে। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৪২৫, ১৪২৬)।

এ অনুচ্ছেদে তামীম আদ-দারী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান গারীব। উল্লেখিত হাদীসটি আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর নিকট হতে একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হাসানের কোন কোন সঙ্গী হাসানের সূত্রে ক্বাবীসা ইবনু হুরাইস হতে অন্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনু হাকীমের সূত্রে ও আবূ হুরাইরা হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

١٩٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، وَمَا لَهُ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৪ ॥ যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করে তার ফাযিলাত

٤١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ». **صحيح : «ابن ماجه» (١١٤٠).**

৪১৪। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সবসময় বার রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করেন। এ সুন্নাতগুলো হল, যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের (ফরযের) পর দুই রাক'আত, 'ইশার (ফরযের) পর দুই রাক'আত এবং ফযরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাক'আত। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৪০)।**

এ অনুচ্ছেদে উম্মু হাবীবা, আবূ হুরাইরা, আবূ মূসা ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উল্লেখিত সনদে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি গারীব। একদল বিশেষজ্ঞ মুগীরা ইবনু যিয়াদের স্মরণশক্তির (দুর্বলতার) সমালোচনা করেছেন।

٤١٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ- هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٤١›.**

৪১৫। উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দিন রাতে বার রাক'আত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যুহরের নামাযের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাক'আত, 'ইশার নামাযের পরে দুই রাক'আত এবং ভোরের ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৪১)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনবাসার সূত্রে উম্মু হাবীবার হাদীসটি হাসান সহীহ্। আনবাসা হতে অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١٩٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৫ ॥ ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাতের ফাযিলাত

٤١٦. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التِّرْمِذِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

صحيح : «الإرواء» ‹٤٣٧› م.

৪১৬। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।

–সহীহ্। ইরওয়া– (৪৩৭), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আলী, ইবনু 'উমার ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ্। আহমাদ ইবনু হাম্বাল সালিহ ইবনু আব্দিল্লাহর সূত্রে 'আয়িশাহ্ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٩٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَخْفِيفِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِيْهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৬ ॥ ফজরের সুন্নাত এবং তার কিরা'আত সংক্ষিপ্ত করা

٤١٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَأَبُوْ عَمَّارٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ}، و {قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ}. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٤٩›.**

৪১৭। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি এক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যবেক্ষণ করলাম। তিনি ফজরের (ফরযের) পূর্বের দুই রাক'আতে সূরা 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৪৯)।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ, আনাস, আবূ হুরাইরা, ইবনু 'আব্বাস, হাফসা ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেনঃ

ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান। আমরা উল্লেখিত হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী হতে আবূ ইসহাকের সূত্রে আবূ আহমাদ ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে পাইনি। লোকদের নিকট ইসরাঈল হতে আবূ ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি বেশি পরিচিত। ইসরাঈল হতে আবু আহমাদের সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আবূ আহমাদ নির্ভরযোগ্য হাফিজ। বুনদার বলেন, আবূ আহমাদ আয-যুবাইরীর চেয়ে উত্তম স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন আর কাউকে দেখিনি। আবূ আহমাদের নাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আয্-যুবাইর আল-কূফী আল-আসাদী।

١٩٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৭ ॥ ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আদায়ের পর কথাবার্তা বলা

٤١٨. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي، وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١١٤٧، ١١٤٨›. ق.**

৪১৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন, তারপর আমার সাথে কথা বলার দরকার হলে কথা বলতেন, নতুবা নামাযের জন্য মাসজিদে চলে যেতেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১৪৭, ১১৪৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কোন সাহাবা ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর হতে নামায আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে কথাবার্তা বলা মাকরূহ বলেছেন। হ্যাঁ আল্লাহর যিকির ও অতি প্রয়োজনীয় কথা বলা যেতে পারে। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম মত দিয়েছেন।

١٩٨) بَابُ مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৮ ॥ ফজর শুরু হওয়ার পর দুই রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত আর কোন নামায নেই

٤١٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوْسٰى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ- مَوْلٰى ابْنِ عُمَرَ-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». **صحيح : «الإرواء» ‹٤٧٨›، «صحيح أبي داود» ‹١١٥٩›.**

৪১৯। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায ব্যতীত আর কোন নামায নেই।

উল্লেখিত হাদীসের অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায ছাড়া ফজরের ফরয নামাযের আগে সুবহি সাদিক শুরু হওয়ার পর আর কোন নামায নেই। **–সহীহ্। ইরওয়া– (৪৭৮), সহীহ্ আবূ দাউদ– (১১৫৯)।**

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ও হাফসা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি গারীব। আমরা শুধু মাত্র কুদামা ইবনু মূসার সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি। ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ফরয নামাযের আগে দুই রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নামায আদায় করা মাকরূহ। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অভিন্নমত রয়েছে।

١٩٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯৯ ॥ ফজরের সুন্নাত আদায়ের পর শোয়া

٤٢٠. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِيْنِهِ». **صحيح : «المشكاة» (١٢٠٦)، «صحيح أبي داود» (١١٤٦).**

৪২০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করে তখন সে যেন ডান কাতে একটু শুয়ে নেয়।

–সহীহ্। মিশকাত– (১২০৬), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১৪৬)।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি এই সূত্রে হাসান সহীহ্ গারীব।

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِيْنِهِ *

'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের ঘরে ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করতেন তখন ডান কাতে শুয়ে নিতেন।"

কোন কোন বিদ্বান এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন।

٢٠٠) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০০ ॥ ইক্বামাত হয়ে গেলে ফরয নামায ছাড়া অন্য নামায নেই

٤٢١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٥١› م.**

৪২১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের জন্য ইকামাত দেওয়া হয় তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৫১), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু বুহাইনা, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস, ইবনু 'আব্বাস ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান। আইউব, ওয়ারাকা ইবনু 'উমার, যিয়াদ ইবনু সা'দ, ইসমাঈল ইবনু মুসলিম এবং মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদা সম্মিলিতভাবে এ হাদীসটি 'আমর ইবনু দীনার হতে, তিনি আতা হতে, তিনি আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনু যায়িদ ও সুফিয়ান ইবনু 'উআইনা তাদের সনদ পরম্পরায় 'আমর ইবনু দীনার-এর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁরা মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি। তবে মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হাদীসটিই আমাদের মতে বেশি সহীহ্।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যান্যরা এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, নামাযের জন্য ইক্বামাত দেওয়া হলে কোন ব্যক্তিই ফরয নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায আদায় করবে না। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন। আরো কয়েকটি সূত্রে আবূ হুরাইরার নিকট হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। 'আইয়্যাশ ইবনু 'আব্বাস আবূ সালামা হতে তিনি আবূ হুরাইরা হতে তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٠١) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَفُوتُهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০১ ॥ ফজরের সুন্নাত ফরযের আগে আদায় করতে না পারলে ফরয নামায আদায়ের পর তা আদায় করবে

٤٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسٍ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ، فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ : «مَهْلًا يَا قَيْسُ! أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!»، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، قَالَ : «فَلَا، إِذَنْ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٥١›.**

৪২২। মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম হতে তাঁর দাদা ক্বাইস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (ক্বাইস) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের ঘর হতে) বেরিয়ে আসলেন, অতঃপর নামাযের ইক্বামাত দেওয়া হল। আমি তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। নামায হতে অবসর হয়ে তিনি আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখলেন। তিনি বললেন ঃ হে ক্বাইস, থামো! তুমি কি দুই নামায একত্রে আদায় করছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করতে পারিনি। তিনি বললেন ঃ তাহলে কোন দোষ নেই (পড়ে নাও)। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৫১)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সা'দ ইবনু সা'ঈদের হাদীসের মাধ্যমেই কেবল আমরা মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীমের হাদীসটি এভাবে জেনেছি। সুফিয়ান ইবনু 'উআইনা বলেন, 'আতা ইবনু আবূ রাবাহ এ হাদীসটি সা'দ ইবনু সা'ঈদের নিকট শুনেছেন। এ হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। মক্কাবাসী 'আলিমদের একদল ফরয নামাযের পর সূর্য উঠার পূর্বে ফাওত হওয়া সুন্নাত দুই রাক'আত আদায় করতে কোন অপরাধ মনে করেন না।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (পরস্পর সংযুক্ত) নয়। মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম কখনও কাইসের নিকট শুনেননি। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ فَرَأَى قَيْسًا *

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন এবং কাইসকে দেখতে পেলেন.......।" সা'দ ইবনু সা'ঈদের সূত্রে বর্ণিত 'আব্দুল 'আযীযের হাদীসের চেয়ে এটি অধিক সহীহ্।

٢٠٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ إِعَادَتِهِمَا بعد طُلُوْعِ الشَّمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০২ ॥ ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ফরযের পূর্বে আদায় করতে না পারলে তা সূর্য উঠার পর আদায় করবে

٤٢٣. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ». **صحيح : «الصحيحة» ‹٢٣٦١›.**

৪২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত (ফরযের পূর্বে) আদায় করতে পারেনি সে সূর্য উঠার পর তা আদায় করবে। **–সহীহ্। সহীহাহ্– (২৩৬১)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমরা উল্লেখিত সূত্রেই শুধুমাত্র এ হাদীসটি জেনেছি। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) এই হাদীস অনুসারে 'আমল করতেন। একদল বিশেষজ্ঞ এ হাদীসের উপর 'আমল করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক এবং ইবনুল মুবারাক একই রকম মত ব্যক্ত করেছেন। আবূ 'ঈসা আরো বলেন ঃ 'আমর ইবনু 'আসিম ব্যতীত অন্য কেউ হাম্মাম হতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

وَالْمَعْرُوفُ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ انَسٍ عَنْ بشير بْنِ نهيك عَنْ ابى هُرَيرة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ادرك رَكْعَة مِنْ صَلاة الصُّبح قَبلَ انْ تطلُعَ الشَّمسُ فقد ادرَكَ الصُّبحَ *

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সূর্য উঠার পূর্বে ফজরের এক রাক'আত ধরতে পারল সে ফজরের ওয়াক্ত পেল।" –উপরোক্ত সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসটিই প্রসিদ্ধ।

٢٠٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৩ ॥ যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত

٤٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٦١›، ومن تمامه الحديث الآتي برقم ‹٤٣٠›.**

৪২৪। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত (সুন্নাত নামায) আদায় করতেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৬১)।

৪৩০ নং হাদীসে এর বাকী অংশ বর্ণিত হবে। এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ ও উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন– 'আলী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি হাসান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তীগণ যুহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করা পছন্দ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইসহাক এবং কুফাবাসীগণ একই রকম কথা বলেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, রাত এবং দিনের (অন্যান্য) নামায দুই দুই রাক'আত। তাঁরা দুই দুই রাক'আত পর সালাম ফিরানোর কথা বলেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদ একথা বলেছেন।

٢٠٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৪ ॥ যুহরের ফরয নামাযের পর দুই রাক'আত সুন্নাত

٤٢٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١١٣٨› خ أتم منه.**

৪২৫। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুহরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত সুন্নাত আদায় করেছি।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১১৩৮), বুখারী আরো পূর্ণভাবে।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٠٥) بَابُ مِنْهُ آخَرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৫ ॥ পূর্ববর্তী বিষয়ের উপর

٤٢٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ الْمَرْوَزِيُّ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ.

صحيح : «تمام المنة»، «الضعيفة» ‹٤٢٠٨›.

৪২৬। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত না আদায় করতেন তবে যুহরের (ফরযের) পর তা আদায় করতেন।

–সহীহ্। তামামুল মিন্নাহ্। যঈফা– (৪২০৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইবনুল মুবারাকের সূত্রেই আমরা এ হাদীসটি জেনেছি। ক্বাইস ইবনু রাবী শুবা'র সূত্রে খালিদ হাযযা হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কাইস ইবনু রাবী ব্যতীত অন্য কেউ শুবা হতে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলার সূত্রেও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٤٢٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». **صحيح : «ابن ماجه» (١١٦٠).**

৪২৭। উম্মু হাবীবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৬০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। অন্য সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

٤٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ الشَّامِيُّ : حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ- هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ-، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ أُخْتِي أُمَّ حَبِيبَةَ- زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ- تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». **صحيح : المصدر نفسه.**

৪২৮। 'আনবাসা ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার বোন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি যুহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত নামাযের হিফাজাত করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। –সহীহ্। প্রাগুক্ত।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। আবূ 'আবদুর রহমান আল-কাসিম একজন সিকাহ্ রাবী। তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ উমামার শাগরিদ।

٢٠٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৬ ॥ আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক'আত

٤٢٩. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. **حسن : «ابن ماجه» ‹١١٦١›، وهو من تمام الحديث المتقدم ‹٤٢٥›.**

৪২৯। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করতেন। তিনি (আল্লাহর) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা ও তাদের অনুগামী মুসলমান এবং মু'মিনদের প্রতি সালাম করার মাধ্যমে এ নামাযের মাঝখানে বিভক্তি করতেন (দুই সালামে চার রাক'আত আদায় করতেন। –হাসান। ইবনু মাজাহ– (১১৬১), এটা পূর্বে বর্ণিত ৪২৫ নং হাদীসের বাকী অংশ।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম 'আসরের পূর্বে এক সালামেই চার রাক'আত আদায় করা পছন্দ করেছেন। তিনি এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে বলেছেন, 'সালামের মাধ্যমে বিভক্তি করার' তাৎপর্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক'আত পর তাশাহ্হুদ পাঠ করতেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদের মতে, রাত এবং দিনের (ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য সব) নামায দুই রাক'আত করে আদায় হবে। তাঁরা উভয়ে আসরের পূর্বের চার রাক'আতে দুই রাক'আত পর পর সালাম ফিরানোই পছন্দ করেছেন।

٤٣٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، سَمِعَ جَدَّهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». **حسن : «المشكاة» ‹١١٧٠›، «صحيح أبي داود» ‹١١٥٤›، «التعليق الرغيب» ‹١/٢٠٤›، «التعليقات الجياد»، «التعليق على ابن خزيمة» ‹١١٩٣›.**

৪৩০। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি 'আসরের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করবে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

হাসান। মিশকাত- (১১৭০), সহীহ্ আবূ দাউদ- (১১৫৪), তা'লীকুর রাগীব- (১/২০৪), তা'লীক আলা ইবনু খুজাইমাহ- (১১৯৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

٢٠٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৭ ॥ মাগরিবের দুই রাক'আত সুন্নাত এবং তার কিরা'আত

٤٣١.حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُحْصِيْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ}، و {وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ}. قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. **حسن صحيح : «ابن ماجه» <١١٦٦>.**

৪৩১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাগরিবের পরের দুই রাক'আতে এবং ফজরের পূর্বের দুই রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" এবং "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" সূরা দুটি এত সংখ্যকবার পাঠ করতে শুনেছি যে, তা গণনা করে শেষ করতে পারব না।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৬৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু মাসঊদের হাদীসটি গারীব। 'আবদুল মালিক ইবনু মা'দান হতে শুধুমাত্র 'আসিমের সূত্রেই এই হাদীসটি আমরা জেনেছি।

٢٠٨) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ يُصَلِّيْهِمَا فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০৮ ॥ মাগরিবের (সুন্নাত) দুই রাক'আত বাসায় আদায় করা

٤٣٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» <١١٥٨> خ.**

৪৩২। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর বাসায় মাগরিবের পর দুই রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করেছি।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১১৫৮), বুখারী।

এ অনুচ্ছেদে রাফি' ইবনু খাদীজ ও কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٣٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ. **صحيح : «الإرواء» (٤٤٠) خ.**

৪৩৩। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে দশ রাক'আত নামায মুখস্থ রেখেছি। তিনি দিনরাত (চব্বিশ ঘন্টায়) এ নামাযগুলো আদায় করতেন। যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত এবং 'ইশার পর দুই রাক'আত। রাবী বলেন হাফসাহ্ আমাকে বলেছেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) ফজরের পূর্বেও দুই রাক'আত আদায় করতেন। **–সহীহ্। ইরওয়া– (৪৪০), বুখারী।**

এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٣٤. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ....... مِثْلَهُ.

৪৩৪। সারিম হতে ও ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে........ একই হাদীস পুনর্বার বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১০ ॥ 'ইশার নামাযের পর দুই রাক'আত সুন্নাত

٤٣٦. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ثِنْتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ ثِنْتَيْنِ.

صحيح : م.

৪৩৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু শাকীক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ) যুহরের পূর্বে দুই রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পর দুই রাক'আত, 'ইশার পর দুই রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। –**সহীহ্।** মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী ও ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনু শাকীকের সূত্রে 'আয়িশাহ্'র হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١١) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ ঃ ২১১ ॥ রাতের (নফল) নামায দুই দুই রাক‘আত

٤٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ : «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا». **صحيح : «ابن ماجه»** (١٣١٩، ١٣٢٠) ق.

৪৩৭। ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রাতের নামায দুই দুই রাক‘আত (করে আদায় করতে হয়)। তুমি যদি ভোর হয়ে যাওয়ার ভয় কর তবে এক রাক‘আত আদায় করে বিতর পূর্ণ করে নাও। বিতের নামাযকেই তোমার সর্বশেষ নামায কর।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩১৯, ১৩২০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আমর ইবনু আবাসা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন এবং রাতের নামায দুই দুই রাক‘আত করে আদায় করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক এই কথা বলেছেন।

٢١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ صَلاَةِ اللَّيْلِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২১২ ॥ রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযের ফাযিলাত

٤٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ، صَلاَةُ اللَّيْلِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٧٤٢› م.**

৪৩৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রামাযান মাসের রোযার পর সর্বোৎকৃষ্ট রোযা হল আল্লাহ তা'আলার মাস মুহাররামের রোযা। ফরয নামাযের পর সর্বোৎকৃষ্ট নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৭৪২), মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে জাবির, বিলাল ও আবূ উমামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ)'র হাদীসটি হাসান সহীহ্।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ রাবী আবূ বিশরের নাম জা'ফর ইবনু আবী ওয়াহশীয়াহ আবূ ওয়াহশীয়ার নাম ইয়াস।

٢١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَصْفِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৩ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের বৈশিষ্ট্য

٤٣٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فِيْ رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ، وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوْتِرَ؟! فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ! «إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ». **صحيح : «صلاة التراويح»، «صحيح أبي داود» ‹١٢١٢› ق.**

৪৩৯। আবূ সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের বৈশিষ্ট্য কি বা ধরন কেমন ছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযান মাসে ও অন্যান্য সময়ে (রাতের বেলা) এগার রাক'আত নামাযের বেশি আদায় করতেন না। তিনি চার রাক'আত করে মোট আট রাক'আত আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য এবং দৈর্ঘ্য সম্পর্কে তুমি আমাকে আর প্রশ্ন কর না। অতঃপর তিনি তিন রাক'আত নামায আদায় করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতর আদায়ের পূর্বে ঘুমান? তিনি

বললেন, হে 'আয়িশাহ্! আমার চক্ষু দুটি ঘুমায় কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। –সহীহ্। সালাতুত্ তারাবীহ্, সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২১২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٤٠. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ إِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً، يُوْتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا، اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. **صَحِيْحٌ إِلَّا الْاِضْطِجَاعُ فَإِنَّهُ شَاذٌّ : «صحيح أبي داود» ‹١٢٠٦› والمحفوظ أنه بعد سنة الفجر خ.**

৪৪০। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা এগার রাক'আত নামায আদায় করতেন। তার মধ্যে এক রাক'আত বিতর আদায় করে নিতেন। তিনি নামায শেষে অবসর হয়ে ডান কাতে শুয়ে যেতেন।

সহীহ্। এই হাদীসে শুবার বর্ণনাটি সাজ, সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২০৬)। সঠিক কথা হচ্ছে– শুবার বর্ণনা ফজরের সুন্নাতের পরে– বুখারী।

٤٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ........ نحوه.

৪৪১। কুতাইবা মালিকের সূত্রে ইবনু শিহাব হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١٤) بَابٌ مِنْهُ
অনুচ্ছেদ ঃ ২১৪ ॥ একই বিষয়

٤٤٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيْ جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٢٠٥› ق بأتم منه.**

৪৪২। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তের রাক'আত নামায আদায় করতেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২০৫), বুখারী ও মুসলিম আরো পূর্ণরূপে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ জামরাহ যুবাঈর নাম নাস্‌র ইবনু 'ইমরান যুবাঈ।

٢١٥) بَابٌ مِنْهُ
অনুচ্ছেদ ঃ ২১৫ ॥ একই বিষয়

٤٤٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٢١٣› م أَتَمَّ مِنْهُ.**

৪৪৩। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নয় রাক'আত নামায আদায় করতেন। **সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২১৩), মুসলিম আরো পূর্ণরূপে।**

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, যাইদ ইবনু খালিদ ও ফযল ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর হাদীসটি উল্লেখিত সনদে হাসান সহীহ্ গারীব।

٤٤٤. وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ........ نَحْوَ هٰذَا.

৪৪৪। সুফিয়ান সাওরী আ'মাশের বরাতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায বিতরসহ সর্বোচ্চ তের রাক'আত এবং সর্বনিম্ন নয় রাক'আত ছিল বলে বর্ণিত আছে।

٢١٦. بَابُ إِذَا نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ صَلَّى بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৬ ॥ যদি রাতে নামায আদায় না করেই ঘুমিয়ে যেতেন তবে তা দিনে আদায় করতেন

٤٤٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذٰلِكَ النَّوْمُ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً. صحيح : م.

৪৪৫। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বেশি ঘুম অথবা তন্দ্রার কারণে রাতের নামায আদায় করতে সক্ষম না হতেন, তবে দিনের বেলা বার রাক'আত আদায় করে নিতেন। –সহীহ্। মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। রাবী হিশাম তিনি ইবনু 'আমির আর হিশাম ইবনু 'আমির সাহাবীদের মধ্যে একজন।

বাহ্য ইবনু হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যুরারা ইবনু আওফা বসরার ক্বাযী (বিচারপতি) ছিলেন। তিনি কুশাইর গোত্রের

ইমামতি করতেন। একদিন সকালের নামাযে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ "স্মরণ কর, যখন শিংগায় ফুঁ দেওয়া হবে। সে দিনটি বড়ই কঠোর ও সাংঘাতিক হবে"– (সূরা ঃ আল-মুদ্দাসসির– ৮, ৯)। তিনি সাথে সাথে পড়ে গিয়ে মারা গেলেন। যারা তাঁকে তুলে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। –সনদ হাসান।

٢١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نُزُوْلِ الرَّبِّ– عَزَّ وَجَلَّ– إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৭ ॥ প্রতি রাতে প্রাচুর্যময় আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন

٤٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَنْزِلُ اللّٰهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِيْنَ يَمْضِيْ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، فَيَقُوْلُ : أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَدْعُوْنِيْ، فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟! مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْأَلُنِيْ، فَأُعْطِيَهُ؟! مَنْ ذَا الَّذِيْ يَسْتَغْفِرُنِيْ، فَأَغْفِرَ لَهُ؟! فَلَا يَزَالُ كَذٰلِكَ، حَتّٰى يُضِيْءَ الْفَجْرُ». **صحيح: «ابن ماجه» ‹١٣٦٦›ق.**

৪৪৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা রাতের প্রথম এক-তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর প্রতি রাতে পৃথিবীর নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমিই রাজাধিরাজ। আমার নিকট প্রার্থনাকারী কে আছে, আমি তার প্রার্থনা কৃবূল করব। আমার নিকট আবেদনকারী কে আছে, আমি তার আবেদন পূর্ণ করব। আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনাকারী কে আছে, আমি তাকে ক্ষমা করব। সকাল আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের এভাবে আহ্বান করতে থাকেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩৬৬), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী ইবনু আবূ তালিব, আবূ সা'ঈদ, রিফাআ আল-জুহানী, জুবাইর ইবনু মুত'ইম, ইবনু মাসঊদ, আবূ দারদা ও 'উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ)'র হাদীসটি হাসান সহীহ্।

উল্লেখিত হাদীসটি আবূ হুরাইরার নিকট হতে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাতের এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে বারকাতময় আল্লাহ তা'আলা (পৃথিবীর) নিকটতম আকাশে অবতীর্ণ হন।

সব বর্ণনাগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক সহীহ্ বর্ণনা।

٢١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قِرَاءَةِ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৮ ॥ রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযের কিরা'আত

٤٤٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ- هُوَ السَّالِحِيْنِيُّ- :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ رَبَاحٍ اَلْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ : «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ، وَأَنْتَ تُخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ»، فَقَالَ : إِنِّيْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ، قَالَ : «ارْفَعْ قَلِيْلاً»، وَقَالَ لِعُمَرَ : «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ، وَأَنْتَ تَرْفَعُ صَوْتَكَ»، قَالَ : إِنِّيْ أُوْقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ، قَالَ : «اِخْفِضْ قَلِيْلاً». **صحيح : «صحيح أبي داود» (١٢٠٠)، «المشكاة» (١٢٠٤).**

৪৪৭। আবূ কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বাকার (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমি আপনার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আপনি নামায আদায় করছিলেন এবং আপনার কণ্ঠস্বর খুব নীচু ছিল। তিনি (আবূ বাকর) বললেন, আমি তাঁকে শুনাচ্ছিলাম যিনি আমার কানকথাও জানেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ কিছুটা উচ্চস্বরে পাঠ করুন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'উমার (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমি আপনার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আপনি নামায আদায় করছিলেন এবং আপনার কণ্ঠস্বর খুব উঁচু ছিল। তিনি (উমার) বললেন, আমি অলসদের জাগরিত করছিলাম এবং শাইতানকে তাড়াচ্ছিলাম। তিনি বললেন, আপনার কণ্ঠস্বর কিছুটা নীচু করুন।

সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২০০), মিশকাত– (১২০৪)।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, উম্মু হানী, আনাস, উম্মু সালামাহ্ ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। উল্লেখিত হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইসহাক মুসনাদ হিসাবে বর্ণনা করেছেন, আর অনেকেই এই হাদীসটিকে আবদুল্লাহ ইবনু আবূ রবাহর নিকট হতে মুরসাল হিসাবেও বর্ণনা করেছেন।

٤٤٨. حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ اَلْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُسْلِمٍ اَلْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي اَلْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِآيَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ لَيْلَةً.

صحيح الإسناد.

৪৪৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক রাতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করেই রাত কাটিয়ে দিলেন। –**সনদ সহীহ্।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান গারীব।

٤٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ قَيْسٍ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ، أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ فَقَالَتْ : كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَمَا أَسَرَّ بالقراءة، وَرُبَمَا جَهَرَ، فَقُلْتُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً! صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٢٩١› م.

৪৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাইস (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রাতের (তাহাজ্জুদ) নামাযে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরা'আত কেমন ছিল? তিনি নীরবে কির'আত করতেন না স্বরবে? তিনি ('আয়িশাহ্) বললেন, কখনও তিনি নীচু আওয়াযে এবং কখনও উঁচু আওয়াযে কিরা'আত পাঠ করতেন। আমি বললাম, সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি এ কাজের মধ্যে প্রশস্ততা রেখেছেন।

—সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৯১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٢١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১৯ ॥ বাড়িতে নফল নামায আদায়ের ফাযিলাত

٤٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ». صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٣٠١› ق.

৪৫০। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ফরয নামায ব্যতীত তোমাদের বাড়িতে আদায়কৃত নামায সর্বোৎকৃষ্ট।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১৩০১), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'উমার, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, আবূ সা'ঈদ, আবূ হুরাইরা, ইবনু 'উমার, 'আয়িশাহ্, আবদুল্লাহ ইবনু সা'দ ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ যাইদ ইবনু সাবিতের হাদীসটি হাসান। এ হাদীস বর্ণনায় রাবীগণের মধ্যে (সনদের দিক হতে) মতের অমিল হয়েছে। মূসা ইবনু 'উক্ববা ও ইবরাহীম ইবনু আবূ নাযর আবূ নাযর হতে মারফূরূপে বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনু আনাস আবূ নাযর হতে এ হাদীসটি মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেননি। মারফূ বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত সহীহ্

٤٥١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». **صحيح : «صحيح أبي داود» (٩٥٨، ١٣٠٢) ق.**

৪৫১। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের বাড়িতেও নামায আদায় কর, তাকে কবরস্থানে পরিণত কর না।

সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৯৫৮, ১৩০২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

٣- كِتَابُ الْوِتْرِ
পর্ব- ৩ ঃ কিতাবুল বিতর (বিতর নামায)

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْوِتْرِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ বিতর নামাযের ফাযিলাত

٤٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِيْ مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، فَقَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ، هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اَلْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللّٰهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ». **صَحِيْحٌ دُوْنَ قَوْلِهِ : «هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِّنْ حُمُرِ النَّعَمِ»، «ابن ماجه» ‹١١٦٨›.**

৪৫২। খারিজা ইবনু হুযাফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটে বের হয়ে আসলেন। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা একটি নামায দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন। এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম তা হল বিতরের নামায। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এটা 'ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে আদায়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

–সহীহ্। "এটা তোমাদের জন্য অনেক লাল উটের চেয়েও উত্তম" এই অংশ বাদে। ইবনু মাজাহ– (১১৬৮)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, বুরাইদা ও আবূ বাসরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ খারিজা ইবনু হুযাফার হাদীসটি গারীব। কেননা এটা আমরা শুধুমাত্র ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীবের সূত্রেই জেনেছি। কিছু মুহাদ্দিস এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহে পড়েছেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু রাশিদ আয-যাওফীকে আয-যুরাকী বলে উল্লেখ করেছেন, তা ঠিক নয়। আবূ বাসরাহ্ আল গিফারীর নাম হুমাইল ইবনু বাসরাহ্। কোন কোন ব্যক্তি তার নাম জামীল বলেও উল্লেখ করেছেন। তা সঠিক নয়। আরেক আবূ বাসরাহ্ গিফারী রয়েছেন যিনি আবূ যার গিফারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেও তিনি আবূ যারের ভাইপো।

٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ
অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ বিত্রের নামায ফরয নয়

٤٥٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَقَالَ : «إِنَّ اللّٰهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ!». **صحيح : «ابن ماجه» <١١٦٩>.**

৪৫৩। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বিতরের নামায তোমাদের ফরয নামাযসমূহের মত অত্যাবশ্যকীয় (ফরয) নামায নয়। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ নামায) তোমাদের জন্য সুন্নাতরূপে প্রবর্তন করেছেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বিতর (বেজোড়), তিনি বিতরকে ভালবাসেন। হে কুরআনের বাহকগণ (মুমিনগণ)! তোমরা বিতর আদায় কর। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৬৯)।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, ইবনু মাসঊদ ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আলী (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান।

٤٥٤. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلٰكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. **صحيح : «صحيح الترغيب» (٥٩٠).**

৪৫৪। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যান্যরা আবূ ইসহাক হতে, তিনি আসিম ইবনু যামরাহ্ হতে, তিনি 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেছেন, বিতরের নামায ফরয নামাযের মত জরুরী নামায নয়। বরং এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত নামায। **–সহীহ্। সহীহুত তারগীব– (৫৯০)।**

এ হাদীসটি পূর্ববর্তী আবূ বাকার ইবনু 'আয়্যাশের হাদীসের চেয়ে বেশি সহীহ্। মানসূর ইবনু মু'তামিরও এ হাদীসটি আবূ ইসহাক হতে আবূ বাকার ইবনু 'আয়্যাশের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ বিতরের পূর্বে ঘুমানো মাকরূহ

٤٥٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ عِيْسٰى ابْنِ أَبِيْ عِزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِيْ ثَوْرٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. **صحيح : «صحيح أبي داود» (١١٨٧).**

৪৫৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায়ের আদেশ করেছেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১১৮৭)।**

ইমাম শাবী রাতের প্রথম দিকেই বিতর আদায় করতেন অতঃপর ঘুমাতেন। এ অনুচ্ছেদে আবূ যার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহ্ হাদীসটি হাসান গারীব। আবূ সাওর আল আয্দীর নাম হাবীব ইবনু আবী মুলাইকাহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তাদের পরবর্তীরা কোন ব্যক্তির বিতর আদায়ের পূর্বে না ঘুমানোই পছন্দ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে উঠতে পারবে না বলে আশংকা করে সে যেন রাতের প্রথম দিকেই বিতর আদায় করে নেয়। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শেষ রাতে দাঁড়ানোর (নামায আদায়ের) আগ্রহ পোষণ করে সে যেন শেষ রাতেই বিতর আদায় করে। কেননা শেষ রাতের কুরআন পাঠ করায় ফেরেশতাগণ হাযির হন। আর এটাই উত্তম।" এ হাদীসটি জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৮৭), মুসলিম।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَآخِرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ 8 ॥ বিতর নামায রাতের প্রথম অথবা শেষাংশে আদায় করা

٤٥٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ : حَدَّثَنَا أَبُوْ حَصِيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوْقٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ؟ فَقَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ : أَوَّلَهُ، وَأَوْسَطَهُ، وَآخِرَهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٨٥› ق.**

৪৫৬। মাসরূক (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিতর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, তিনি রাতের সকল ভাগেই বিতর আদায় করেছেন, হয় রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে অথবা শেষ ভাগে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিতর ভোর রাত পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৫৮), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুসাইনের নাম 'উসমান ইবনু 'আসিম আল-আসাদী এ অনুচ্ছেদে 'আলী, জাবির, আবূ মাসঊদ আনসারী ও আবূ কাতাদা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্'র হাদীসটি হাসান সহীহ্। একদল 'আলিম শেষ রাতেই বিতর আদায় করা পছন্দ করেছেন।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِسَبْعٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ বিতর নামায সাত রাক'আত আদায় করা

٤٥٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ. **صحيح الإسناد.**

৪৫৭। উম্মু সালামাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তের রাক'আত বিতর আদায় করতেন। যখন তিনি বার্ধক্যে পৌঁছলেন এবং দুর্বল হয়ে পড়লেন তখন সাত রাক'আত বিতর আদায় করেছেন। **—সনদ সহীহ্।**

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উম্মু সালামার হাদীসটি হাসান। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিতরের নামায তের, এগার, নয়, সাত, পাঁচ, তিন এবং এক রাক'আত বর্ণিত আছে। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তের রাক'আত বিতর আদায়ের যে বর্ণনা রয়েছে তার তাৎপর্য হল, রাতের বেলা তিনি (তাহাজ্জুদসহ) তের রাক'আত বিতর আদায় করতেন। এজন্যই রাতের নামাযকে বিতর বলা হয়েছে (বিতরের নামায বলা হয়নি)। এ প্রসংগে 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর একটি হাদীস বর্ণিত আছে। ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে কুরআনের ধারকগণ! বিতর আদায় কর। এই বলে তিনি রাতের নামায বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি (ইসহাক) এর অর্থ করেছেন, হে কুরআনের ধারকগণ! রাতে দাঁড়ানো (নামায আদায় করা) জরুরী।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِخَمْسٍ
অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ বিতর নামায পাঁচ রাক'আত

٤٥٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» (١٢٠٩، ١٢١٠)، «صلاة التراويح» م.**

৪৫৯। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামাযের সংখ্যা ছিল তের রাক'আত। এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত তিনি বিতর আদায় করতেন। এ পাঁচ রাক'আত আদায় করা শেষ করেই তিনি বসতেন। মুয়ায্যিন আযান দিলে তিনি উঠে হালকা দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন।

সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২০৯, ১২১০), সালাতুত তারাবীহ, মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ আইউব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ 'আয়িশাহ্'র হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও অন্যরা বিতর নামায পাঁচ রাক'আত হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এর কোন রাক'আতেই বসবে না, সর্বশেষ রাক'আতে বসবে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বা সাত রাক'আত বিত্র পড়তেন" এই হাদীস সম্পর্কে আমি মুসআব আল-মাদীনীকে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বললাম, তিনি কিভাবে নয় বা সাত রাক'আত বিত্র পড়তেন? তিনি বললেন, দুই দুই রাকআত করে পড়ার পর সালাম ফিরাতেন এবং শেষে এক রাক'আত বিত্র পড়তেন।

٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ بِرَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ॥ বিতর নামায এক রাক'আত

٤٦١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ : أُطِيلُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى، وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يُصَلِّيْ الرَّكْعَتَيْنِ، وَالأَذَانُ فِيْ أُذُنِهِ- يَعْنِيْ : يُخَفِّفُ-. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٤٤، ١٣١٨› ق.**

৪৬১। আনাস ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আমি কি সকালের দুই রাক'আত (সুন্নাত) দীর্ঘ করতে পারি? তিনি বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায দুই দুই রাক'আত করে আদায় করতেন এবং এক রাক'আত বিতর আদায় করতেন। অতঃপর দুই রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করতেন এমনভাবে যে, তখনও তাঁর কানে আযানের শব্দ আসত অর্থাৎ তিনি সংক্ষিপ্ত করতেন।

সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৪৪, ১৩১৮), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, জাবির, ফযল ইবনু আব্বাস, আবূ আইয়ূব ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করেছেন। তারা বলেন, দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাবে, পরে এক রাক'আত বিতর আদায় করবে। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ কথা বলেছেন।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ বিতর নামাযের কিরা'আত

٤٦٢. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى}، {وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ}، {وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ} فِيْ رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٧٢›.**

৪৬২। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের প্রথম রাক'আতে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা", দ্বিতীয় রাক'আতে "কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন" ও তৃতীয় রাক'আতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" সূরা পাঠ করতেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৭২)।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, 'আয়িশাহ্, আবদুর রহমান ইবনু আবযা এবং উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতেন। কিছু সাহাবা ও তাবিঈ ইবনু আব্বাসের হাদীস অনুযায়ী 'আমল করেছেন।

٤٦٣. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ : سَأَلْنَا عَائِشَةَ : بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟! قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلٰى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى}، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ}، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. **صحيح: «ابن ماجه» ‹١١٧٣›.**

৪৬৩। আবদুল আযীয ইবনু জুরাইজ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করতেন। তিনি বলেন, তিনি প্রথম রাক'আতে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা', দ্বিতীয় রাক'আতে 'কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরব্বিন–নাস" সূরা পাঠ করতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৭৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। রাবী আব্দুল 'আযীজ তিনি ইবনু জুরাইজের পিতা 'আতা'র শাগরিদ। ইবনু জুরাইজের নাম 'আব্দুল মালিক ইবনু 'আব্দুল আযীজ ইবনু জুরাইজ। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদও 'আমরার সূত্রে, তিনি 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ বিতর নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করা

٤٦٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا- : عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا! وَتَعَالَيْتَ. **صحيح :**

«الإرواء» ‹٤٢٩›، «المشكاة» ‹١٢٧٣›، «التعليق على صحيح ابن خزيمة» ‹١٠٩٥›، «صحيح أبي داود» ‹١٢٨١›.

৪৬৪। আবুল হাওরা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন। এগুলো আমি বিতরের নামাযে পাঠ করে থাকি ঃ "হে আল্লাহ্! যাদেরকে তুমি হিদায়াত করেছো আমাকেও তাদের সাথে হিদায়াত কর, যাদের প্রতি উদারতা দেখিয়েছ তুমি তাদের সাথে আমার প্রতিও উদারতা দেখাও। তুমি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছ তাদের সাথে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ কর। তুমি আমাকে যা দান করেছ তার মধ্যে বারকাত দাও। তোমার নির্ধারিত খারাবি হতে আমাকে রক্ষা কর। কেননা তুমিই নির্দেশ দিতে পার, তোমার উপর কারো নির্দেশ চলে না। যাকে তুমি বন্ধু ভেবেছ সে কখনও অপমানিত হয় না। তুমি কল্যাণময়, তুমি সুউচ্চ"।

সহীহ্। ইরওয়া– (৪২৯), মিশকাত– (১২৭৩), তা'লীক আলা-ইবনু খুজাইমাহ– (১০৯৫), সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২৮১)।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এটি হাসান হাদীস। আবুল হাওরার সূত্র ব্যতীত অপর কোন সূত্রে আমরা এ হাদীসটি জানতে পারিনি। আবুল হাওরার নাম বারী'আহ্ ইবনু শাইবান।

বিতরে দু'আ কুনূতের ব্যাপারে উল্লেখিত হাদীসের চেয়ে বেশি ভাল হাদীস আমাদের জানা নেই। বিতরের কুনূতের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, সারা বছর (প্রতি রাতে) বিতরের নামাযে কুনূত পাঠ করতে হবে। তিনি রুকূ করার পূর্বে কুনূত পাঠ করা পছন্দ করেছেন। কিছু বিশেষজ্ঞের এটাই মত। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইসহাক এবং কুফাবাসীগণও একইরকম মত দিয়েছেন। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'তিনি কেবল রামাযান মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই রুকূ করার পর কুনূত পাঠ করতেন, অন্য সময়ে কুনূত পাঠ করতেন না।' কিছু বিশেষজ্ঞ এ মত দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও এ কথাই বলেছেন।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ يَنْسَاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ ঘুমের কারণে অথবা ভুলে বিতরের নামায ছুটে গেলে

٤٦٥. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٨٨›.**

৪৬৫। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিতরের নামায না আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ল অথবা তা আদায় করতে ভুলে গেল সে যেন মনে হওয়ার সাথে সাথে অথবা ঘুম হতে উঠার সাথে সাথে তা আদায় করে নেয়। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৮৮)।

٤٦٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ». **صحيح : «الإرواء» ‹٤٢٢›.**

৪৬৬। যাইদ ইবনু আসলাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিতরের নামায না আদায় করে ঘুমিয়ে গেল সে যেন সকাল বেলা তা আদায় করে নেয়।

–সহীহ্। ইরওয়া– (৪২২)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি পূর্ববর্তী হাদীসের তুলনায় বেশি সহীহ্। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু যাইদকে 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ দুর্বল বলেছেন। বুখারী (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু যাইদকে সিকাহ রাবী বলেছেন। একদল কুফাবাসী এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে **বলেছেন**, যখন বিতরের কথা মনে হবে তখনই তা আদায় করে নিবে, **এমনকি** সূর্য উঠার পরে মনে হলেও। সুফিয়ান সাওরী এই মত পোষণ **করেছেন**।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করে নেয়া

٤٦٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ». **صحيح : «الإرواء» (٢/١٥٤)، «صحيح أبي داود» (١٢٩٠).**

৪৬৭। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করে নিবে। **সহীহ্। ইরওয়া– (২/১৫৪), সহীহ্ আবূ দাউদ– (১২৯০)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٦٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا». **صحيح : «ابن ماجه» (١١٨٩) م.**

৪৬৮। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করে নাও। **সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৮৯), মুসলিম।**

٤٦٩. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ». **صحيح : «الإرواء» (٢/١٥٤)، «صحيح أبي داود» (١٢٩٠).**

৪৬৯। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন ভোর হয় তখন রাতের সব নামায এবং বিতরের সময় চলে যায়। অতএব তোমরা সকাল হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় করে নাও।

–সহীহ্। ইরওয়া– (২/১৫৪), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৯০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সুলাইমান ইবনু মূসাই কেবল উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি রিওয়াত করেছেন।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ "সকালের নামাযের পর কোন বিতর নেই।" অনেক বিদ্বানগণের এটাই অভিমত।

ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক বলেছেন, ফজরের নামাযের পর বিতরের ওয়াক্ত থাকে না।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ এক রাতে দুই বার বিতরের নামায নেই

٤٧٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٢٩٣›.**

৪৭০। তলক ইবনু 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এক রাতে দুইবার বিতর নেই। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৯৩)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। যে ব্যক্তি রাতের প্রথম অংশে বিতর আদায় করেছে সে আবার শেষ রাতে নামায আদায় করতে উঠলে তাকে আবার বিতর আদায় করতে হবে কিনা এ ব্যাপারে

মনীষীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। একদল সাহাবী ও তাবিঈর মত হল, সে তার বিতর নষ্ট করে দিবে। তাঁরা বলেন, সে আরো এক রাক'আত অতিরিক্ত আদায় করবে, অতঃপর যত রাক'আত ইচ্ছা নামায আদায় করবে। সব নামাযের শেষে বিতর আদায় করবে। এ পদ্ধতি মানার কারণ হল, রাতে একবারের বেশি বিতর নেই। ইমাম ইসহাক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। অপর একদল সাহাবা ও তাবিঈর মত হল, যে ব্যক্তি প্রথম রাতে বিতর আদায় করেছে সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে উঠলে যত রাক'আত ইচ্ছা আদায় করে নিবে। বিতর নষ্ট করার বা আবার আদায় করার প্রয়োজন নেই। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, মালিক, শাফিঈ, কুফাবাসী এবং আহমাদ এ মত দিয়েছেন এবং এই মতই বেশি সহীহ্। কেননা একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর আদায় করার পর নফল আদায় করেছেন।

٤٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مُوسَى الْمَرَئِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ. **صحيح : «ابن ماجه» (١١٩٥).**

৪৭১। উম্মু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৯৫)।**

আবূ উমামা, 'আয়িশাহ্ (রাঃ) ও অন্যান্যরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এরকম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ عَلى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ সাওয়ারীর উপর বিতরের নামায আদায় করা

٤٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ سَفَرٍ، فَتَخَلَّفْتُ عَنْهُ، فَقَالَ : أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقلتُ : أَوْتَرْتُ، فَقَالَ : أَلَيْسَ لَكَ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ؟! رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ. صحيح : ق.

৪৭২। সা'ঈদ ইবনু ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি কোন এক সফরে ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর সাথী ছিলাম। আমি (বিতর আদায়ের উদ্দেশ্যে) তাঁর পিছনে থেকে গেলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথায় ছিলে? আমি বললাম, বিতর আদায় করছিলাম। তিনি বললেন, তোমার জন্য কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ নেই? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাওয়ারীর উপর বিতরের নামায আদায় করতে দেখেছি। –সহীহ্। বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও অন্যান্যরা এ হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন, কোন লোকের জন্য তার বাহনের পিঠে বিতরের নামায আদায় করা জায়িয। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক একই রকম কথা বলেছেন। অপর একদল বিশেষজ্ঞ বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার সাওয়ারীর উপর বিতর আদায় করবে না। যখন সে বিতর আদায় করার ইচ্ছা করবে তখন নীচে নেমে এসে মাটির বুকে বিতর আদায় করবে। কুফাবাসীদের একদল এ মত দিয়েছেন।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ الضُّحٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ পূর্বাহ্নের (চাশতের) নামায

٤٧٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، قَالَ : مَا أَخْبَرَنِيْ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ الضُّحٰى، إِلاَّ أُمُّ هَانِئٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ، فَسَبَّحَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلّٰى صَلاَةً- قَطُّ- أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٣٧٩›.**

৪৭৪। ‘আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে এমন কোন লোকই জানায়নি যে, সে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্বাহ্নের নামায আদায় করতে দেখেছে। কিন্তু উম্মু হানী (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে গেলেন, অতঃপর গোসল করে আট রাক‘আত নামায আদায় করলেন। আমি তাঁকে এতো সংক্ষিপ্তভাবে আর কখনও নামায আদায় করতে দেখিনি। হ্যাঁ তিনি রুকূ-সাজদাহ্ ঠিকমত আদায় করছিলেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩৭৯)।**

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। ইমাম আহমাদের মতে, এ অনুচ্ছেদে উম্মু হানী (রাঃ)-এর হাদীসটি সবচাইতে সহীহ্। নু‘আইম (রাঃ)-এর পিতার নাম নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের অমিল আছে। মতান্তরে তার নাম খাম্মার, আম্মার, হাব্বার, হাম্মাম ও হাম্মার। সঠিক নাম হাম্মার। ঐতিহাসিক আবূ নু‘আইম ভুলবশত হিমায বলে সন্দীহান হয়েছেন এবং পরে পিতার নাম উল্লেখ বাদ দিয়েছেন।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ ব্যাপারে ‘আবদ ইবনু হুমাইদ আবূ নু‘আইম হতে আমাকে অবহিত করেছেন

٤٧٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُسْهِرٍ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِيْ ذَرٍّ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، عَنِ اللّٰهِ- عَزَّوَجَلَّ-، أَنَّهُ قَالَ : «اِبْنَ آدَمَ! اِرْكَعْ لِيْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَكْفِكَ آخِرَهُ». **صحيح : «التعليق الرغيب» (١/٢٣٦).**

৪৭৫। আবূ দারদা ও আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাক'আত নামায আদায় কর, আমি তোমার দিনের শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন পূরণ করে দিব।
–সহীহ্। তা'লীকুর রাগীব– (১/২৩৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় নামায আদায় করা

٤٧٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي الْوَضَّاحِ- هُوَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْمُؤَدِّبُ-، عَنْ عَبْدِالْكَرِيْمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّائِبِ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ : «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٥٧›.**

৪৭৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর যুহরের পূর্বে চার রাক‘আত নামায আদায় করতেন। তিনি বলেছেন ঃ এটা এমন একটা সময় যখন আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আমি এ সময় আমার কোন ভাল কাজ উপরে উঠে যাক এ আকাংখা করি। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৫৭)।**

এ অনুচ্ছেদে ‘আলী ও আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু সায়িবের হাদীসটি হাসান গারীব।

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ آخِرِهِنَّ *

“বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর এক সালামে চার রাক‘আত নামায আদায় করতেন।”

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الاِسْتِخَارَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ ইস্তিখারার নামায

٤٨٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ : «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ : اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ- أَوْ قَالَ : فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ-، فَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ، وَمَعِيْشَتِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ- أَوْ قَالَ : فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ، وَآجِلِهِ-، فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ- قَالَ : وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٣٨٣› خ.**

৪৮০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন, ঠিক সেভাবে প্রতিটি কাজে আমাদেরকে ইস্তিখারা (কল্যাণ প্রার্থনা) শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করে তখন সে যেন ফরয ছাড়া দুই রাক'আত নামায আদায় করে নেয়, অতঃপর বলে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা..... সুম্মা আরযিনী বিহি।"

"হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের সাহায্য চাইছি, তোমার শক্তির সাহায্য চাইছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ চাইছি। তুমিই শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী, আমার কোন ক্ষমতা নেই। তুমি অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী, আমার কোন জ্ঞান নেই। তুমি অদৃশ্যবিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ও সম্যকভাবে জানো। হে আল্লাহ! তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য, আমার দীনের দৃষ্টিকোণ হতে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজের পরিণামের দিক হতে অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন ঃ আমার দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে ভাল মনে কর তবে তা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দাও এবং আমার জন্য সহজ করে দাও। পক্ষান্তরে তুমি যদি এ কাজটি আমার জন্য আমার দীনের দৃষ্টিকোণ হতে, আমার জীবন যাপনের ব্যাপারে এবং আমার কাজকর্মের পরিণামের দিক হতে, অথবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলেছেন ঃ আমার ইহকাল-পরকালের ব্যাপারে ক্ষতিকর মনে কর, তবে তুমি সে কাজটি আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও। এবং আমাকে তা থেকে বিরত রাখ। যেখান হতে হোক তুমি আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দাও।" অতঃপর তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অথবা রাবী বলেন, (এ কাজটির স্থলে) প্রার্থনাকারী যেন নিজের উদ্দিস্ট কাজের নাম করে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩৮০)।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ও আবূ আইয়ূব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জাবিরের হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। উল্লেখিত হাদীসটি আমরা শুধুমাত্র 'আবদুর রহমান ইবনু আবুল মাওয়ালীর সূত্রেই জেনেছি। তিনি মাদীনার একজন শাইখ এবং সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) রাবী। তাঁর নিকট হতে সুফিয়ান একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আব্দুর রহমানের নিকট হতে অনেক ইমামই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হলেন, আব্দুর রহমান ইবনু যাইদ ইবনু আবীল মাওয়ালী।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ التَّسْبِيْحِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ সালাতুত তাসবীহ

٤٨١. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسى : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ : حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ : عَلِّمْنِيْ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِيْ صَلَاتِيْ؟ فَقَالَ : «كَبِّرِي اللهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِي اللهَ عَشْرًا، وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ سَلِيْ مَا شِئْتِ، يَقُوْلُ : نَعَمْ نَعَمْ». **حسن الإسناد.**

৪৮১। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, উম্মু সুলাইম (রাঃ) একদিন সকাল বেলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তিনি বললেন, আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযে পাঠ করব। তিনি বললেন ঃ দশবার 'আল্লাহু আকবার' দশবার 'সুবহানাল্লাহ' এবং দশবার 'আলহামদু লিল্লাহ' পাঠ কর। অতঃপর তোমার যা খুশি তাই চাও। তিনি (আল্লাহ তা'আলা) বলবেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ (ক্ববূল করলাম)। **–সনদ সহীহ্।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, ফযল ইবনু 'আব্বাস ও আবূ রাফি (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন, আনাসের হাদীসটি হাসান গারীব। সালাতুত তাসবীহ প্রসঙ্গে রাসূল হতে আরো কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু এগুলো খুব একটা সহীহ্ নয়। ইবনুল মুবারক ও অন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ সালাতুত তাসবীহ ও তার ফাযীলাত প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

আবূ ওয়াহ্‌ব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে সালাতুত তাসবীহ প্রসঙ্গে আমি প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার বলবে, অতঃপর "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাস্‌মুকা

ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহ গাইরুকা" পাঠ করবে। অতঃপর পনের বার "সুবহানাল্লাহি ওয়াল-হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে। অতঃপর আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য সূরা পাঠ করবে। অতঃপর দশবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার" পাঠ করবে। অতঃপর রুকূতে গিয়ে দশবার, রুকূ হতে মাথা তুলে দশবার, সাজদাহ্য় গিয়ে দশবার, সাজদাহ্ হতে মাথা তুলে দশবার এবং দ্বিতীয় সাজদাহ্য় দশবার উক্ত দু'আ পাঠ করবে। এভাবে চার রাক'আত নামায আদায় করবে। এতে প্রতি রাক'আতে পঁচাত্তর বার পাঠ করা হবে। প্রতি রাক'আতের প্রথমে এ দু'আ পনের বার পাঠ করবে, অতঃপর দশবার করে উক্ত দু'আ পাঠ করবে। যদি এ নামায রাতের বেলা আদায় করা হয় তবে আমি প্রতি দুই রাক'আত পর পর সালাম ফিরানো ভাল মনে করি। আর যদি দিনের বেলা আদায় করে তবে চাইলে দুই রাক'আত পর পর বা চার রাক'আত পরও সালাম ফিরাতে পারে।

আবূ ওয়াহ্ব বলেন, 'আবদুল 'আযীয আমাকে জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, রুকূ-সাজদাহ্য় পর্যায়ক্রমে তিনবার করে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' ও 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' পাঠ করার পর উল্লেখিত দু'আ পাঠ করবে। 'আবদুল 'আযীয বলেন, আমি ইবনুল মুবারককে প্রশ্ন করলাম, যদি এ নামাযে ভুল হয়ে যায় তবে ভুলের সাজদাহ্তে উক্ত দু'আ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন, না, এ দু'আ তো মোট তিনশো বার পাঠ করতে হবে। –সহীহ্। তা'লীকুর রাগীব– (১/২৩৯)

٤٨٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ الْعُكْلِيُّ : حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ- مَوْلَى أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ- ، عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ : «يَا عَمِّ! أَلَا أَصِلُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ؟!»، قَالَ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ : «يَا عَمِّ! صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ،

تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ، فَقُلْ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ، فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ، فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ، فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ، فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدِ الثَّانِيَةَ، فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ، فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ هِيَ ثَلَاثُ مِئَةٍ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ، لَغَفَرَهَا اللّٰهُ لَكَ»، قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَقُوْلَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ؟! قَالَ : «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُوْلَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ، فَقُلْهَا فِيْ جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُوْلَهَا فِيْ جُمُعَةٍ، فَقُلْهَا فِيْ شَهْرٍ»، فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ لَهُ، حَتّٰى قَالَ : «فَقُلْهَا فِيْ سَنَةٍ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٣٨٦›.**

৪৮২। আবূ রাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে চাচা! আমি কি আপনার সাথে সদ্ব্যবহার করব না, আমি কি আপনাকে ভালবাসব না, আমি কি আপনার উপকার করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন ঃ হে চাচা! চার রাক'আত নামায আদায় করুন, প্রতি রাক'আতে সূরা আল-ফাতিহা ও এর সাথে একটি করে সূরা পাঠ করুন। কিরা'আত পাঠ শেষ করে রুকূ করার পূর্বে পনের বার বলুন, "আল্লাহু আকবার ওয়ালু হামদু লিল্লাহি ওয়া সুবহানাল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।" অতঃপর রুকূতে গিয়ে দশবার, রুকূ হতে মাথা তুলে দশবার, সাজদাহ্তে গিয়ে দশবার, সাজদাহ্ হতে মাথা তুলে দশবার, আবার

সাজদাহ্য় গিয়ে দশবার এবং সাজদাহ্ হতে মাথা তুলে দাঁড়ানোর পূর্বে দশবার এটা পাঠ করুন। এভাবে প্রতি রাক'আতে পঁচাত্তর বার পাঠ করা হবে, চার রাক'আতে সর্বমোট তিনশো বার হবে। আপনার টিলা পরিমাণ গুনাহ হলেও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতিদিন এরকম নামায আদায় করতে কে পারবে? তিনি বললেন ঃ প্রতিদিন আদায় করতে না পারলে প্রতি শুক্রবারে (সপ্তাহে একবার) আদায় করুন। যদি প্রতি জুমু'আয় আদায় করতে না পারেন তবে প্রতি মাসে আদায় করুন। (রাবী বলেন,) তিনি এভাবে বলতে বলতে শেষে বললেন ঃ বছরে একবার আদায় করে নিন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩৮৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠের পদ্ধতি

٤٨٣. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالْأَجْلَحِ، وَمَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! هٰذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَلِمْنَا، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ : «قُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ». قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ أَبُوْ أُسَامَةَ : وَزَادَنِيْ زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلٰى : قَالَ : وَنَحْنُ نَقُوْلُ : وَعَلَيْنَا، مَعَهُمْ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٠٤› ق.**

৪৮৩। কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে কিভাবে সালাম করতে হবে তা আমরা জেনেছি, কিন্তু আপনার প্রতি কিভাবে দুরূদ পাঠ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলো, "হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনের উপর রাহমাত বর্ষণ কর যেভাবে ইবরাহীমের উপর রাহমাত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত মর্যাদাবান। (হে আল্লাহ!) তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের বারকাত দান কর, যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের বারকাত দান করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত।" 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লাইলা বলেন, আমরা "তাদের সাথে আমাদের প্রতিও" শব্দটুকুও বলতাম। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯০৪), বুখারী ও মুসলিম**

এ অনুচ্ছেদে 'আলী, আবূ হুমাইদ, আবূ মাসউদ, তালহা, আবূ সাঈদ, বুরাইদা, যাইদ ইবনু খারিজা ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ কাব ইবনু উজরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। 'আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলার উপনাম আবূ 'ঈসা। আর আবূ লাইলার নাম ইয়াসার।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ পাঠের ফাযিলাত

٤٨٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٣٦٩› م.**

৪৮৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি রাহমাত বর্ষণ করেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১৩৬৯), মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ, 'আমির ইবনু রবী'আ, 'আম্মার, আবূ তালহা, আনাস ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। সুফিয়ান সাওরী ও অপরাপর মনীষী বলেছেন, প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ হতে 'সালাত' শব্দের অর্থ 'রাহমাত' এবং ফেরেশতাদের পক্ষ হতে 'সালাতের' অর্থ 'ক্ষমা প্রার্থনা।'

٤٨٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدُ سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ أَبِيْ قُرَّةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ. **صحيح : «الصحيحة» (٢٠٥٣).**

৪৮৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দু'আ আকাশ যমিনের মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যতক্ষণ তুমি দুরূদ পাঠ না কর ততক্ষণ তার কিছুই উপরে উঠে না। –হাসান। সহীহাহ্– (২০৫৩)।

٤٨٧. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَبِعْ فِيْ سُوْقِنَا، إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّيْنِ. **حسن الإسناد**

৪৮৭। ‘আলা ইবনু আবদুর রহমান ইবনু ইয়াকূব (রহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (ইয়াকূব) বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ যার দীন প্রসঙ্গে সঠিক জ্ঞান আছে কেবল সেই যেন আমাদের বাজারে ব্যবসা করে। –সনদ হাসান।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘আলা ইবনু ‘আবদুর রহমান তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) ও অন্যান্যদের নিকট হাদীস শুনেছেন। ‘আলার পিতা ‘আবদুর রহমানও তাবিঈদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আবূ হুরাইরা, আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী ও ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর নিকট হাদীস শুনেছেন। ‘আবদুর রহমানের পিতা ইয়াকূব একজন বয়বৃদ্ধ তাবিঈ। তিনি ‘উমার (রাঃ)-এর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং তাঁর নিকট হতেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

٤ : كِتَابُ الْجُمُعَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ
পর্ব- ৪ ঃ কিতাবুল জুমু'আ (জুমু'আর নামায)

١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ১ ॥ জুমু'আর দিনের ফাযিলাত

٤٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». **صحيح : «الأحاديث الصحيحة» ‹١٥٠٢›، «صحيح أبي داود» ‹٩٦١› م، «التعليق على صحيح ابن خزيمة» ‹١١٦/٣›.**

৪৮৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যেসব দিনে সূর্য উদয় হয় তাঁর মধ্যে জুমু'আর দিনই উত্তম। এ দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনই তাঁকে জান্নাত হতে বের করা হয়েছে। আর জুমু'আর দিনেই ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে।

–সহীহ্। সহীহাহ্– (১৫০২), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৯৬১), মুসলিম, তা'লীক সহীহ্ ইবনু খুজাইমাহ– (৩/১১৬)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ লুবাবা, সালমান, আবূ যার, সা'দ ইবনু 'উবাদা ও আওস ইবনু আওস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِيْ تُرْجَى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ॥ জুমু'আর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যখন দু'আ ক্ববূলের আশা করা যায়

٤٨٩. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ الْعَطَّارُ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ حُمَيْدٍ : حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : «اِلْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِيْ تُرْجَى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، بَعْدَ الْعَصْرِ إِلٰى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ». حسن : «المشكاة» (١٣٦٠)، «التعليق الرغيب» (٢٥١/١).

৪৮৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমু'আর দিনের যে মুহূর্তে (দু'আ ক্ববূল হওয়ার) আশা করা যায় তা আসরের পর হতে সূর্যাস্তের মধ্যে খোঁজ কর। –হাসান। মিশকাত– (১৩৬০), তা'লীকুর রাগীব– (১/২৫১)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। অন্য একটি সূত্রেও এ হাদীসটি আনাসের নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনু আবূ হুমাইদ একজন দুর্বল রাবী। একদল বিশেষজ্ঞ তাঁর স্মরণশক্তি দুর্বল বলেছেন। তাঁকে হাম্মাদ ইবনু আবূ হুমাইদও বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, ইনি আবূ ইবরাহীম আনসারী, ইনি একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। একদল সাহাবা ও তাবিঈর ধারণা হল দু'আ ক্ববূলের এ সময়টি আসরের পর হতে শুরু করে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত। ইমাম আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন। আহমাদ বলেছেন, যে সময়ে দু'আ ক্ববূলের আশা করা যায় সে সম্পর্কিত বেশিরভাগ হাদীস হতে জানা যায়, এ সময়টি আসরের পর এবং সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতেও এর আশা করা যায়।

٤٩١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ،

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ : يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُهْبِطَ مِنْهَا، وَفِيْهِ، سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّيْ، فَيَسْأَلُ اللّٰهَ فِيْهَا شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ، فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ، فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِيْ بِهَا، وَلَا تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ؟ قَالَ : هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلٰى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقُلْتُ : كَيْفَ تَكُوْنُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّيْ»، وَتِلْكَ السَّاعَةُ لَا يُصَلَّى فِيْهَا؟! فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِيْ صَلَاةٍ؟! قُلْتُ : بَلٰى، قَالَ فَهُوَ ذَاكَ! **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٣٩›.**

৪৯১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যেসব দিনে সূর্য উদয় হয় তাঁর মধ্যে জুমু‘আর দিনই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ দিনেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। এদিনেই তাঁকে সেখান হতে (পৃথিবীতে) নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ দিনের মধ্যে এমন একটি সময় আছে যখন কোন মুসলিম বান্দা নামায আদায় করে আল্লাহ্ তা‘আলার নিকট কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তাকে তা দান করেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু সালামের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে এ হাদীস প্রসঙ্গে জানালাম। তিনি বলেন, আমি সে সময়টি জানি। আমি বললাম, তাহলে আমাকেও বলে দিন, এ ব্যাপারে কৃপণতা করবেন না। তিনি বললেন, এ সময়টি আসরের পর হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আমি বললাম, তা কি করে আসরের পর হতে পারে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা নামাযরত অবস্থায় এই মুহূর্তটি পেয়ে...। অথচ

আপনি যে সময়ের কথা বলেছেন, তখন তো নামায আদায় করা হয় না। 'আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি ঃ যে ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে প্রকারান্তরে সে নামাযের মধ্যেই থাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, সেটাই এ সময়। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৩৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ॥ জুমু'আর দিন গোসল করা

٤٩٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». **صحيح : «ابن ماجه» (١٠٨٨).**

৪৯২। সালিম (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযে আসে সে যেন গোসল করে আসে।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৮৮)।

এ অনুচ্ছেদে 'উমার, আবূ সা'ঈদ, জাবির, বারাআ, 'আয়িশাহ্ ও আবূ দারদা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٩٣. وَرُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيثُ- أَيْضًا-.

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ........ مِثْلَهُ.

৪৯৩। আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) হতে অন্য সূত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٤. وَرَوَاهُ يُونُسُ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ : بَيْنَمَا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : أَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ؟ فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ، وَمَا زِدْتُ عَلٰى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ : وَالْوُضُوْءُ - أَيْضًا -، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِالْغُسْلِ؟! **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٣٦٧› ق.**

৪৯৪। ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন ঃ "একদা 'উমার (রাঃ) জুমু'আর নামাযের খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী এসে (মাসজিদে) ঢুকলেন। তিনি (উমার) প্রশ্ন করলেন, এটা কোন সময় (দেরি কেন)? তিনি বললেন, আমি আযান শুনেই ওযূ করে চলে এসেছি, মোটেই দেরি করিনি। তিনি (উমার) বললেন, শুধু ওযূই করলেন? অথচ আপনার জানা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করারও নির্দেশ দিয়েছেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৩৬৭), বুখারী ও মুসলিম।

এ হাদীসটি আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

٤٩٥. قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ : أَخْبَرَنَا أَبُوْ صَالِحٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ........ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

৪৯৫। ইউনুস যুহরী হতে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমি মুহাম্মাদ বুখারীকে এই হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম, তিনি বললেন, সালিম তার পিতা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٤) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجمعةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ॥ জুমু'আর দিনে গোসলের ফাযিলাত

٤٩٦. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَأَبُوْ جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِيْ حَيَّةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عِيْسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ، وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا أَجْرُ سَنَةٍ، صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». قَالَ مَحْمُوْدٌ : قَالَ وَكِيعٌ : اِغْتَسَلَ هُوَ، وَغَسَّلَ امْرَأَتَهُ.

صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٨٧›.

৪৯৬। আওস ইবনু আওস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যে ব্যক্তি গোসল করল এবং গোসল করাল, সকাল সকাল মাসজিদে আসল, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল এবং নিশ্চুপ থাকল– তাঁর জন্য প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বছরের (নফল) রোযা ও নামাযের সাওয়াব রয়েছে।

ওয়াকী বলেন, 'গোসল করল এবং করাল' শব্দের অর্থ নিজে গোসল করল এবং স্ত্রীকে গোসল করাল। –**সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৮৭)।**

ইবনুল মুবারাক বলেন ঃ গোসল করল ও গোসল করাল এর অর্থ হলো– নিজে গোসল করল এবং মাথা ধুল। এ অনুচ্ছেদে আবূ বাক্র, 'ইমরান ইবনু হুসাইন, সালমান, আবূ যার, আবূ সা'ঈদ, ইবনু 'উমার ও আবূ আইউব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। আবূ আশ'আসের নাম শারাহীল। আবূ জানাব হলেন, ইয়াহইয়া ইবনু হাবীব।

٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ॥ জুমু'আর দিনে ওযূ করা

٤٩٧. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». **صحيح : «ابن ماجه»** ‹١٠٩١›.

৪৯৭। সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন শুধু ওযূ করল সেটাই তাঁর জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি গোসল করল, গোসল করাই উত্তম। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৯১)**।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, আনাস ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ সামুরার হাদীসটি হাসান। কেউ কেউ উল্লেখিত হাদীসটি মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও তাদের পরবর্তীগণ শুক্রবার গোসল করা উত্তম মনে করেছেন, যদিও শুধু ওযূ করাও যথেষ্ট।

ইমাম শাফিঈ বলেন, জুমু'আর দিন গোসল করার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হুকুম দিয়েছেন তা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে দলীল হল ঃ উমার (রাঃ) উসমান (রাঃ)-কে বললেন, শুধু ওযূই করলেন? অথচ আপনি জানেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশ দ্বারা যদি গোসল করা ওয়াজিব প্রমাণিত হত তবে উমার (রাঃ) উসমান (রাঃ)-কে বসতে দিতেন না; বরং তাঁকে মাসজিদ হতে বের হয়ে গোসল করে আসতে বাধ্য করতেন। অধিকন্তু উসমান (রাঃ) নিজেও গোসল করে আসতেন, শুধু ওযূ

করে আসতেন না। কেননা উসমান (রাঃ) পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অতএব জুমু'আর দিন গোসল করা উত্তম কিন্তু ওয়াজিব নয়।

٤٩٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا، وَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى، فَقَدْ لَغَا».

صحيح : «ابن ماجه» (١٠٩٠) م.

৪৯৮। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে জুমু'আর নামায আদায় করতে আসে, ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে নীরবে খুতবা শুনে, তাঁর এ জুমু'আ হতে ঐ জুমু'আ পর্যন্ত এবং আরো তিন দিনের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যে ব্যক্তি কাঁকর-বালি ইত্যাদি নাড়াচাড়া করল সে বাজে কাজ করল।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৯০), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ॥ জুমু'আর দিন সকাল সকাল মাসজিদে যাওয়া

٤٩٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». **صحيح : «ابن ماجه»** (١٠٩٢).

৪৯৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন নাপাকির গোসলের মত গোসল সেরে প্রথমে (জুমু'আর নামায আদায় করার জন্য) মাসজিদে আসল সে যেন একটি উট কুরবানী করল। অতঃপর দ্বিতীয় মুহূর্তে যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। তৃতীয় মুহূর্তে যে আসল সে যেন শিংযুক্ত একটি মেষ কুরবানী করল। চতুর্থ মুহূর্তে যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। পঞ্চম মুহূর্তে যে ব্যক্তি আসল সে যেন একটি ডিম কুরবানী করল। অতঃপর ইমাম যখন (নামাযের জন্য) বের হয়ে আসেন তখন ফেরেশতাগণ আলোচনা শুনার জন্য উপস্থিত হয়ে যান। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৯২)।

এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ও সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ॥ কোন ওজর ছাড়াই জুমু'আর নামায ছেড়ে দেয়া

٥٠٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ : أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ- يَعْنِيْ : الضَّمْرِيَّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، فِيْمَا زَعَمَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو-، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قَلْبِهِ». **حسن صحيح : «ابن ماجه» (١١٢٥).**

৫০০। আবুল জা'দ আয-যমরী মুহাম্মাদ ইবনু 'আমরের ধারণানুযায়ী তিনি একজন সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক নিছক অলসতা ও গাফলতি করে পর পর তিন জুমু'আ ছেড়ে দেয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে মোহর মেরে দেন। **সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১২৫)।**

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার, ইবনু 'আব্বাস ও সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবুল জাদের হাদীসটি হাসান। ইমাম বুখারীকে আবুল জা'দের নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি অজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বলেন, তাঁর সূত্রে কেবল এই হাদীসটি বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমরের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এই হাদীসটি জেনেছি।

٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ॥ জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত

٥٠٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ. **صحيح : «الأجوبة النافعة»، «صحيح أبي داود» ‹٩٩٥› خ.**

৫০৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলে গেলে জুমু'আর নামায আদায় করতেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৯৯৫), বুখারী।**

٥٠٤. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ : حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ...... نَحْوَهُ.

৫০৪। উসমান ইবনু আব্দুর রহমান তাইমীর সূত্রেও আনাস (রাঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

এ অনুচ্ছেদে সালামা ইবনুল আকওয়া, জাবির ও যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আনাস (রাঃ)-এর হাদীসটি হাসান সহীহ্। বেশিরভাগ মনীষীর মতে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জুমু'আর ওয়াক্ত শুরু হয়, যেমন যুহরের ওয়াক্ত। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন। একদল 'আলিমের মতে, জুমু'আর নামায সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে আদায় করে নিলে তাও জায়িয এবং নামায হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ বলেন, যে ব্যক্তি সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে জুমু'আ আদায় করে নিল আমর মতে তার নামায আবার আদায় করা তার উপর ওয়াজিব নয়।

١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ॥ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া

٥٠٥. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ الصَّيْرَفِيُّ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى جِذْعٍ، فَلَمَّا اتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ، حَنَّ الْجِذْعُ، حَتَّى أَتَاهُ فَالْتَزَمَهُ، فَسَكَنَ. **صحيح : «الصحيحة» ‹٢١٧٤› خ.**

৫০৫। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের গুঁড়ির সাথে ভর দিয়ে জুমু'আর বক্তৃতা করতেন। যখন মিম্বার তৈরী করা হল খেজুরের গুঁড়িটা কাঁদতে লাগল। তিনি গাছটির নিকট গেলেন এবং তা স্পর্শ করলেন। ফলে এটা চুপ করল। –সহীহ্। সহীহাহ্– (২১৭৪), বুখারী।

এ অনুচ্ছেদে আনাস, জাবির, সাহল ইবনু সা'দ, উবাই ইবনু কা'ব, ইবনু 'আব্বাস ও উম্মু সালামা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান, গারীব সহীহ্। মু'আয ইবনুল 'আলা বাসরার অধিবাসী, তিনি আবূ 'আমর ইবনুল আলা এর ভাই।

١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوْسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ॥ দুই খুতবার মাঝখানে বসা

٥٠٦. حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ- قَالَ : مِثْلُ مَا تَفْعَلُوْنَ الْيَوْمَ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٠٠٢›، «الإرواء» ‹٦٠٤› ق مختصرا.**

৫০৬। ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর দিনে খুতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর উঠে আবার খুতবা দিতেন, যেমন আজকালকার দিনে তোমরা কর।

সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ- (১০০২), ইরওয়া- (৬০৪), বুখারী ও মুসলিম সংক্ষিপ্তভাবে।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘আব্বাস, জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ ও জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ইবনু ‘উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্। বিশেষজ্ঞগণ দুই খুতবার মাঝখানে বসে উভয় খুতবার মধ্যে দূরত্ব রচনা করার কথা বলেছেন।

١٢) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَصْدِ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ॥ খুতবা সংক্ষিপ্ত করা

٥٠٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَهَنَّادٌ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٠٦›**

৫০৭। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছি। তাঁর নামায ছিল মাঝারি ধরনের এবং খুতবাও ছিল মাঝারি ধরনের (সংক্ষেপও নয়, দীর্ঘও নয়)।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১০৬), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ও ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জাবির ইবনু সামুরার হাদীসটি হাসান সহীহ্।

١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ॥ মিম্বারের উপর কুরআন পাঠ করা

٥٠٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ}. **صحيح : «الإرواء» (٣/ ٧٥) ق.**

৫০৮। সাফওয়ান ইবনু ইয়া'লা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (ইয়া'লা) বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে "ওয়া নাদাও ইয়া মালিকু......." (সূরা ঃ যুখরুফ– ৭৭) আয়াত পাঠ করতে শুনেছি।

–সহীহ্। ইরওয়া– ৩/৭৫), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা ও জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইয়া'লা ইবনু উমাইয়ার হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব। একদল বিদ্বান জুমু'আর খুতবায় কুরআনের আয়াত পাঠ করার নীতি অনুসরণ করেছেন। ইমাম শাফিঈ বলেছেন, ইমাম যদি তাঁর খুতবার মধ্যে কুরআনের আয়াত পাঠ না করে থাকে তবে তাকে আবার খুতবা দিতে হবে।

١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ إِذَا خَطَبَ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ॥ ইমামের খুতবার সময় তার দিকে মুখ করে বসতে হবে

٥٠٩. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. **صحيح : «الصحيحة» ‹٢٠٨٠› خ نحوه.**

৫০৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে উঠতেন তখন আমরা তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতাম।

–সহীহ্। সহীহাহ্– (২০৮০), বুখারী অনুরূপ।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি যঈফ। কেননা এর এক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনুল ফযল হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল এবং তাঁর স্মরণশক্তি ক্ষীণ। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যরা খুতবা চলাকালে ইমামের দিকে মুখ করে বসা পছন্দ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক একই রকম 'আমল করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে কোন সহীহ্ হাদীস নেই।

١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ॥ ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় কোন ব্যক্তি আসলে তাঁর দুই রাক'আত নামায আদায় করা প্রসঙ্গে

٥١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ : بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَصَلَّيْتَ؟»، قَالَ : لَا، قَالَ : «قُمْ، فَارْكَعْ».

صحيح : «ابن ماجه» ‹١١١٢› ق.

৫১০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একটি লোক এসে উপস্থিত হল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) নামায আদায় করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন ঃ ওঠো এবং নামায আদায় কর। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১১২), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে এটি সর্বাধিক সহীহ্ হাদীস।

٥١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ : أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّيْ، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوْهُ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا : رَحِمَكَ اللّٰهُ! إِنْ كَادُوْا لِيَقَعُوْا بِكَ! فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ هَيْئَةٍ بَذَّةٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ. **حسن صحيح : «ابن ماجه» (١١١٣).**

৫১১। আবদুল্লাহ ইবনু আবূ সারহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) জুমু'আর দিন (মাসজিদে) ঢুকলেন। মারওয়ান তখন খুতবা দিচ্ছিল। তিনি নামায আদায় করতে দাঁড়ালেন। মারওয়ানের চৌকিদার তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার (নামায হতে বিরত রাখার) জন্য আসল। কিন্তু তিনি তা মানলেন না এবং নামায আদায় করলেন। তিনি অবসর হলে আমরা তাঁর নিকট আসলাম। আমরা বললাম, আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর দয়া করুন, তারা আপনাকে পরাজিত করার জন্য

এসেছিল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এটা করতে দেখেছি। এরপর আমি এ দুই রাক'আত কখনও ছাড়তে পারি না। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন, জুমু'আর দিন এক ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে উস্কখুস্ক অবস্থায় মাসজিদে আসল। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলে সে দুই রাক'আত নামায আদায় করল। আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে থাকলেন।

–হাসান সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১১৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসের এক রাবী ইবনু আবী 'উমার বলেন, ইবনু উআইনা মাসজিদে এসে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন; ইমাম তখন খুতবা দিতে থাকতেন। তিনি এটা আদায় করার নির্দেশও দিতেন। আবূ আবদুর রহমান আল-মাকবুরীও তাঁকে এরকম করতে দেখেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান একজন সিকাহ রাবী এবং হাদীসশাস্ত্রে তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, জাবির এবং সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একদল আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক একই রকম মত দিয়েছেন। অপর একদল বিদ্বান বলেছেন, ইমাম যখন খুতবা দিতে থাকেন তখন কোন লোক আসলে সে বসে যাবে এবং নামায আদায় করবে না। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ এই মত পালন করেন। কিন্তু প্রথম মতই বেশি সহীহ্।

'আলা ইবনু খালিদ আল-কুরাশী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হাসান আল-বাসরীকে জুমু'আর দিন মাসজিদে ঢুকতে দেখলাম, ইমাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন, তারপর বসলেন। হাদীসের অনুসরণ করার জন্যই হাসান এরকমটি করলেন। তিনি এ সম্পর্কিত হাদীস জাবির (রাঃ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন।

١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ॥ খুতবা চলাকালে কথাবার্তা বলা মাকরূহ

٥١٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ : أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَا». **صحيح : «ابن ماجه»** (١١١٠) ق.

৫১২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে ইমামের খুতবা দানকালে (অন্যকে) বলল, 'চুপ কর' সে অকারণে কথা বলল।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১১০), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু আবূ আওফা ও জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। বিশেষজ্ঞগণ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা ইমামের খুতবা চলাকালে কথা বলাকে মাকরূহ বলেছেন। যদি কেউ কথা বলে তবে হাত দিয়ে ইশারায় তাকে থামিয়ে দিবে। কিন্তু তাঁরা সালামের উত্তর দেওয়া ও হাঁচির জবাব দেওয়ার ব্যাপারে মত পার্থক্য করেছেন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইমামের খুতবা চলার সময়ে সালামের উত্তর দেওয়া ও হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলার সম্মতি দিয়েছেন। একদল তাবিঈ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম শাফিঈ এই মত গ্রহণ করেছেন।

١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْاِحْتِبَاءِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ॥ ইমামের খুতবা চলাকালে পায়ের নলা জড়িয়ে বসা মাকরূহ

٥١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ أَيُّوْبَ : حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مَرْحُوْمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. **حسن : «المشكاة» ‹١٢٩٣›، «صحيح أبي داود» ‹١٠١٧›.**

৫১৪। সাহল ইবনু মুআয (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিনে ইমামের খুতবা চলার সময়ে দুই হাতে (পায়ের) নলা জড়িয়ে ধরে বসতে নিষেধ করেছেন। **–হাসান। মিশকাত– (১২৯৩), সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১০১৭)**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। একদল বিদ্বান জুমু'আর দিনে ইমাম খুৎবা দান কালে পায়ের নলা জড়িয়ে ধরে বসাকে মাকরূহ বলেছেন, কিছু কিছু বিদ্বান এর অনুমতি দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার তাদের একজন। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের এটাই অভিমত।

١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ رَفْعِ الْأَيْدِيْ عَلَى الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ॥ মিম্বারে অবস্থানকালে দু'আর মধ্যে হাত তোলা মাকরূহ

٥١٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيَّ، وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَخْطُبُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، فَقَالَ عُمَارَةُ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْقُصَيِّرَتَيْنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ، وَمَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا- وَأَشَارَ هُشَيْمٌ بِالسَّبَّابَةِ-.

صحيح : «صحيح أبي داود» (١٠١٢) م.

৫১৫। 'উমারা ইবনু রুওয়াইবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদিন বিশর ইবনু মারওয়ান জুমু'আর খুতবা দেওয়াকালে দু'আ করার সময় উভয় হাত উপরে তুললেন। এতে 'উমারা বললেন, আল্লাহ এই বেঁটে হাত দুটিকে কুৎসিত করুন। আমি নিশ্চিতরূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি নিজের হাত দিয়ে এর বেশি কিছু করতেন না। (অধঃস্তন রাবী) হুশাইম এ কথা বলার সময় নিজের তর্জনী দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১০১২), মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ أَذَانِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ॥ জুমু'আর আযান সম্পর্কে

٥١٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، قَالَ : كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، وَأَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ : إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٣٥› خ.**

৫১৬। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও উমার (রাঃ)-এর যুগে ইমাম বের হয়ে আসলে এবং নামায শুরু হওয়ার সময় জুমু'আর আযান হত। উসমান (রাঃ) খালীফা হওয়ার পর 'যাওরায়' তৃতীয় আযানের প্রচলন করেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৩৫), বুখারী।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُوْلِ الإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ॥ ইমামের মিম্বার হতে নামার পর কথা বলা

٥١٨. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ، يَقُوْمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَمَا يَزَالُ يُكَلِّمُهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَنَا يَنْعَسُ، مِنْ طُوْلِ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٩٧› ق.**

৫১৮। আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমি ইক্বামাত হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তিকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতে দেখলাম। লোকটি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে দাঁড়ানো ছিল। সে অনেক সময় কথা বলল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে আমি লোকদেরকে নিদ্রার আবেশে আচ্ছন্ন হতে দেখেছি।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১৯৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ॥ জুমু'আর নামাযের কিরা'আত

٥١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ أَبِيْ رَافِعٍ- مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ-، قَالَ : اِسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، وَخَرَجَ إِلٰى مَكَّةَ، فَصَلّٰى بِنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ : {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ}، قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ : فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ لَهُ : تَقْرَأُ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ؟! قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا. **صحيح: «ابن ماجه» ‹١١١٨›م.**

৫১৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম আবূ রাফি (রাঃ)-এর পুত্র উবাইদুল্লাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একবার মারওয়ান আবূ হুরাইরা (রাঃ)-কে মাদীনায় তাঁর প্রতিনিধি করে মক্কায় চলে গেলেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) আমাদের জুমু'আর নামায আদায় করালেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সূরা জুমু'আ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইযা জাআকাল মুনাফিকূন পাঠ করলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, আমি আবূ হুরাইরার সাথে দেখা করে তাঁকে বললাম, আপনি এমন দুটি সূরা পাঠ করলেন যা 'আলী (রাঃ) কুফায় পাঠ করতেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ দুটো সূরা পাঠ করতে শুনেছি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১১৮), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস, নুমান ইবনু বাশীর ও আবূ ইনাবা আল-খাওলানী (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আবূ হুরাইরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর নামাযে 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আলা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়া' সূরা পাঠ করতেন। উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফি' 'আলী (রাঃ)-এর কাতিব (সচিব) ছিলেন।

٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ॥ জুমু'আর দিন ভোরের নামাযের কিরা'আত প্রসঙ্গে

٥٢٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ {آلم. تَنْزِيْلُ} اَلسَّجْدَةُ، وَ {هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ}. **صحيح :«ابن ماجه» ‹٨٢١›م.**

৫২০। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে 'তানযীলুস সাজদাহ' এবং হাল আতা 'আলাল ইনসান' সূরা দুটি পাঠ করতেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৮২১), মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে সা'দ, ইবনু মাসঊদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। সুফিয়ান সাওরী ও অন্যরা এ হাদীসটি মুখাওয়ালের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وبعدها
অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ॥ জুমু'আর (ফরযের) পূর্বের ও পরের নামায

٥٢١. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٣١› ق.**

৫২১। সালিম (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর (ফরযের) পরে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৩১), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা

বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাফি (রহঃ) ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর নিকট হতে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। একদল বিশেষজ্ঞ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ একই রকম কথা বলেছেন।

٥٢٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ، انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ. **صحيح : «ابن ماجه» (١١٣٠) ق.**

৫২২। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জুমু'আর (ফরয) নামায শেষ করে বাড়িতে গিয়ে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন। তারপর তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতেন। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৩০), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٢٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا». **صحيح : «ابن ماجه» (١١٣٢).**

৫২৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের পর নামায আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক'আত আদায় করে। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১৩২)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান।

সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা বলেন, সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ হাদীসশাস্ত্রে একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। একদল 'আলিম এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) জুমু'আর (ফরযের) পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন।

'আলী (রাঃ) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি জুমু'আর পর দুই রাক'আত তারপর চার রাক'আত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারাক (রহঃ) ইবনু মাসঊদের মত গ্রহণ করেছেন। ইসহাক বলেছেন, জুমু'আর দিন যদি মাসজিদে (সুন্নাত) নামায আদায় করা হয় তবে চার রাক'আত আদায় করবে, আর যদি ঘরে আদায় করে তবে দুই রাক'আত আদায় করবে। তিনি দলীল হিসাবে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন,

وَاحْتَجَّ بِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهِ *

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর পর বাড়িতে গিয়ে দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায আদায় করেছেন।"

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَلِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا *

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আর (ফরযের) পরে নামায আদায় করতে চায় সে যেন চার রাক'আত আদায় করে।"

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমার (রাঃ) যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, "জুমু'আর পর তিনি বাড়িতে গিয়ে দুই রাক'আত আদায় করতেন।" তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে জুমু'আর নামাযের পর মাসজিদেই দুই রাক'আত নামায আদায় করেছেন, তারপর চার রাক'আত আদায় করেছেন।

আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে জুমু'আর (ফরয নামাযের) পর দুই রাক'আত তারপর চার রাক'আত নামায আদায় করতে দেখেছি। –সহীহ্। আবূ দাউদ (১০৩৫, ১০৩৮)

'আমর ইবনু দীনার বলেন, যুহরীর চাইতে ভালভাবে হাদীস বর্ণনা করতে আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি এবং তাঁর মত আর কাউকে ধন-দৌলতকে তুচ্ছ ভাবিতে দেখিনি। তাঁর দৃষ্টিতে ধন-দৌলত উটের মলতুল্য তুচ্ছ জিনিস। 'আমর ইবনু দীনার যুহরীর চাইতে বেশি বয়সী ছিলেন।

٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের এক রাক'আত পায়

٥٢٤. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١٢٢› ق.**

৫২৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ইমামের সাথে) এক রাক'আত নামায পেল সে পূর্ণ নামায পেল।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১২২), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ সাহাবা ও অন্যান্যরা উল্লেখিত হাদীসের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে জুমু'আর এক রাক'আত নামায পায় সে এর সাথে রাকী রাক'আত পূর্ণ করবে। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠকে জামা'আতে উপস্থিত হয় সে চার রাক'আত (যুহর) আদায় করবে। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম মত দিয়েছেন।

٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَائِلَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ॥ জুমু'আর দিন দুপুরের বিশ্রাম (কাইলুলা)

٥٢٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، وَعَبْدُاللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ : مَا كُنَّا نَتَغَدَّى فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَا نَقِيْلُ، إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. **صحيح : «ابن ماجه» (١٠٩٩) ق.**

৫২৫। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জুমু'আর নামাযের পরেই দুপুরের খাবার খেতাম ও বিশ্রাম নিতাম।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৯৯), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ نعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَنَّهُ يَتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ॥ জুমু'আর নামাযের সময় তন্দ্রা আসলে নিজ স্থান হতে উঠে যাবে

٥٢٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الأَشَجُّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُوْ خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ».

صحيح : «صحيح أبي داود» (١٠٢٥)، «التعليق على ابن خزيمة» (١٨١٩).

৫২৬। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমু'আর দিন তোমাদের কোন ব্যক্তির ঘুমের আবেশ আসলে সে যেন নিজ জায়গা হতে উঠে যায়।

—সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ- (১০২৫), তা'লীক ইবনু খুজাইমাহ্- (১৮১৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ يَوْمَ الْعِيْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ॥ 'ঈদের দিন পায়ে হেটে চলাচল করা

٥٣٠. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ : حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. **حسن : «ابن ماجه» ‹١٢٩٤-١٢٩٧›.**

৫৩০। 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ঈদের মাঠে পায়ে হেটে যাওয়া এবং যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।
–হাসান। ইবনু মাজাহ– (১২৯৪-১২৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। বেশিরভাগ বিদ্বান এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কোন অজুহাত না থাকলে যানবাহনে চড়ে না গিয়ে বরং ঈদের মাঠে হেঁটে যাওয়াকে তাঁরা মুস্তাহাব বলেছেন। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া মুস্তাহাব।

٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১ ॥ খুতবার পূর্বে দুই 'ঈদের নামায আদায় করবে

٥٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ– هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ–، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّوْنَ فِي الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُوْنَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٧٦› ق.**

৫৩১। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ)

খুতবা দেওয়ার পূর্বে দুই ঈদের নামায আদায় করতেন, তারপর খুতবা দিতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৭৬), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ও অন্যরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, খুতবা দেওয়ার আগে নামায আদায় করতে হবে। কথিত আছে মারওয়ান ইবনুল হাকামই সর্বপ্রথম নামাযের আগে খুতবা দিয়েছিলেন– মুসলিম।

٣٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
অনুচ্ছেদ ঃ ৩২ ॥ 'ঈদের নামাযে আযান ও ইক্বামাত নেই

٥٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَلْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. **حسن صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٠٤٢› م.**

৫৩২। জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দুই 'ঈদের নামায আযান এবং ইক্বামাত ব্যতীত একবার দু'বার নয় একাধিকবার আদায় করেছি (আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাঊদ)।

–হাসান সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১০৪২), মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ জাবির ইবনু সামূরার হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষজ্ঞ সাহাবীগণ ও অন্যরা এ হাদীস অনুযায়ী দুই 'ঈদের নামায ও নফল নামাযের জন্য আযান দিতেন না।

٣٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩ ॥ দুই 'ঈদের নামাযের কিরা'আত

٥٣٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى}، وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ}، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ، فيقرأ بهما. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١١١٩› م.**

৫৩৩। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই 'ঈদের নামাযে এবং জুমু'আর নামাযে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" এবং "হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্" সূরা দুটি পাঠ করতেন। কখনো কখনো ঈদ এবং জুমু'আর নামায একই দিনে হয়ে যেত। তিনি তখনও এ দুই নামাযে উল্লেখিত সূরা দুটিই পাঠ করতেন। **সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১১১৯), মুসলিম।**

এ অনুচ্ছেদে আবূ ওয়াকিদ, সামুরা ইবনু জুনদুব ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ নু'মান ইবনু বাশীরের হাদীসটি হাসান সহীহ্। আরো কয়েকটি সূত্রে উল্লেখিত হাদীসের মতই বর্ণনা এসেছে। অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই 'ঈদের নামাযে সূরা 'কাফ' ও সূরা 'ইকতারাবাতিস সাআহ' পাঠ করতেন। ইমাম শাফিঈ এই মতের সমর্থক।

٥٣٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسٰى الْأَنْصَارِيُّ : حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللّٰهِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ

اَللَّيْثِيَّ : مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحٰى؟ قَالَ : كَانَ يَقْرَأُ بِـ {قٓ، وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ}، وَ {اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}.

صحيح : ابن ماجه» ‹١٢٨٢› م.

৫৩৪। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উতবা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) আবূ ওয়াকিদ লাইসী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে কোন্ কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' ও 'ইকতারাবাতিস সা'আতু ওয়ান শাক্কাল কামার' সূরা দুটি পাঠ করতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৮২), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ...... بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

৫৩৫। উল্লেখিত হাদীসটি অপর একটি সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيْرِ فِي الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪ ॥ দুই 'ঈদের নামাযের তাকবীর

٥٣٦. حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرٍو أَبُوْ عَمْرٍو الْحَذَّاءُ الْمَدِيْنِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ، فِي الْأُوْلٰى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٧٩›.**

৫৩৬। কাসীর ইবনু আবদুল্লাহ (রহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় ঈদের নামাযে প্রথম রাক'আতে কিরা'আত পাঠ করার আগে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আত পাঠ করার আগে পাঁচ তাকবীর বলেছেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৭৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। এ অনুচ্ছেদে 'আয়িশাহ্, ইবনু 'উমার ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হাদীসটিই বেশি উত্তম।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবা ও অন্যরা এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও একই রকম বর্ণিত আছে। তিনি মাদীনাতে এভাবেই নামায আদায় করেছেন। মাদীনাবাসীদের এটাই মত। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মত গ্রহণ করেছেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) 'ঈদের নামাযের তাকবীর প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ ঈদের নামাযে মোট নয়টি তাকবীর রয়েছে (মুসনাদে আবদুর রাযযাক)। প্রথম রাক'আতে কিরা'আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পর রুকূর তাকবীরসহ মোট চার তাকবীর। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক সাহাবী হতেও এরকমই বর্ণিত হয়েছে। কুফাবাসীদের এটাই মত। সুফিয়ান সাওরীও এরূপ মত দিয়েছেন।

٣٥) بَابُ مَا جَاءَ لاَ صَلاَةَ قَبْلَ الْعِيْدِ وَلاَ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫ ॥ দুই 'ঈদের নামাযের পূর্বে এবং পরে কোন নামায নেই

٥٣٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلاَ بَعْدَهَا. **صحيح : «ابن ماجه» (١٢٩١) ق.**

৫৩৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ঈদুল ফিতরের দিন নামায আদায় করতে বের হলেন। তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করালেন এবং তার পূর্বেও তিনি কোন (নফল) নামায আদায় করেননি এবং পরেও আদায় করেননি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৯১), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'উমার 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ও আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী ও তাবিঈ এ হাদীস অনুযায়ী 'আমল করেছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক এই মতের পক্ষে (ঈদের নামাযের আগে-পরে কোন নফল নামায নেই)। অপর একদল বিদ্বানের মতে, 'ঈদের নামাযের আগে বা পরে নফল নামায আদায় করা যায়। এ দুটি মতের মধ্যে প্রথমোক্ত মতই বেশি সহীহ্।

٥٣٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ- وَهُوَ ابْنُ عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ خَرَجَ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ. **حسن صحيح : «الإرواء» ‹٣/٩٩›.**

৫৩৮। ইবনু উমার (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে, তিনি এক 'ঈদের দিন নামায আদায় করতে বের হলেন। তিনি এর পূর্বেও কোন (নফল) নামায আদায় করেননি এবং পরেও আদায় করেননি। তিনি বললেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করেছেন।

–হাসান সহীহ্। ইরওয়া– (৩/৯৯)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيْدَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬ ॥ মহিলাদের 'ঈদের মাঠে যাওয়া

٥٣٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ- وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ-، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ الْأَبْكَارَ، وَالْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتَ الْخُدُوْرِ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيْدَيْنِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ، فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، وَيَشْهَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ : «فَلْتُعِرْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلَابِيْبِهَا». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٣٠٧ و ١٣٠٨› ق.**

৫৩৯। উম্মু আতিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার দিন কুমারী, তরুণী, প্রাপ্তবয়স্কা, পর্দানশিন এবং ঋতুবতী সব মহিলাদের (নামাযের জন্য) বের হওয়ার ('ঈদের মাঠে যাওয়ার) হুকুম করতেন। ঋতুবতী মহিলারা নামাযের জামা'আত হতে এক পাশে সরে থাকতো কিন্তু তারা মুসলমানদের দু'আয় শারীক হত। এক মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি কোন নারীর নিকট (শরীর ঢাকার মত) চাদর না থাকে? তিনি বললেন ঃ তার (মুসলিম) বোন তার অতিরিক্ত চাদর তাকে ধার দিবে। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– **(১৩০৭, ১৩০৮), বুখারী ও মুসলিম।**

٥٤٠. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ....... بِنَحْوِهِ.

৫৪০। অপর একটি সূত্রেও একই রকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ উম্মু 'আতিয়্যার হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস ও জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

একদল বিদ্বান এ হাদীসের অনুকূলে মত দিয়েছেন। তাঁরা মহিলাদের 'ঈদের মাঠে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। অপর একদল বিদ্বান মহিলাদের 'ঈদের মাঠে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন। বর্ণিত আছে যে, ইবনুল মুবারাক বলেছেন, আজকাল মহিলাদের 'ঈদের মাঠে যাওয়াকে আমি মাকরূহ মনে

করি। যদি কোন মহিলা 'ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তবে তার স্বামী তাকে পুরানো কাপড় পরে যাওয়ার অনুমতি দিবে, কিন্তু সাজগোজ করে বের হতে দিবে না। যদি স্ত্রী এতে রাজী না হয় তবে স্বামী তাকে মাঠে যাবার অনুমতি দিবে না। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেছেন, আজকালকার মহিলারা যেরূপ বিদ'আতি সাজসজ্জা আবিষ্কার করে নিয়েছে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো দেখতেন তবে তাদেরকে তিনি মাসজিদে আসতে নিষেধ করতেন, যেভাবে বানী ঈসরাঈলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল। সুফিয়ান সাওরীও মহিলাদের ঈদের মাঠে যাওয়া মাকরূহ বলেছেন।

٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْقٍ، وَرُجُوْعِهِ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে 'ঈদের মাঠে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন

٥٤١. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِالْأَعْلَى الْكُوْفِيُّ، وَأَبُوْ زُرْعَةَ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِيْ طَرِيْقٍ، رَجَعَ فِيْ غَيْرِهِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٣٠١›.**

৫৪১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ঈদের দিন এক পথ দিয়ে যেতেন এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– **(১৩০১)**।

অপর এক সনদসূত্রে এ হাদীসটি জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী)। এ অনুচ্ছেদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ও আবূ রাফি' (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। কিছু বিদ্বান এ হাদীসের উপর 'আমল করার জন্য ইমামের এক পথ দিয়ে 'ঈদের মাঠে যাওয়া এবং অন্য পথ দিয়ে আসাকে মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম শাফিঈ এই মত দিয়েছেন। জাবির (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি বেশি সহীহ্।

٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮ ॥ 'ঈদুল ফিতরের দিন নামায আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া

٥٤٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِالْوَارِثِ، عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحٰى حَتَّى يُصَلِّيَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٧٥٦›.**

৫৪২। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (বুরাইদা) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খাওয়া পর্যন্ত নামাযে বের হতেন না এবং 'ঈদুল আযহার দিন নামায না আদায় করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না।
–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৭৫৬)।

এ অনুচ্ছেদে 'আলী ও আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ বুরাইদার হাদীসটি গারীব। ইমাম বুখারী বলেছেন, এ হাদীসটি ছাড়া সাওয়াব ইবনু 'উতবার সূত্রে বর্ণিত আর কোন হাদীস আমার জানা নেই। একদল মনীষী 'ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে ঘর হতে নামাযের জন্য বের হওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। তাঁরা খেজুর খাওয়া পছন্দ করেছেন। তাদের মতে 'ঈদুল আযহার দিন নামায হতে আসার পর পানাহার করা মুস্তাহাব।

٥٤٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُفْطِرُ عَلٰى تَمَرَاتٍ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلّٰى. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٧٥٤›.**

৫৪৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ঈদুল ফিতরের দিন নামায আদায় করতে বের হওয়ার আগে খেজুর দিয়ে নাস্তা করতেন।–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৭৫৪)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্ গারীব।

٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯ ॥ সফরকালে নামায কসর করা

٥٤٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِالْحَكَمِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْبَعْدَهَا، لَأَتْمَمْتُهَا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٧١› م و خ مختصراً.**

৫৪৪। ইবনু ‘উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্র, ‘উমার ও ‘উসমান (রাঃ)-এর সাথে একত্রে সফর করেছি। তাঁরা যুহর ও আসরের (ফরয) নামায দুই রাক‘আত দুই রাক‘আত আদায় করেছেন। তাঁরা এর আগে বা পরে কোন (সুন্নাত বা নফল) নামায আদায় করেননি। ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমাকে যদি এর (ফরযের) আগে অথবা পরে নামায আদায় করতেই হত তবে আমি ফরয নামায পূর্ণ আদায় করতাম!

সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৭১), বুখারী ও মুসলিম সংক্ষিপ্ত।

এ অনুচ্ছেদে ‘উমার, ‘আলী, ইবনু ‘আব্বাস, আনাস, ‘ইমরান ইবনু হুসাইন ও আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান গারীব। ইয়াহ্ইয়া ইবনু সুলাইমের সূত্রেই শুধুমাত্র আমরা এ হাদীসটি জেনেছি। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (বুখারী) বলেন, উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার সুরাকার সন্তানের সূত্রে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘আতিয়্যা আল-‘আওফী (রহঃ) ইবনু ‘উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ “নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ফরয নামাযের পূর্বে এবং পরে নফল নামায আদায় করতেন।”

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ *

সহীহ্ সনদসূত্রে প্রমাণিত যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ) সফরে নামায কসর করতেন। 'উসমান (রাঃ) তাঁর খিলাফাতের প্রথম দিকে সফরে কসর করতেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও তাবিঈ সফরে নামায কসর করতেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সফরে সম্পূর্ণ নামায আদায় করতেন (কসর করতেন না, বুখারী)। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বেশিরভাগ সাহাবী যেভাবে কসর করেছেন তদনুযায়ী আমল করতে হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফিঈ আরো বলেছেন, সফরে কসর করাটা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন ব্যাপার। যদি কেউ পূর্ণ নামায আদায় করে তবে তার নামায হয়ে যাবে, নতুন করে তা আদায় করতে হবে না।

٥٤٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ، قَالَ : سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ؟ فَقَالَ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِيْنَ مِنْ خِلَافَتِهِ، أَوْ ثَمَانِيَ سِنِيْنَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

صحيح بما قبله.

৫৪৫। আবূ নায্‌রাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ)-কে মুসাফিরের নামায প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাজ্জ করেছি। তিনি চার রাক'আতের পরিবর্তে দুই রাক'আত আদায় করেছেন। আবূ বাক্‌র (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ করেছি তিনিও দুই রাক'আত আদায় করেছেন। 'উমার (রাঃ)-এর সাথেও এবং তিনিও দুই রাক'আত আদায় করেছেন। আমি 'উসমান (রাঃ)-এর সাথেও হাজ্জ

করেছি। তিনিও তাঁর খিলাফাতের (প্রথম) ছয় অথবা আট বছর দুই রাক'আতই আদায় করেছেন। –সহীহ্। পূর্বের হাদীসের কারণে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ ابْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ : صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٠٨٥› ق.**

৫৪৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির ও ইবরাহীম ইবনু মাইসারা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে। তাঁরা দুজনেই আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাদীনায় যুহরের নামায চার রাক'আত আদায় করেছি এবং যুল-হুলাইফায় 'আসরের নামায দু'রাক্'আত আদায় করেছি।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১০৮৫), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ্।

٥٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. **صحيح: «الإرواء» ‹٦/٣›.**

৫৪৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার উদ্দেশ্যে মাদীনা হতে বের হলেন। এ সময় সারা বিশ্বের প্রতিপালক ছাড়া আর কারো ভয় তাঁর ছিল না। তিনি (চার রাক্'আত ফরযের স্থলে) দুই রাক'আত আদায় করেছেন।

–সহীহ্। ইরওয়া– (৩/৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০ ॥ কত দিন পর্যন্ত কসর করা যাবে?

٥٤٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ : حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : كَمْ أَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ؟ قَالَ : عَشْرًا. **صحيح:** «ابن ماجه» ‹١٠٧٧› ق.

৫৪৮। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে মাদীনা হতে রাওয়ানা হলাম। তিনি দুই রাক'আত নামায আদায় করলেন। ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইসহাক বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত দিন মক্কায় ছিলেন? তিনি বললেন, দশ দিন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৭৭), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনু 'আব্বাস ও জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَقَامَ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشَرَةَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ اِذَا اَقَمْنَا مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشَرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ وَاِنْ زِدْنَا عَلٰى ذٰلِكَ اَتْمَمْنَا الصَّلٰوةَ *

"ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন সফরে ঊনিশ দিন থাকলেন। তিনি বরাবর (চার রাক'আত ফরযের স্থলে) দুই রাক'আতই আদায় করতে থাকলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, এজন্য আমরাও ঊনিশ দিন থাকলে দুই রাক'আতই আদায় করে থাকি। যদি এরপর আরো বেশি দিন থাকতে হয় তবে আমরা পূর্ণ নামায আদায় করি।"

'আলী (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সফরে দশ দিন থাকেন তবে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে। ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পনের দিন থাকবে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে। ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর অপর মতে বার দিনের কথা উল্লেখ আছে। সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চার

দিন থাকবে সে চার রাক'আত আদায় করবে। কাতাদা ও আতা তাঁর এ মত বর্ণনা করেছেন। দাউদ ইবনু আবূ হিন্দ তাঁর নিকট হতে এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যাপারে 'আলিমদের মধ্যে যথেষ্ট মতের অমিল রয়েছে। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ পনের দিনের সময়সীমা ঠিক করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি কমপক্ষে পনের দিন (সফর একই এলাকায়) থাকার নিয়াত করা হয় তবে পূর্ণ নামায আদায় কর। মালিক, শাফিঈ ও আহমাদ বলেন, যদি চার দিন একই জায়গায় থাকার নিয়াত করা হয় তবে পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে। ইসহাক বলেন, শক্তিশালী মত হল ইবনু 'আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত মত। তিনি এ হাদীসই অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণিত তাঁর নিজের হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। এ হাদীসের মর্ম অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি সফরে কোথাও ঊনিশ দিন থাকার নিয়াত করে তবে সে পূর্ণ নামায আদায় করবে।

বহুবিধ মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিদ্বানগণ একটি বিষয়ে মতৈক্যে পৌছেছেন। তা হল, মুসাফির ব্যক্তি কোন স্থানে নির্দিষ্ট কতদিন থাকবে তা যদি নির্ধারণ না করে থাকে বা তার নিয়াত না করে থাকে তবে সে কসরই আদায় করতে থাকবে, তা যত বছরই হোক না কেন।

٥٤٩. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَفَرًا، فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٧٥› خ.**

৫৪৯। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে গিয়ে ঊনিশ দিন থাকলেন। এ কয়দিন তিনি দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে নামায আদায় করলেন (চার রাক'আত ফরযের পরিবর্তে) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরাও আমাদের (মাদীনার ও মক্কার) মধ্যেকার ঊনিশ দিনের পথে দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে নামায আদায় করে থাকি। যখন এর চেয়ে বেশি দিন থাকি তখন চার রাক'আতই আদায় করে থাকি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৭৫), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব হাসান সহীহ্।

٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২ ॥ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা

٥٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ- هُوَ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ-، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ، فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، عَجَّلَ الْعَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ، وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ سَارَ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبْ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، عَجَّلَ الْعِشَاءَ، فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١١٠٦›، «الإرواء» ‹٥٧٨›، «التعليقات الجياد».

৫৫৩। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাকালে সূর্য ঢলে যাওয়ার আগে নিজের তাঁবু ত্যাগ করলে যুহরের নামায দেরি করে আসরের সাথে একত্রে আদায় করতেন। তিনি সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তাঁবু ত্যাগ করলে 'আসরের নামায এগিয়ে এনে যুহরের সাথে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের আগে তাঁবু ত্যাগ করলে মাগরিব দেরি করে 'ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবের পর তাঁবু ত্যাগ করলে 'ইশাকে এগিয়ে এনে মাগরিবের সাথে একত্রে আদায় করতেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১০৬), ইরওয়া (৫৭৮)

এ হাদীসটি হাসান গারীব। এ অনুচ্ছেদে 'আলী, ইবনু 'উমার, আনাস, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, 'আয়িশাহ্, ইবনু 'আব্বাস, উসামা ইবনু যাইদ ও জাবির (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيُّ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَعْيَنِ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : حدثنا أحمد بن حنبل:

حدثنا قتيبة....... بهذا الحديث- يعني : حديث معاذ-.

৫৫৪। আব্দুস সামাদ ইবনু সুলাইমান স্বীয় সানাদের কুতাইবার অর্থাৎ মু'আযের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। লাইসের সূত্রে কুতাইবা ছাড়া আর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। লাইস-ইয়াযীদ-আবুত তুফাইল-মুআয (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনাটি গারীব।

বিদ্বানদের নিকট আবুয-যুবাইর-আবুত তুফাইল-মু'আয (রাঃ)-এর সনদে বর্ণিত হাদীসটি প্রসিদ্ধ যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক যুদ্ধে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও 'ইশা একত্রে আদায় করেছেন।" ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক এই মতের সমর্থক। তাঁরা বলেছেন, সফরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করতে কোন অপরাধ নেই।

٥٥٥. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ اسْتُغِيثَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ، فَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ، ثم نزل، فجمع بَيْنَهُمَا، ثم أَخبرهم أَن رسول اللهِ ﷺ كان يفعل ذٰلِكَ إِذا جَدَّ بِهِ السير.

صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٠٩٠› خ و م المرفوع منه.

৫৫৫। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাঁর নিকট তাঁর কোন এক স্ত্রীর মুমূর্ষু অবস্থার খবর এলে তিনি তাড়াতাড়ি রাওয়ানা হলেন এবং পথ চলতে চলতে (পশ্চিম আকাশের লালিমা) অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তিনি (বাহন হতে) নেমে মাগরিব ও 'ইশার নামায একত্রে আদায় করলেন। তারপর তিনি সফরসঙ্গীদের বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন তাড়াহুড়া করে যাওয়ার দরকার হত তখন তিনি এমনটিই করতেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১০৯০), বুখারী ও মুসলিম মারফূরূপে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩ ॥ বৃষ্টি প্রার্থনার নামায (সালাতুল ইসতিসকা)

٥٥٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَسْقَى، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٦٧› ق.**

৫৫৬। ‘আব্বাদ ইবনু তামীম (রাঃ) হতে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হলেন। তাদেরকে নিয়ে তিনি দুই রাক‘আত নামায আদায় করলেন। এতে তিনি সশব্দে কিরা‘আত পাঠ করলেন। তিনি তাঁর চাদর উল্টিয়ে দিলেন, দুই হাত উপরে তুললেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু‘আ করলেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৬৭), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে ইবনু ‘আব্বাস, আবূ হুরাইরা, আনাস ও আবুল লাহাম (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ ‘আব্দুল্লাহ ইবনু যাইদের হাদীসটি হাসান সহীহ্। ‘আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেন। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম মত দিয়েছেন। আব্বাদ ইবনু তামীমের চাচার নাম ‘আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ ইবনু ‘আসিম আল-মাযিনী (রাঃ)।

٥٥٧. حدثنا قتيبة : حدثنا الليث بن سعد، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عُمَيْرٍ– مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ–، عَنْ آبِي اللَّحْمِ : أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ يَسْتَسْقِيْ، وَهُوَ مُقْنِعٌ بِكَفَّيْهِ يَدْعُو. صحيح : **«صحيح أبي داود» ‹١٠٦٣›.**

৫৫৭। আবুল লাহ্ম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহজারুয-যাইত নামক জায়গায় বৃষ্টি প্রার্থনা করতে দেখলেন। তিনি দুই হাত তুলে দু'আ করলেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১০৬৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আমরা আবুল লাহ্মের সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একটি মাত্র হাদীসই জেনেছি। তবে তাঁর মুক্তদাস উমাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

٥٥٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ- وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ-، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ-، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَسْأَلُهُ عَنِ اسْتِسْقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مُتَبَذِّلاً، مُتَوَاضِعًا، مُتَضَرِّعًا، حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ، وَلٰكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ. **حسن: «ابن ماجه» (١٢٦٦).**

৫৫৮। হিশাম ইবনু ইসহাক (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি (ইসহাক) বলেন, মাদীনার গভর্নর ওয়ালীদ ইবনু 'উক্ববা (রাঃ) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'বৃষ্টি প্রার্থনা' প্রসঙ্গে জানার জন্য ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে পাঠালেন। আমি তাঁর নিকট এলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ পোশাক পরে বিনয় ও নম্রতা সহকারে বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য বের হয়ে 'ঈদের মাঠে আসেন। তিনি তোমাদের এ খুতবা দেওয়ার মত খুতবা দেননি। বরং তিনি অবিরত দু'আ-আরাধনা ও তাকবীর বলতে থাকেন। তিনি 'ঈদের নামাযের মত দুই রাক'আত নামাযও আদায় করলেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১২৬৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٥٩. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ......... فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَزَادَ فِيهِ : مُتَخَشِّعًا.

৫৫৯। অপর একটি সূত্রেও একই রকম হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে 'মুতাখাশশিআন' (ভীত-সন্ত্রস্ত) শব্দটিও উল্লেখ আছে এবং এ শেষোক্ত সূত্রে বর্ণিত হাদীসটিও হাসান সহীহ্।

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফিঈ বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনার নামায দুই 'ঈদের নামাযের নিয়মেই আদায় করতে হবে। প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর বলতে হবে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ মালিক ইবনু আনাস (রহঃ) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'ঈদের নামাযের মত বৃষ্টি প্রার্থনার নামাযে (অতিরিক্ত) তাকবীর বলবে না। আবূ হানিফা নু'মান বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনার নামায নেই। আমি চাদর পরিবর্তনের আদেশও দেই না। বরং তারা স্বাভাবিকভাবেই দু'আ করবে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ তিনি সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪ ॥ সূর্যগ্রহণের নামায (সালাতুল কুসূফ)

٥٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفٍ، فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ،ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا. **صحيح**

: «صحيح أبي داود» ‹١٠٧٢›، «جزء صلاة الكسوف» ق.

৫৬০। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণকালে নামায আদায় করলেন। তিনি কিরা'আত পাঠ করলেন, তারপর রুকূ করলেন, আবার কিরা'আত পাঠ করলেন, তারপর রুকূ করলেন, আবার কিরা'আত পাঠ করলেন, তারপর রুকূ করলেন, তারপর দুটি সাজদাহ্ করলেন। দ্বিতীয় রাক'আতও তিনি এভাবেই আদায় করলেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১০৭২),** বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আলী, 'আয়িশাহ্, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, নুমান ইবনু বাশীর, মুগীরা ইবনু শু'বা, আবূ মাসঊদ, আবূ বাকরা, সামুরা, ইবনু মাসঊদ, আসমা বিনতু আবূ বাক্র, ইবনু 'উমার, কাবীসা, জাবির ইবনু আবদুল্লাহ্, আবূ মূসা, 'আবদুর রহমান ইবনু সামূরা ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু 'আব্বাসের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে এও বর্ণিত আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রুকূতে চার রাক'আত সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করেছেন।" ইমাম শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাযের কিরা'আত প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। একদল বলেছেন, দিনের বেলা অপরিস্ফুট স্বরে কিরা'আত পাঠ করবে। অপর দল বলেছেন, দুই 'ঈদ ও জুমু'আর নামাযের মত এ নামাযেও স্পষ্ট স্বরে কিরা'আত পাঠ করবে। ইমাম মালিক, আহমাদ এবং ইসহাক উচ্চস্বরে কিরা'আত পাঠের সমর্থক। ইমাম শাফিঈ বলেন, কিরা'আত স্বরবে পড়বে না। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে উভয় মতই বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, 'তিনি চার রুকু'তে দুই রাক'আত নামায আদায় করেছেন।"

অপর বর্ণনায় আছে– "তিনি ছয় রুকু'তে দুই রাক'আত নামায আদায় করেছেন।"

বিশেষজ্ঞদের মতে এর প্রতিটি পদ্ধতিই জায়িয। এটা সূর্যগ্রহণের সময়সীমার উপর নির্ভর করবে। গ্রহণ দীর্ঘায়িত হলে চার ছয় রুকু'তে দুই রাক'আত আদায় করাও জায়িয। আবার চার রুকু'তে ও দীর্ঘ কিরা'আতে দুই রাক'আত আদায় করাও জায়িয। আমাদের সঙ্গীরা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায জামা'আতে আদায় করার পক্ষে।

٥٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ : خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ- وَهِيَ دُونَ الْأُولَى-، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ- وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ-، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» (١٠٧١)، «جزء صلاة الكسوف» : ق.**

৫৬১। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে (জামা'আতে) নামায আদায় করলেন। তিনি অধিক সময় ধরে কিরা'আত পাঠ করলেন, তারপর রুকূ করলেন এবং দীর্ঘসময় রুকূতে থাকলেন, তারপর মাথা তুললেন (রুকূ' হতে উঠলেন)। তিনি আবার দীর্ঘ কিরা'আত পাঠ করলেন কিন্তু প্রথমবারের চেয়ে কম লম্বা করলেন, তারপর রুকূতে গেলেন এবং দীর্ঘ সময় রুকূতে থাকলেন, কিন্তু আগের চেয়ে সংক্ষেপে করলেন। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সাজদাহ্তে গেলেন। তিনি দ্বিতীয় রাক'আতও উল্লেখিত পদ্ধতিতে আদায় করলেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (১০৭১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন, সূর্যগ্রহণের নামায চার রুকূ ও চার সিজদায় আদায় করবে। শাফিঈ আরো বলেছেন, প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল-বাকারার মতো যে কোন লম্বা সূরা পাঠ করবে। দিনে হলে নীরবে কিরা'আত পাঠ করবে। তারপর রুকূতে গিয়ে কিরা'আত পাঠের পরিমাণ সময় রুকূতে থাকবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলে মাথা তুলে দাঁড়াবে এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা

আলে-ইমরানের মতো লম্বা সূরা পাঠ করবে। তারপর রুকূতে গিয়ে কিরা'আত পাঠের পরিমাণ সময় রুকূতে থাকবে। তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মাথা তুলবে। তারপর দুটি পূর্ণাঙ্গ সাজদাহ্ করবে এবং প্রত্যেক সাজদাহ্তে রুকূর পরিমাণ সময় থাকবে। অতঃপর দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহার পর সূরা আন-নিসার মতো লম্বা সূরা পাঠ করবে, তারপর কিরা'আতের মতো লম্বা রুকূ করবে। তারপর আল্লাহু আকবার' বলে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তারপর সূরা মায়িদার মতো লম্বা সূরা পাঠ করবে, রুকূও কিরা'আতের মতো লম্বা করবে। অতঃপর মাথা তুলবে এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। অতঃপর দুটি সাজদাহ্ করে, তাশাহ্হুদ পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নামায সমাপ্ত করবে।

٤٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الْكُسُوْفِ

অনুচ্ছেদ– ৪৫ ॥ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের নামাযের কিরা'আতের ধরণ

٥٦٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوْفِ، وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهَا. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٠٧٤› ق.**

৫২৭। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের নামায আদায় করলেন এবং তাতে সুস্পষ্ট আওয়াজে কিরা'আত পাঠ করলেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১০৭৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ ইসহাক আল-ফাযারী হতে সুফিয়ান ইবনু হুসাইনের সূত্রেও একইভাবে হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক, আহমাদ ও ইসহাক সুস্পষ্ট স্বরে কিরা'আত পাঠের সমর্থক।

٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ صَلاَةِ الْخَوْفِ

অনুচ্ছেদ– ৪৬ ॥ শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ)

٥٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بن زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوْا، فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ أُولٰئِكَ، وَجَاءَ أُولٰئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرٰى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ هٰؤُلاَءِ، فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ، وَقَامَ هٰؤُلاَءِ، فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ. قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هذا حديث صحيح.

صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١١٣٢›، «الإرواء» ‹٣/ ٥٠›، «التعليقات الجياد» ق.

৫৬৪। সালিম (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দলের মধ্য থেকে এক দলের সাথে এক রাক'আত নামায আদায় করলেন। এ সময় অপর দল শত্রুর মুখামুখি দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর প্রথম দল এক রাক'আত আদায় করে দ্বিতীয় দলের জায়গায় অপেক্ষায় থাকল। দ্বিতীয় দল আসলে তিনি তাদের সাথে দ্বিতীয় রাক'আত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। তারা উঠে নিজেদের বাকী রাক'আত পূর্ণ করলো। তারপর তারা আবার অপেক্ষায় থাকলো এবং প্রথম দল এসে তাদের বাকি রাক'আত পূর্ণ করলো। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১৩২), ইরওয়া– (৩/৫০), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ্।

মূসা ইবনু উক্ববার সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে জাবির, হুযাইফা, যাইদ ইবনু সাবিত, ইবনু 'আব্বাস, আবূ হুরাইরা, ইবনু মাসঊদ, সাহল ইবনু আবূ হাসমা, আবূ 'আইয়াশ আয-যুরাকী ও আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

ইমাম মালিক বিপদকালীন নামাযের ব্যাপারে সাহল ইবনু আবূ হাসমা (রাঃ)-এর হাদীসের অবলম্বন করেছেন। ইমাম শাফিঈও তাঁর অনুসরণ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বিপদকালীন নামাযের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি বর্ণিত আছে। আমি এগুলোর মধ্যে শুধু সাহল ইবনু আবূ হাসমার হাদীসকেই সহীহ্ মনে করি। অনুরূপভাবে ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বিপদকালীন নামাযের বেশ কয়েকটি পদ্ধতিই বর্ণিত আছে। এগুলোর যে কোন পদ্ধতিতেই নামায আদায় করা যায়। এটা বিপদকালীন অবস্থার উপর নির্ভর করবে। তিনি আরো বলেছেন, আমি অন্যান্য বর্ণনার উপর সাহলের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেই না।

٥٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ : يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ، وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٢٥٩› ق.**

৫৬৫। সাহল ইবনু আবূ হাসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বিপদকালীন নামায সম্পর্কে বলেন, ইমাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। একদল তার সাথে দাঁড়াবে এবং অপর দল শত্রুকে বাধা দান করবে। তাদের অবস্থান শত্রুর দিকে থাকবে। ইমাম প্রথম দলের সাথে এক

রাক'আত আদায় করবে, তারপর মুক্তাদীরা এক রুকূ ও দুই সাজদাহ্ করবে (আরো এক রাক'আত আদায় করবে)। অতঃপর তারা গিয়ে প্রতিরক্ষা বুহ্য রচনা করবে এবং দ্বিতীয় দল আসলে ইমাম তাদের সাথে আর এক রাক'আত নামায আদায় করবে। তাদের সাথে দুটি সাজদাহ্ করবে, এতে তার দুই রাক'আত পূর্ণ হবে এবং তাদের হবে এক রাক'আত। অতঃপর তারা আরো এক রাক'আত আদায় করবে এবং দুটি সাজদাহ্ করবে। –সহীহ্। **ইবনু মাজাহ– (১২৫৯), বুখারী ও মুসলিম।**

٥٦٦. قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ؟ فَحَدَّثَنِيْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِيْ حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.........بِمِثْلِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ.

৫৬৬। ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ অন্য সূত্রে এ হাদীসটি সাহল ইবনু হাসমার হাদীসের মত বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাকে আরো বলেন, এ হাদীসটি ঐ হাদীসটির পাশাপাশিই লিখে নাও। হাদীসটি আমার মনে না থাকলেও এটা ইয়াহ্ইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারীর হাদীসের মতই ছিল।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি হাসান সহীহ্।

ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনসারী এ হাদীসটি কাসিম ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। আনসারীর সাথীরা এ হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বা এটিকে 'আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম ইবনু মুহাম্মাদের সূত্রে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٥٦٧. وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ مَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ..... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৬৭। ইমাম মালিক তাঁর সনদ পরম্পরায় এ হাদীসের মতো হাদীস এমন একজন সাহাবী হতে বর্ণনা করেছেন যিনি নাবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাতুল খাওফ (শংকাকালীন নামায) আদায় করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ বর্ণনাটিও হাসান সহীহ্।

ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীস অনুযায়ী সালাতুল খাওফ আদায় করার কথা বলেছেন। আরো কয়েকটি সূত্রে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক এক দলের সাথে এক এক রাক'আত নামায আদায় করেছেন। এভাবে তাঁর দুই রাক'আত পূর্ণ হয়েছে এবং মুক্তাদীদের এক রাক'আত হয়েছে।

٤٨) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
অনুচ্ছেদ- ৪৮ ॥ মহিলাদের মাসজিদে যাতায়াত

٥٧٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اِئْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ»، فَقَالَ ابْنُهُ : وَاللّٰهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا! فَقَالَ : فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ وَفَعَلَ! أَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ، وَتَقُوْلُ : لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ؟!. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٥٧٧› ق.**

৫৭০। মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমরা ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর কাছে হাযির ছিলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদেরকে রাতের বেলা মাসজিদে যাওয়ার সম্মতি দাও। তাঁর (ইবনু উমারের) ছেলে বললো, আল্লাহ তা'আলার কসম! তাদেরকে মাসজিদে যাওয়ার অনুমতি কখনো দিব না। কেননা তারা এটাকে মওকা হিসেবে গ্রহণ করবে। ইবনু 'উমার বললেন, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করেছেন এবং

করবেন! আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন (অনুমতি দিতে), আর তুমি বলছো, অনুমতি দিব না।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৫৭৭), বুখারী ও মুসলিম।

এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদের স্ত্রী যাইনাব ও যাইদ ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে ও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ ইবনু উমারের হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ ঃ ৪৯ ॥ মাসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ

٥٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا تَبْزُقْ عَنْ يَمِينِكَ، وَلٰكِنْ خَلْفَكَ، أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى».

صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٢١›.

৫৭১। তারিক ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রাহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি নামায আদায়কালে তোমার ডান দিকে থুথু ফেল না, বরং তোমার পিছনে অথবা বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে থুথু ফেল।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০২১)।

এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ, ইবনু উমার, আনাস ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ তারিকের হাদীসটি হাসান সহীহ্। আলিমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করার কথা বলেছেন। ওয়াকী (রাহঃ) বলেন, রিবঈ ইবনু হিরাশ (খিরাশ) ইসলামে কখনও মিথ্যা বলেননি। 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী বলেন, কুফায় সবচেয়ে বিশ্বস্ত হলেন, মানসূর ইবনুল মু'তামির।

٥٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». **صحيح: «الروض» ‹٤٨›، «صحيح أبي داود» ‹٤٩٤› ق.**

৫৭২। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মাসজিদে থুথু ফেলা গুনাহের কাজ। এর জরিমানা হলো তা মাটিতে পুঁতে ফেলা।

–সহীহ্। রওজ– (৪৮), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৪৯৪), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ

অনুচ্ছেদ– ৫০ ॥ সূরা ইনশিকাক ও সূরা ইকরার সাজদাহ্ প্রসঙ্গে

٥٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ : سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيْ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٥٨› م.**

৫৭৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে 'ইক্বরা বিসমি রব্বিকা' ও 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' সূরা দুটিতে সাজদাহ্ করেছি।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৫৮), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ– هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ– ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

عَبْدِالْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.......... مِثْلَهُ.

৫৭৪। অপর একটি সূত্রে আবূ হুরাইরার নিকট হতেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সনদে চারজন তাবিঈ রয়েছেন তারা পরস্পরের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন।

বেশির ভাগ বিদ্বান এ হাদীসের উপর আমল করেছেন তাদের মতে উল্লেখিত সূরা দুটিতে সাজদাহ্ আছে।

٥١) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي النَّجْمِ

অনুচ্ছেদ- ৫১ ॥ সূরা আন্-নাজমের সাজদাহ্

٥٧٥. حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْبَزَّازُ الْبَغْدَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ : حَدَّثَنَا أَبِيْ، عَنْ أَيُوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَجَدَ رَسُوْلُ االلّٰهِ ﷺ فِيْهَا- يَعْنِيْ : اَلنَّجْمَ-، وَالْمُسْلِمُوْنَ، وَالْمُشْرِكُوْنَ، وَالْجِنُّ، وَالإِنْسُ. **صحيح : «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» ‹ص ١٨ و ٢٥ و ٣١› خ.**

৫৭৫। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজম-এ সাজদাহ্ করেছেন। মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও মানুষ সবাই তাঁর সাথে সাজদাহ্ করেছেন। -সহীহ্। বুখারী, কিস্সাতুল গারানীক- (১৮, ২৫, ৩১ পৃঃ), বুখারী।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে ইবনু মাসঊদ ও আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। একদল বিদ্বানের মতে সূরা নাজম-এ সাজদাহ্ রয়েছে। একদল সাহাবা ও তাবিঈনের মতে মুফাসসাল সূরাসমূহে কোন সাজদাহ্ নেই। মালিক ইবনু আনাস এই মতের সমর্থক। কিন্তু প্রথম দলের মতই বেশি সহীহ্। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ ও আহমাদ প্রথম মতের সমর্থক। (অর্থাৎ মুফাসসাল সূরায় সাজদাহ্ আছে)।

٥٢) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ لَمْ يَسْجُدْ فِيهِ

অনুচ্ছেদ– ৫২ ॥ যে ব্যক্তি সূরা নাজমে সাজদাহ্ করে না

٥٧٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلنَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٢٦٦› ق.**

৫৭৬। যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা নাজম পাঠ করে শুনালাম, কিন্তু তিনি সাজদাহ্ করেননি।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৬৬), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ যাইদ ইবনু সাবিতের হাদীসটি হাসান সহীহ্। কিছু আলিম উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেহেতু যাইদ ইবনু সাবিত (রাঃ) সাজদাহ্ করেননি তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাজদাহ্ করেননি। তাদের মতে তিলাওয়াতকারী সিজদা না করলে শ্রোতার উপর সাজদাহ্ ওয়াজিব হয় না। কতকে বলেন, শ্রবণকারীর উপরও সাজদাহ্ করা ওয়াজিব, এটা ছেড়ে দেয়ার কোন অনুমতি নেই। যদি ওযূহীন অবস্থায় শুনে তবে ওযূ করার পর সাজদাহ্ করবে। সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসীগণ একথা বলেছেন। ইসহাকও একই রকম মত দিয়েছেন। অপর একদল বিদ্বান বলেছেন, যে ব্যক্তি সাজদাহ্ করতে চায় এবং তার ফাযীলাত (সাওয়াব) লাভের ইচ্ছে করে শুধুমাত্র সেই সাজদাহ্ করবে। সাজদাহ্ ছেড়ে দেয়ারও অনুমতি আছে। অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে সাজদাহ্ নাও করতে পারে। তাঁরা উপরে উল্লেখিত যাইদ (রাঃ)-এর মারফূ হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, যদি সাজদাহ্ করা ওয়াজিব হতো তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইদ (রাঃ)-কে সাজদাহ্ করতে বাধ্য করতেন এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও সাজদাহ্ করতেন।

তাঁরা উমার (রাঃ)-এর হাদীসও নিজেদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

"তিনি মিম্বারের উপর (জুমু'আর খুতবায়) সাজদাহ্র আয়াত পাঠ করলেন, তারপর মিম্বার থেকে নেমে সাজদাহ্ করলেন। উল্লেখিত সাজদাহ্র আয়াতটি তিনি (উমার) পরবর্তী জুমু'আর দিনও (খুতবার মধ্যে) পাঠ করলেন। লোকেরা সাজদাহ্ দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। তিনি বললেন, সাজদাহ্ করা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়, হ্যাঁ, যে চায় (সে করতে পারে)। উমার (রাঃ)-ও সাজদাহ্ করলেন না এবং লোকেরাও সাজদাহ্ করলো না।" (বুখারীতেও এ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে)। একদল আলিম এই মত অবলম্বন করেছেন। ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদও এ মত সমর্থন করেছেন।

٥٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِيْ {ص}.

অনুচ্ছেদ– ৫৩ ॥ সূরা সা'দ-এর সাজদাহ্

٥٧٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيْ {ص}. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ. **صحيح : «صحيح أبي داود» (١٢٧٠).**

৫৭৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সূরা 'সা'দ'-এ সাজদাহ্ করতে দেখেছি। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এটা ওয়াজিব সাজদাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৭০)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। উল্লেখিত সাজদাহ্ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। একদল সাজদাহ্ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এই মতের পক্ষপাতি। অপর দল বলেছেন, এটাতো একজন নাবীর (দাঊদ আলাইহিস সালামের) তাওবাহ্র সাজদাহ্ ছিল। অতএব এ সূরায় কোন সাজদাহ্ নেই।

٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّجْدَةِ فِي {الْحَجِّ}.

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৪ ॥ সূরা হাজ্জের সাজদাহ্

٥٧٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ مُشَرَّحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فُضِّلَتْ سُوْرَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيْهَا سَجْدَتَيْنِ؟ قَالَ : «نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهُمَا». **حسن : «صحيح أبي داود» ‹١٢٦٥›، «المشكاة» ‹١٠٣٠› مصححاً، والتحقيق أنه صحيح بشواهده دون : «ومن لم يسجدهما......».**

৫৭৮। 'উকবা ইবনু 'আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সূরা হাজ্জকে অত্যন্ত অধিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কেননা এর মধ্যে দুটি সাজদাহ্ রয়েছে। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। যে ব্যক্তি এই সাজদাহ্ দুটো না করে সে যেন এই দুটো (সাজদাহ্র আয়াত) পাঠ না করে।

–হাসান। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৬৫), মিশকাত– (১০৩০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটির সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়। সূরা হাজ্জের সাজদাহ্র ব্যাপারে 'আলিমদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেছেন, সূরা হাজ্জকে সম্মানিত করা হয়েছে। কারণ এতে দুটো সাজদাহ্ রয়েছে। ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাকও একই রকম কথা বলেছেন। অপর এক দল বলেছেন, সূরা হাজ্জে একটি মাত্র সাজদাহ্। সুফিয়ান সাওরী, মালিক ও কুফাবাসীগণ এই মত গ্রহণ করেছেন।

٥٥) بَابُ مَا يَقُولُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৫ ॥ তিলাওয়াতের সিজদায় পাঠের দু'আ।

٥٧٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ خُنَيْسٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ، قَالَ : قَالَ لِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ : يَا حَسَنُ! أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّيْ رَأَيْتُنِيْ اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ، كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول : اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ-، قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ لِيْ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ لِيْ جَدُّكَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ سَجْدَةً، ثُمَّ سَجَدَ-، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. **حسن : «ابن ماجه» ‹١٠٥٣›.**

৫৭৯। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ রাতে নিজেকে স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি ঘুমিয়ে আছি, আমি যেন একটি গাছের পিছনে নামায আদায় করছি। আমি তিলাওয়াতের সাজদাহ্ করলাম এবং গাছটিও আমার সাজদাহ্র সাথে সাথে সাজদাহ্ করলো। আমি গাছটিকে বলতে শুনলাম– "হে আল্লাহ! এই সাজদাহ্র বিনিময়ে তোমার কাছে আমার জন্য সাওয়াব নির্ধারণ করে রাখ, এর বিনিময়ে আমার একটি গুনাহ্ দূর কর, এটাকে তোমার কাছে

আমার জন্য সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখ এবং এটা আমার নিকট হতে গ্রহণ করে নাও, যেভাবে তুমি তোমার বান্দা দাঊদ (আঃ)-এর নিকট গ্রহণ করেছিলে।" ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদাহ্র আয়াত পাঠ করলেন এবং সাজদাহ্ করলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) আবার বললেন, আমি তাঁকে তখন সেই গাছের দু'আটির মতো পাঠ করতে শুনলাম, যে সম্পর্কে ইতোপূর্বে লোকটি তাঁকে জানিয়েছিল। –হাসান। **ইবনু মাজাহ– (১০৫৩)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। উপরোক্ত সূত্রেই কেবল আমরা হাদীসটি জেনেছি। এ অনুচ্ছেদে আবূ সা'ঈদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِيْ خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٢٧٣›.**

৫৮০। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা তিলাওয়াতের সাজদাহ্তে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আমার চেহারা সেই মহান সত্তার জন্য সাজদাহ্ করলো যিনি নিজ শক্তি ও সামর্থ্যে একে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন।"

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৭৩)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٦) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَاهُ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৬ ॥ কারো রাতের নিয়মিত তিলাওয়াত ছুটে গেলে সে তা দিনে পূর্ণ করে নিবে

٥٨١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٣٤٣› م.**

৫৮১। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল ক্বারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের নিয়মিত ও নির্দিষ্ট পরিমাণ (কুরআন) তিলাওয়াত অথবা তার অংশবিশেষ বাকী রেখে ঘুমিয়ে গেল এবং ফজর ও যুহরের মাঝামাঝি সময়ে তা পাঠ করে নিল, সে যেন তা রাতেই পাঠ করে নিয়েছে বলে গণ্য হবে। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩৪৩), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আবূ সাফ্ওয়ানের নাম 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু সাঈদ, হুমাইদীসহ স্বনামধন্য ইমামগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ– ৫৭ ॥ ইমামের আগে রুকূ-সাজদাহ্ হতে মাথা উত্তোলনকারীর প্রতি কঠোর হুশিয়ারী।

٥٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ– وَهُوَ أَبُو الْحَارِثِ الْبَصْرِيُّ، ثِقَةٌ–، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ :

«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟!». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٩٦١› ق.**

৫৮২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমামের আগে (রুকূ-সাজদাহ্ থেকে) মাথা উত্তোলনকারীর কি ভয় নেই যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দিবেন?

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৯৬১), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) 'আমা ইয়াখশা' (সে কি ভয় করে না) শব্দ বলেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِيْ يُصَلِّيْ اَلْفَرِيْضَةَ، ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَمَا صَلَّى

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৮ ॥ ফরয নামায আদায় করার পর আবার লোকদের ইমামতি করা

٥٨٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ اَلْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيَؤُمُّهُمْ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٧٥٦› ق أتم منه.**

৫৮৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মুআয ইবনু জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতেন, তারপর নিজের গোত্রে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন। **–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৭৫৬), বুখারী ও মুসলিম আরো পূর্ণরূপে।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। আমাদের সঙ্গী ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন ব্যক্তি ফরয নামায আদায় করার পর আবার ইমাম হয়ে সে যদি ঐ নামায আদায় করায় তবে তার পিছনে ইকতিদাকারীদের নামায আদায় হয়ে যাবে। তাঁরা উপরের হাদীস নিজেদের দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এটা একটা সহীহ্ হাদীস। আর এটা বেশ কয়েকটি সূত্রে জাবির (রাঃ)-এর হতে বর্ণিত হয়েছে।

"আবূ দারদা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলো, এক ব্যক্তি মাসজিদে গেল, লোকেরা তখন 'আসরের নামায আদায় করছিল। সে ধারণা করলো তারা যুহরের নামায আদায় করছে। সে জামা'আতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে নামায আদায় করলো (তার নামাযের হুকুম কি)। তিনি বলেন, তার নামায জায়িয হয়েছে।"

কুফাবাসীদের একদল বলেছেন, একদল লোক ইমামের পিছনে এসে ইকতিদা করলো। সে তখন 'আসরের নামায আদায় করছিল। তারা মনে করলো, সে (ইমাম) যুহরের নামায আদায় করছে। সে তাদের নামায আদায় করালো এবং তারাও তার পিছনে ইকতিদা করলো। এ অবস্থায় তাদের নামায ফাসিদ (নষ্ট) হয়ে যাবে। কেননা ইমাম ও মুক্তাদীদের নিয়্যাতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

٥٩) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৫৯ ॥ গরম অথবা ঠাণ্ডার কারণে কাপড়ের উপর সাজদাহ্ করার অনুমতি আছে

٥٨٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ قَالَ : حَدَّثَنِي غَالِبُ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ

عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِالظَّهَائِرِ، سَجَدْنَا عَلَى ثِيَابِنَا، اِتِّقَاءَ الْحَرِّ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹١٠٣٣› ق.**

৫৮৪। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমরা গরমের দিনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায়কালে গরম থেকে বাঁচার জন্য কাপড়ের উপর সাজদাহ্ করতাম। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১০৩৩), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে জাবির ইবনু আবদুল্লাহ ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। উল্লেখিত হাদীসটি ওয়াকী' (রহঃ) খালিদ ইবনু 'আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٦٠) بَابُ ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬০ ॥ ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত মাসজিদে বসে থাকা মুস্তাহাব

٥٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ، قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١١٧١› م.**

৫৮৫। জাবির ইবনু সামুরা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উঠা পর্যন্ত নিজের নামাযের জায়গায় বসে থাকতেন।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১১৭১), মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٥٨٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا أَبُو ظِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ». **حسن : «التعليق الرغيب» ‹١/١٦٤ و ١٦٥›، «المشكاة» ‹٩٧١›.**

৫৮৬। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে, তারপর সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহ তা'আলার যিকর করে, তারপর দুই রাক'আত নামায আদায় করে– তার জন্য একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হাজ্জ ও উমরার সাওয়াব)।–**হাসান। তা'লীকুর রাগীব– (১/১৬৪, ১৬৫),** মিশকাত– (৯৭১)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। তিনি আরো বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈলকে আবূ যিলাল সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, তিনি হাদীস বর্ণনার উপযুক্ত। তার নাম হিলাল।

٦١) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬১ ॥ নামাযে এদিক-সেদিক তাকানো

٥٨٧. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ، يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. **صحيح : «المشكاة» ‹٩٩٨›.**

৫৮৭। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযরত অবস্থায় ডানে-বাঁয়ে তাকাতেন কিন্তু পিছনের দিকে ঘাড় ফেরাতেন না। **–সহীহ্। মিশকাত– (৯৯৮)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি গারীব, ওয়াকী' (রহঃ) তাঁর বর্ণনায় আল-ফাযল ইবনু মূসার বর্ণনার সাথে মতপার্থক্য করেছেন।

٥٨٨. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ عِكْرِمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاَةِ....... فذكر نحوه. **صحيح : انظر ما قبله.**

৫৮৮। ইকরামার কিছু সঙ্গী হতে বর্ণিত আছে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এদিক-সেদিক চোখ ঘুরাতেন উপরের হাদীসের মতো। **–সহীহ্। দেখুন পূর্বোক্ত হাদীস।**

এ অনুচ্ছেদে আনাস ও 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٥٩٠. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِاللهِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ : «هُوَ اخْتِلاَسٌ، يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ». **صحيح: «الإرواء» ‹٣٧٠› خ.**

৫৯০। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় এদিক-সেদিক তাকানো প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন ঃ এটা শাইতানের ছোঁ মারা, শাইতান সুযোগ বুঝে ছোঁ মেরে কোন ব্যক্তির নামায থেকে কিছু অংশ নিয়ে যায়। **–সহীহ্। ইরওয়া– (৩৭০), বুখারী।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব।

٦٢) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

অনুচ্ছেদ ঃ ৬২ ॥ কোন ব্যক্তি ইমামকে সাজদাহ্তে পেলে সে তখন কি করবে?

٥٩١. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٥٢٢›، «الصحيحة» ‹١١٨٨›.**

৫৯১। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায আদায় করতে এসে ইমামকে কোন এক অবস্থায় পেল। ইমাম যেরূপ করে সেও যেন অনুরূপ করে (তাকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় তার সাথে নামাযে শারীক হয়ে যাবে।)।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাউদ– (৫২২), আস্-সাহীহাহ্– (১১৮৮)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এটি গারীব হাদীস। উল্লেখিত সূত্রটি ছাড়া আর কোন সূত্রে এ হাদীসটি কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। বিদ্বানগণ এ হাদীস অনুসারে আমল করেছেন। কোন ব্যক্তি মাসজিদে এসে ইমামকে সাজদাহ্রত অবস্থায় পেলে সেও তার সাথে সাজদাহ্য় শারীক হবে। যদি ইমামকে রুকূতে না পায় তবে সেই রাক'আত পেল না। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক ইমামের সাথে সাজদাহ্য় শারীক হওয়া পছন্দ করেছেন। কোন কোন বিদ্বান প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন, আশা করা যায় এ সাজদাহ্ হতে মাথা তোলার আগেই তাকে মাফ করা হবে।

٦٣) بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمْ قِيَامٌ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৩ ॥ নামায শুরু হওয়ার সময় দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষা করা মাকরূহ

٥٩٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي خَرَجْتُ». **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٥٥٠›، «الروض النضير» ‹١٨٣› ق.**

৫৯২। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু কাতাদা (রাঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি (আবূ কাতাদা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের জন্য ইক্বামাত দেয়া হলে আমাকে (কামরা হতে) বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

–সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৫৫০), আর রাউজুন নাযীর– (১৮৩), বুখারী ও মুসলিম।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ আবূ কাতাদার হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁর হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবা ও অন্যরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইমামের জন্য বিলম্ব করা মাকরূহ বলেছেন। অপর দল বলেছেন, ইমাম মাসজিদে হাযির থাকলে এবং নামাযের ইক্বামাতও দেয়া হলে মুয়াজ্জিন “কাদ কামাতিস সালাত কাদ কামাতিস সালাত” বললে উঠে দাঁড়াবে। ইবনুল মুবারাক একথা বলেছেন।

٦٤) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৪ ॥ দু'আর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করবে

٥٩٣. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ، قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّيْ، وَالنَّبِيُّ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ، بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللّٰهِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ». **حسن صحيح : «صفة الصلاة»، «تخريج المختارة» (٢٥٥)، «المشكاة» (٩٣١).**

৫৯৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি নামায আদায় করছিলাম এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবূ বাক্‌র এবং উমার (রাঃ)-ও উপস্থিত ছিলেন। আমি (শেষ বৈঠকে) বসলাম, প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলাম, তারপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সালাম নিবেদন করলাম, তারপর নিজের জন্য দু'আ করলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি প্রার্থনা করতে থাক তোমাকে দেয়া হবে, তুমি প্রার্থনা করতে থাক তোমাকে দেয়া হবে।

–হাসান সহীহ্। সিফাতুস সালাত, তাখরীজুল মুখতারাহ– (২৫৫), মিশকাত– (৯৩১)।

এ অনুচ্ছেদে ফাযালা ইবনু উবাইদ (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ 'ঈসা বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদের হাদীসটি হাসান সহীহ্। আহমাদ ইবনু হাম্বাল হাদীসটি ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদমের সূত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।

٦٥) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ تَطْيِيْبِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৫ ॥ মাসজিদ সুগন্ধময় করে রাখা

٥٩٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ الْبَغْدَادِيُّ الْبَصْرِيُّ : حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ صَالِحٍ الزُّبَيْرِيُّ- هُوَ مِنْ وُلْدِ الزُّبَيْرِ- : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٥٩›.**

৫৯৪। 'আইশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মাসজিদ নির্মাণ করতে, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সুবাসিত করতে হুকুম দিয়েছেন।

–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৫৯)।

٥٩٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيْعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ....... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৯৫। হিশাম ইবনু উরওয়া (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন........ উপরের হাদীসের মতোই।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই বর্ণনা সূত্র পূর্ববর্তী সূত্রের চেয়ে বেশি সহীহ্।

٥٩٦. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ...... فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

৫৯৬। হিশাম ইবনু 'উরওয়া (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন...... উপরের হাদীসের মতোই।

সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, পাড়ায় পাড়ায় মাসজিদ নির্মাণের অর্থ প্রতি বংশ ও লোকালয়ে মাসজিদ তৈরী করা।

٦٦) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৬ ॥ দিন ও রাতের (নফল) নামায দুই দুই রাক'আত করে

٥٩٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». **صحيح : «ابن ماجه» (١٣٢٢).**

৫৯৭। ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ রাত ও দিনের (নফল) নামায দুই রাক'আত দুই রাক'আত। **–সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (১৩২২)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ শু'বার সঙ্গীরা ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর হাদীসটি বর্ণনায় মত পার্থক্য করেছেন। তাদের কয়েকজন এটাকে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন, আবার কয়েকজন মাওকূফ হিসেবে। নাফি (রহঃ) ইবনু 'উমারের সূত্রে একই রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বর্ণনা হলো, ইবনু উমার (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, "রাতের নামায দুই দুই রাক'আত"। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবীগণ ইবনু 'উমারের সূত্রে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে যে বর্ণনা করেছেন তাতে দিনের নামাযের উল্লেখ করেননি। ইবনু 'উমার (রাঃ) প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাতের নামায দুই রাক'আত করে এবং দিনের নামায চার রাক'আত করে আদায় করতেন।

এ প্রসঙ্গে বিদ্বানদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে। ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ রাত ও দিনের (ফরয ছাড়া অন্যান্য) নামায এক সালামে দুই দুই রাক'আত (করে আদায় করতে হবে) বলে মত দিয়েছেন। অপর একদল বলেছেন, রাতের নামায দুই দুই রাক'আত। তাদের মতে দিনের নফল ও অন্যান্য নামায চার রাক'আত করে, যেমন যুহরের পূর্বে চার রাক'আত আদায় করা হয়। সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক ও ইসহাক এ মতেই মত দিয়েছেন।

٦٧) بَابُ كَيْفَ كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৭ ॥ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের নামায কিরূপ ছিল?

٥٩٨. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ النَّهَارِ؟ فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ ذَاكَ، فَقُلْنَا : مَنْ أَطَاقَ ذَاكَ مِنَّا؟ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ، صَلَّى أَرْبَعًا، وَصَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. **حسن : «ابن ماجه» ‹١١٦١›.**

৫৯৮। 'আসিম ইবনু যামরা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমরা আলী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার নামায প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তোমরা সে রকম নামায আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে কে সে রকম আদায় করতে সক্ষম হবে? তিনি বললেন, যখন সূর্য এদিকে (পূর্বাকাশে) এরূপ হতো যেমন আসরের সময় হয়ে থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাক'আত (সালাতুল ইশরাক) নামায আদায় করতেন। আবার যখন সূর্য এদিকে (পূর্বাকাশে) এরূপ হতো, যেমন যুহরের ওয়াক্তের সময় (পশ্চিমাকাশে) হয় তখন তিনি চার রাক'আত (সালাতুদ যুহা) নামায আদায় করতেন।

তিনি যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে দুই রাক'আত এবং 'আসরের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করতেন। তিনি নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা, নাবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারী মু'মিন মুসলমানদের প্রতি সালাম পাঠানোর মাধ্যমে প্রতি দুই রাক'আতের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করতেন। (অর্থাৎ দুই দুই রাক'আত করে আদায় করতেন)। –হাসান। ইবনু মাজাহ– ১১৬১)।

৫৯৯. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ........ نَحْوَهُ.

৫৯৯। অপর একটি সূত্রেও আসিম (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

এটি হাসান হাদীস। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের বেলার নফল নামায সম্পর্কে এ হাদীসটি সর্বাধিক সহীহ্। ইবনুল মুবারাক এ হাদীসটিকে 'যঈফ বলতেন। আমার মতে তাঁর এ হাদীসটিকে 'যঈফ বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলাই বেশি ভাল জানেন, কেবল উল্লেখিত সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীস বিশারদদের মতে 'আসিম ইবনু যামরা নির্ভরযোগ্য রাবী। সুফিয়ান সাওরী বলেন, আমাদের কাছে হারিসের হাদীসের তুলনায় 'আসিমের হাদীস বেশি উত্তম।

٦٨) بَابُ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي لُحُفِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৮ ॥ মহিলাদের দোপাট্টা, চাদর ইত্যাদিতে নামায আদায় করা মাকরূহ

٦٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِالْمَلِكِ-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ

شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ-، قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُصَلِّيْ فِيْ لُحُفِ نِسَائِهِ. صحيح : «صحيح أبي داود» ‹٣٩١›.

৬০০। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের ওড়না, চাদর ইত্যাদিতে নামায আদায় করতেন না। –সহীহ্। আবূ দাঊদ– (৩৯১)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হতে সম্মতির কথাও উল্লেখ আছে।

٦٩) بَابُ ذِكْرِ مَا يَجُوْزُ مِنَ الْمَشْيِ، وَالْعَمَلِ فِيْ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৬৯ ॥ নফল নামাযরত অবস্থায় হাঁটা এবং কোন কাজ করা

٦٠١. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : جِئْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِي الْبَيْتِ، وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِيْ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ-، وَوُصِفَتِ الْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ-. **حسن : «صحيح أبي داود» ‹٨٥٥›، «المشكاة» ‹١٠٠٥›، «الإرواء» ‹٣٨٦›.**

৬০১। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি (যখন) আসলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তখন) নামায আদায় করছিলেন। এ সময় ভিতর হতে ঘরের দরজা আটকানো ছিল। তিনি (নামাযরত অবস্থায়) হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। তারপর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে আসলেন। দরজাটি কিবলার দিকে ছিল।

–হাসান। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (৮৫৫), মিশকাত– (১০০৫), আল-ইরওয়া– (৩৮৬)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান গারীব।

٧٠) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ قِرَاءَةِ سُوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭০ ॥ এক রাক'আতে দুটি সূরা পাঠ করা

٦٠٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللّٰهِ عَنْ هٰذَا الْحَرْفِ : {غَيْرَ آسِنٍ} أَوْ {يَاسِنٍ} قَالَ : كُلَّ الْقُرْآنِ قَرَأْتَ غَيْرَ هٰذَا الْحَرْفِ؟! قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُوْنَهُ، يَنْثُرُوْنَهُ نَثْرَ الدَّقَلِ، لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، إِنِّيْ لَأَعْرِفُ السُّوَرَ النَّظَائِرَ الَّتِيْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَهُنَّ، قَالَ : فَأَمَرْنَا عَلْقَمَةَ، فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ : عِشْرُوْنَ سُوْرَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرِنُ بَيْنَ كُلِّ سُوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ. **صحيح : «صحيح أبي داود» ‹١٢٦٢›، «صفة الصلاة» ق.**

৬০২। আ'মাশ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়ায়িলকে বলতে শুনেছি, এক ব্যক্তি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে (সূরা মুহাম্মাদের) একটি শব্দ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করল, এটা কি 'গাইর আসিনিন' হবে না 'গাইরু ইয়াসিনিন' হবে? তিনি বললেন, এটা ছাড়া তুমি কি সমগ্র কুরআন পাঠ করে নিয়েছ? সে বলল ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন, একদল লোক কুরআন পাঠ করে এবং তারা এটাকে ঝাড়ে নিম্নমানের খেজুর ঝাড়ার মত। তাদের (কুরআন) পাঠ তাদের কণ্ঠনালীর উপরে উঠে না। আমি দুই দুইটি সাদৃশ্যপূর্ণ সূরা সম্পর্কে জানি যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রে মিলিয়ে পাঠ করতেন। রাবী বলেন, আমরা আলকামা (রহঃ)-কে প্রশ্ন করতে বললে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, মুফাস্সাল সূরাগুলোর মধ্যে এমন বিশটি সূরা রয়েছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোর দুই দুইটিকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে প্রতি রাক'আতে পাঠ করতেন (অর্থাৎ এক এক রাক'আতে দুটি করে সূরা পাঠ করতেন)। –সহীহ্। সহীহ্ আবূ দাঊদ– (১২৬২), সিফাতুস সালাত, বুখারী ও মুসলিম।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧١) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ فِيْ خُطَاهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭১ ॥ পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়ার ফাযিলাত এবং প্রতিটি পদক্ষেপের পুরস্কার

٦٠٣. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ : أَنبأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، سَمِعَ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَا يُخْرِجُهُ- أَوْ قَالَ : لَا يَنْهَزُهُ- إِلَّا إِيَّاهَا، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً». **صحيح : «ابن ماجه» ‹٧٧٤› ق.**

৬০৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযূ করল তারপর নামাযের উদ্দেশ্যে রাওয়ানা হল। একমাত্র নামাযই তাকে (ঘর হতে) বের করল অথবা নামাযই তাকে উঠিয়েছে, এ অবস্থায় তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার একগুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন অথবা একটি করে গুনাহ মাফ করে দিবেন। –**সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৭৭৪), বুখারী ও মুসলিম।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧٢) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭২ ॥ মাগরিবের (ফরয) নামাযের পর (নফল) নামায ঘরে আদায় করাই উত্তম

٦٠٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ الْبَصْرِيُّ- ثِقَةٌ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبٍ

بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِالأَشْهَلِ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فِي الْبُيُوتِ». **حسن : «ابن ماجه» (١١٦٥).**

৬০৪। সা'দ ইবনু ইসহাক ইবনু কা'ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল আশহাল গোত্রের মাসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করলেন। লোকেরা নফল নামায আদায় করতে দাঁড়াল। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ নামায অবশ্যই তোমাদের ঘরে আদায় করা উচিৎ। –হাসান। **ইবনু মাজাহ– (১১৬৫)।**

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। কেননা এটা আমরা শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই জেনেছি। ইবনু 'উমারের সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্। তাতে আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পরের দুই রাক'আত নিজের ঘরেই আদায় করতেন।"

হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, "নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায আদায় করলেন, তিনি বরাবর মাসজিদে নামায আদায় করতে থাকলেন। এমনকি 'ইশার ওয়াক্ত উপস্থিত হলো। তিনি 'ইশার নামায আদায় করলেন।"

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায মাসজিদেও আদায় করেছেন, এ হাদীস হতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

٧٣) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الاغْتِسَالِ عِنْدَمَا يُسْلِمُ الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৩ ॥ ইসলাম গ্রহণ করার সময় গোসল করা

٦٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. عَنِ الأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ

بْنِ عَاصِمٍ : أَنَّهُ أَسْلَمَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. **صحيح :** «تخريج المشكاة» ‹٥٤٣›، «صحيح أبي داود» ‹٣٨١›.

৬০৫। ক্বাইস ইবনু 'আসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি ইসলাম **কবূল করলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু** 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কূলের পাতা **মেশানো পানি দিয়ে গোসল করার হুকুম** দিলেন।

–সহীহ্। তাখরীজুল মিশকাত– (৫৪৩), সহীহ্ আবূ দাউদ– (৩৮১)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান। উপরোক্ত সনদসূত্রেই আমরা হাদীসটি অবগত হয়েছি। এ অনুচ্ছেদে আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে আলিমগণ বলেছেন, মুসলমান হওয়ার সময় গোসল করা ও পরনের পোশাক ধোয়া মুস্তাহাব।

٧٤) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৪ ॥ পায়খানায় যাওয়ার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলা

٦٠٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ : حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ : حَدَّثَنَا خَلاَّدٌ الصَّفَّارُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ-، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ، إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاَءَ، أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللّٰهِ». **صحيح :** «ابن ماجه» ‹٢٩٧›.

৬০৬। 'আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জ্বিনের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হলো, যখন তাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশ করে সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। **–সহীহ্।** ইবনু মাজাহ– (২৯৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি গারীব। শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই আমরা হাদীসটি জেনেছি। এর সনদ খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ) হতেও হাদীস বর্ণিত আছে।

٧٥) بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ سِيْمَا هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثَارِ السُّجُوْدِ وَالطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৫ ॥ কিয়ামাতের দিন এই উম্মাতের নিদর্শন হবে সাজদাহ্ ও ওযূর চিহ্ন

٦٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ : حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ : قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو : أَخْبَرَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ : «أُمَّتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غُرٌّ مِنَ السُّجُوْدِ، مُحَجَّلُوْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ». **صحيح : «الصحيحة» ‹٢٨٣٦›.**

৬০৭। ‘আবদুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ক্বিয়ামাতের দিন আমার উম্মাতের মুখ-মন্ডল সাজদাহ্‌র কল্যাণে আলোক উদ্ভাসিত হবে এবং ওযূর কল্যাণে হাত-মুখ চমকপ্রদ (আলোকিত) হবে। –সহীহ্। আস্-সহীহাহ্- (২৮৩৬)।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি উপরোক্ত সূত্রে হাসান, সহীহ্ গারীব।

٧٦) بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৬ ॥ পবিত্রতা অর্জনের জন্য ডানদিক হতে শুরু করা মুস্তাহাব

٦٠٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِيْ طُهُوْرِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِيْ تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. **صحيح : «ابن ماجه» ‹٤٠١› ق نحوه.**

৬০৮। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্রতা অর্জন, মাথা আচড়ানো এবং জুতা পরার সময় এ কাজগুলো ডান দিক থেকে শুরু করাই পছন্দ করতেন। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৪০১)। বুখারী ও মুসলিম অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

٧٧) بَابُ قَدْرِ مَا يَجْزِىءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৭ ॥ ওযূর জন্য কতটুকু পানি যথেষ্ট

٦٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ شَرِيْكٍ، عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عِيْسَى، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَجْزِئُ فِي الْوُضُوْءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ». **صحيح : «ابن ماجه» <٢٧٠>.**

৬০৯। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুই রিতল পানিই ওযূর জন্য যথেষ্ট। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (২৭০)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি গারীব। আমরা শুধুমাত্র উপরোক্ত সূত্রেই উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি জেনেছি। আনাস (রাঃ) হতে অপর এক বর্ণনায় আছে– "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাকূক পানি দিয়ে ওযূ এবং পাঁচ মাকূক পানি দিয়ে গোসল করতেন।"

অপর বর্ণনায় আছে, আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুদ্দ পানি দিয়ে ওযূ এবং এক সা' পানি দিয়ে গোসল করেছেন। এই হাদীসটি শারীকের হাদীস হতে অধিক সহীহ্।

٧٨) بَابُ مَا ذُكِرَ فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلاَمِ الرَّضِيعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৮ ॥ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়া

٦١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلاَمِ الرَّضِيعِ : «يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ». قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا، فَإِذَا طَعِمَا، غُسِلاَ جَمِيعًا. **صحيح : «ابن ماجه» <٥٢٥>.**

৬১০। ‘আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে বলেন ঃ পুরুষ শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং কন্যা শিশুর পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে। ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন ঃ শিশুরা যতক্ষণ শক্ত খাবার না ধরবে ততক্ষণ এই নির্দেশ বহাল থাকবে। শক্ত খাবার খাওয়া শুরু করলে উভয়ের পেশাবই ধুয়ে ফেলতে হবে। –সহীহ্। ইবনু মাজাহ– (৫২৫)।

আবূ ‘ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ্। হিশাম আদ্-দাসতাওয়াঈ এটি মারফূ হিসেবে এবং ক্বাতাদা মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٧٩) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ مَسْحِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৭৯ ॥ সূরা আল-মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুজার উপর মাসাহ্ করা প্রসঙ্গ

٦١١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِاللّٰهِ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ، قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ؟! فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ. فَقُلْتُ لَهُ : أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ : مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ الْمَائِدَةِ. **صحيح : «الإرواء» (١/١٣٧).**

৬১১। শাহর ইবনু হাওশাব হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ)-কে ওযূ করতে ও মুজার উপর মাসাহ্ করতে দেখলাম। ও তাকে এ বিষয়ে সিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওযূ করতে ও মুজার উপর মাসাহ্ করতে দেখেছি। আমি তাকে বললাম, এটা কি সূরা আল-মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে না পরে? তিনি বললেন ঃ আমি তো মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পরেই মুসলমান হয়েছি। **–সহীহ্। ইরওয়া– (১/১৩৭)।**

٦١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زِيَادٍ....... نَحْوَهُ.

৬১২। খালিদ ইবনু যিয়াদ থেকে অন্য সূত্রেও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এই হাদীসটি গারীব। শাহর ইবনু হাওশাব থেকে মুকাতিল ইবনু হাইয়ান ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি জানতে পারিনি।

٨١) بَابُ مَا ذُكِرَ فِيْ فَضْلِ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮১ ॥ নামাযের ফাযিলাত

٦١٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ زِيَادٍ الْقَطْوَانِيُّ الْكُوْفِيُّ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى : حَدَّثَنَا غَالِبٌ أَبُوْ بِشْرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «أُعِيْذُكَ بِاللّٰهِ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ : مِنْ أُمَرَاءَ يَكُوْنُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ، فَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، فَصَدَّقَهُمْ فِيْ كِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّيْ، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، أَوْ لَمْ يَغْشَ، فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ فِيْ كِذْبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلٰى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّيْ، وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! اَلصَّلَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ حَصِيْنَةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ، كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ! إِنَّهُ لَا يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلٰى بِهِ». **صحيح : «التعليق الرغيب»** ‹١٥/٣ و ١٥٠›.

৬১৪। কা‘ব ইবনু উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে কা‘ব ইবনু উজরা! আমার পরে যেসব নেতার উদয় হবে আমি তাদের (খারাবী) থেকে তোমার জন্য আল্লাহ তা‘আলার সহায়তা প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হলো (সান্নিধ্য লাভ করলো), তাদের মিথ্যাকে সত্য বললো এবং তাদের স্বৈরাচার ও যুলুম-নির্যাতনে সহায়তা করলো, আমার সাথে

এ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই এবং এ ব্যক্তির সাথে আমারো কোন সংস্রব নেই। এ ব্যক্তি 'কাওসার' নামক হাউজের ধারে আমার নিকট আসতে পারবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি তাদের দ্বারস্থ হলো (তাদের কোন পদ গ্রহণ করলো) কিন্তু তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে মানল না এবং তাদের স্বৈরাচার ও যুলুম-নির্যাতনে সহায়তা করলো না, আমার সাথে এ ব্যক্তির সম্পর্ক রয়েছে এবং এ ব্যক্তির সাথে আমারও সম্পর্ক রয়েছে। শীঘ্রই সে 'কাওসার' নামক হাউজের কাছে আমার সাথে দেখা করবে। হে কা'ব ইবনু উজরা! নামায হলো (মুক্তির) সনদ, রোযা হলো মজবুত ঢাল (জাহান্নামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক) এবং সাদাকা (যাকাত বা দান-খায়রাত) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। হে কা'ব ইবনু উজরা! হারাম (পন্থায় উপার্জিত সম্পদ) দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট গোশত (দেহ)-এর জন্য (জাহান্নামের) আগুনই উপযুক্ত।

–সহীহ্। তালীকুর রাগীব– (৩/১৫, ১৫০)

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান গারীব। আমরা শুধুমাত্র উল্লেখিত সূত্রেই হাদীসটি জেনেছি। আমি মুহাম্মাদকে (বুখারীকে) এ হাদীস প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনিও শুধুমাত্র উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসার সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটাকে খুবই গারীব বলেছেন।

٦١٥. وَقَالَ مُحَمَّدٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مُوسٰى عَنْ غَالِبٍ......... بِهٰذَا.

৬১৫। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন ঃ ইবনু নুমাইর উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসার সূত্রে গালিব হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٨٢) بَابٌ مِنْهُ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮২ ॥ একই বিষয়

٦١٦. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِالرَّحْمنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ : أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ : حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ : «اِتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ». قَالَ : فَقُلْتُ لِأَبِي أُمَامَةَ : مُنْذُ كَمْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ؟ قَالَ : سَمِعْتُهُ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً. **صحيح : «الصحيحة»** ‹٨٦٧›.

৬১৬। আবূ উমামা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় কর। তোমাদের রামাযান মাসের রোযা রাখ, তোমাদের ধন-দৌলতের যাকাত আদায় কর এবং তোমাদের আমীরের অনুসরণ কর, তবেই তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আমি (সুলাইম) আবূ উমামা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আপনি কতদিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ হাদীস শুনেছেন? তিনি বলেন ঃ আমি তিরিশ বছর বয়সে তাঁর নিকট এ হাদীস শুনেছি। **–সহীহ্।** আস্-সহীহাহ্– (৮৬৭)।

আবূ 'ঈসা বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ্।

আল-হামদুলিল্লাহ
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

صحيح سنن الترمذي

(الجزء الثالث)

للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي

المتوفى سنة ٢٧٩هـ رحمه الله

تحقيق :

محمد ناصر الدين الألباني

ترجمه الى اللغة البنغالية

✯ حسين بن سهراب

من كلية الحديث الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

✯ عيسي ميا بن خليل الرحمن

ممتاز من كلية الشريعة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

طبع ونشر

مؤسسة حسين المدنى بروكاشنى، داكا،

بنغلاديش